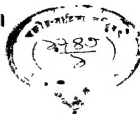






নিয়ম-রহস্য ।

নিয়ম-রহস্য ।



শ্রীবিহারীলাল মিত্র
প্রণীত ।

কলিকাতা ।

শকাব্দ ১৮২২ ।

২
১৮৬৫

শম, দম, দম্ভ, ভেদ যত দিন রহে,
সুখে থাকে তত দিন মিত্র ইহা কহে।

বি, মিত্র ।



নিয়ম-রহস্য ।



স্বর্গাধর্ম অশুভিষ্ম মৃথ্য হিতাহিত, নিয়মাধীন বলিয়া ইহাই কথিত ।
 সব এক এক সব জন্তুর রচিত, স্বভাবকৃত নিষমে নিয়ম গঠিত ॥
 প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ ব্যোমাবধি কথিত ।
 এক নিয়ম সর্বত্র মনের বচিত ॥



প্রথম অধ্যায় ।

রস ।

উঃ কি অদ্ভূত দৃশ্য ! আপনাপনি স্ফীত, ততঃ হেলিত, হুলিত,
 পবম্পবে আলাপিত, গুণ বশতঃ আঘাতিত ফলতঃ শব্দাশ্বিত ।
 ঘোর ঘনে ঘনীভূত পরস্পর আদ্যাক্রকাবে আবৃত, ততঃ আকর্ষণ ও
 বিকর্ষণে অবিবত ছুবিত, উঠিত, পড়িত ফলতঃ একার্ণবে মিশ্রিত ।
 মৈথুনে আনন্দিত, গৌ গৌ ববে গর্জিত, ওঁ ওঁ ববে ওঙ্কাবিত,
 মহাবীৰ মকত অকস্মাৎ উত্থিত, তৎপর শো শো শব্দে প্রবল
 বেগে চাবিদিগে প্রবাহিত । পবম্পর মর্দনে বাডবাগ্নি উদ্ভূত,
 বস্ত্রতঃ নিজ মর্যাদা বক্ষা হেতু বাগশ্বিত, কিন্তু বাস্তবিক নিহত
 আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত, ফলতঃ প্রলয় উপস্থিত । প্রলয়ান্তে

আদ্য আবির্ভূত, আদ্যাগমানে স্থিতি স্থাপিত, স্থিতি অবসানে
আবাব প্রলয় উপস্থিত।

অহো কি আশ্চর্য্য বহুস্ত। সর্বদা, সর্বথা ও সর্বত্র শক্তি
বিবাজিত, স্তম্ভতবাং অবিশ্রামে অবিবত জগৎ হয় ঘূর্ণিত। ঘূর্ণীপাকে
সমস্ত বিষয় হয় বশীভূত, তদ্বৎ জন্ম ও মৃত্যু অহোবাত্র চিহ্নিত,
তৎকাবণ তিবোভাব ও আবির্ভাব হয় কথিত, অপ্টিচ দিবা ও নন্তা
প্রত্যহ সর্ব দৃষ্টিতে হয় প্রত্যক্ষ দর্শিত। মানষিকজ্ঞানবিজ্ঞানকৌশল
বিজিগীষা সর্বদা তথায় হয় পবাতৃত, কাবণ চিৎকপিনী শক্তি সদা
অস্ত্রবে হয় অস্ত্রিহিত। ভূতপূর্ব, ভবিষ্যৎ পব, বর্দ্মান আপাততঃ
তজ্জয় লাভে বঞ্চিত, তদ্বৎ পর্যায়ক্রমে বাস্তবিক হয় লজ্জিত
ফলতঃ পবাজিত। শিব, শিব, শিব, স্বামী যেমনি হয় গৃহীত,
অমনি চিদাভাসে হয় সমস্ত ভাসিত।

অহো কি আনন্দ। অকস্মাৎ পূর্ব আলোক হইল আবাব
প্রকাশিত। স্থিব, অতিস্থিব, গন্ত্যাব পুনঃ হইল লক্ষিত, তৎসঙ্গে
সঙ্গে হইল ঘোব নীলিমা বড়ে বঞ্জিত। মানষিকজ্ঞানবিজ্ঞানকৌশল
জয়লক্ষী তদুপবি যাদৃশী হইল স্থাপিত, তাদৃশী গর্বিত ভাবে বন্ধঃ
বিদারণ কবতঃ হইল হর্মিত ফলতঃ পবিচালিত। যাত্রী নানা আমোদে
আমোদিত, এবং চতুর্দিগে নানা আশ্চর্য্য দর্শনে হইল আশ্চর্য্যাস্থিত,
কুত্রস্থস্থিত, কুত্র লোমাঞ্চিত, কুত্র পুলকিত, কুত্রচিৎ হইল
আপ্লাবিত। উদিত ভক্তি হইল প্রকাশিত, বিশ্বাসকে বরিল দৃঢ়ী-
ভূত, ফলতঃ কার্গ্য কাবণে হইল পবিণত। দৃনযাত্রী সংস্কাব বলে
হইল সংস্রুত, তৎ কাবণ সংস্রুতি ইহাই হইল সংশিত।

দুস্তর সংসার জলনিবি ও সংসার মহীকহ হইল, আবির্ভূত, ততঃ হিতাহিত হইল প্রকাশিত, বিধি হইল নিকপিত, তৎকাবণ যুদ্ধ হইল উদ্গত, ফলতঃ পুৰুষকাব হইল উপস্থিত। সম্ভাবিত জয় পবাজয় অন্তবে বহিল লুকাযিত, যত্র মোহে হইল গৰ্বিত, তত্র অপায় হইল উপস্থিত ফলতঃ যুদ্ধে হইল পবাজিত, যত্র যুক্তি হইল না লজ্জিত তত্র উপায় হইল উদঘাটিত ফলতঃ জয়লক্ষী হইল বিবাজিত, ইহাই হয় সত্য যাহা বিহাবী মিত্ৰেব দ্বাবা হইল বিদিত, কথিত, বর্ণিত।

হে মন। তুমি রচনা কবিষাছ, যদি তুমি না কবিত্তে তাহা হইলে অদ্য জাগতিক জন কাল্পনিক ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান রহিত হইয়া স্বাভাবিক মহানন্দে আনন্দিত থাকিত। তোমাব কি অন্তত বচনা শক্তি, যাহা কুত্রাপি নাই, তাহাও তুমি সৰ্বত্র প্রস্তুত কবিত্তে পাবগ হও। কোথায় স্বৰ্গ, কোথায় নবক, কোথায় পাপ, কোথায় পুণ্য, কোথায় জন্ম, কোথায় মৃত্যু, কোথায় পুনর্জীবন, কোথায় ইহ জীবন, কোথায় সৰ্গ, কোথায় মৰ্ত্য সমস্তই তোমাব কল্পিত হয়। তুমি যদি না থাকিত্তে তাহা হইলে কল্পনা হইত না, এবং কাল্পনিক জগতেব আদি, মধ্য ও অন্ত বহিত হইত। অতএব হে মন। তুমি ধন্ত, ধন্ত, ধন্ত।

হে মন! তুমি পূর্ণ নিশ্চল আছ। জগতে এমন কিছুই পদার্থ নাই, যাহা তোমাব নিশ্চলতার যোগ্য হয়, ইহাব কাবণ তোমাব উপমা ও অভাব হয়। হে মন। তুমি কি প্রকাবে মলান্বিত হও। মানব মাত্রই মন আছে, তবে কেন সকল মানব নিশ্চল নন। মানব

মাত্রই প্রকৃতি ভেদ লক্ষিত হয়। হে মন ! তুমি তবে রস সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া নানা কামনা কর, এবং নানা রূপ ধর। হে মন ! তুমি যদি কামরূপ হও, তাহা হইলে সচ্চিদানন্দ লোপ হয়। হে মন ! তবোঁয়্যাহা এক তাহাই সত্য, যাহা সত্য তাহাই নিয়ম, যাহা নিয়ম তাহাই সৎ, যাহা সৎ তাহাই চিৎ, যাহা চিৎ তাহাই আনন্দ।

হে মন ! সৎ, চিৎ, আনন্দ সত্য হয়। সৎ আকার হয়। চিৎ শক্তি হয়। আনন্দ পুরুষকার হয়। আকার না হইলে শক্তি ব্যবহার হয় না, অতএব আকার ও শক্তি বাঁজের ও ফলের সম্পর্ক বৎ হয়। যথায় আকার, তথায় শক্তি হয়, যথায় শক্তি তথায় আকার হয়। আকার ও শক্তি একত্রিত হইলেই ক্রিয়ার আবশ্যক হয়, ক্রিয়ার আবশ্যক হইলেই পুরুষকারের আবশ্যক হয়, পুরুষ কারের আবশ্যক হইলেই নিয়মের আবশ্যক হয়, নিয়মের আবশ্যক হইলেই সত্যের আবশ্যক হয়, সত্যের আবশ্যক হইলেই একেব আবশ্যক হয়, কাবণ যাহা এক তাহাই সত্য হয়। হে মন ! তুমি রস সংস্কারে কি প্রকারে প্রকৃতি ভেদ হও, তাহা তুমি জাগতিক জনকে প্রত্যক্ষ শিক্ষা দেও।

কদা নন্দীগ্রামে একটি ভাবুক দুঃস্থ বাস করিতেন, তাঁহার কতকগুলি সন্তান ছিল এবং তিনি স্বাভাবিক গুণ বশতঃ সর্বজ্যেষ্ঠকে অত্যাশ্রয় অধিক ভাল বাসিতেন। সর্বজ্যেষ্ঠ কার্য বশতঃ পিতৃ কুঠীর ত্যাগ করিয়া সহবে বাস করিত। সর্বজ্যেষ্ঠ ভাষাজ্ঞ ছিল, ইহাবৃকানন সহবের কৌশল উত্তমরূপে বিদিত ছিল,

এবং তৎকারণ অন্তর্কষ্টে পীড়িত হইত না, বরং কিঞ্চিৎ উদ্বর্ত্ত অল্প স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সময়ে সময়ে দেশে পাঠাইত।

সহরে থাকিয়া গ্রাম বাসীর উপর যত প্রভুত্ব লওয়া যাইতে পাবে, গ্রামে থাকিয়া তত হয় না, কারণ গ্রামবাসীরা সহরবাসীর নিকট হইতে মর্যাদা গ্রহণ কবিতে আগ্রহ হয়। সহরবাসীরা অর্থোপার্জনের দকন গ্রামবাসীর উপর যে সমস্ত কৌশল ব্যবহার করে তাহাতে প্রায় সম্মুখ প্রকারে জয়ী হয়, কাবণ গ্রামবাসীরা সবল অন্তঃকরণের প্রাণী হয়, বক্র ভাব কি তাহা আদৌ জানেনা। গ্রাম বাসীরা বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করে। যদি বিজ্ঞাপনের স্তম্ভে দেখিল, অমুক অবতাব হয়, অমুক লোক বলিতেছে, গ্রামবাসীরা তৎক্ষণাৎ বিনা যুক্তি আশ্রয় কবিয়া তাহাই বিশ্বাস করিল, এবং অমূকের সহিত লেখা লিখি চলিল। গ্রামবাসীরা নাম জাহির লোকেব গোলাম হয়। নাম জাহির লোকের নিকট হইতে পত্রের উত্তর পাউলে কৃতকৃতার্থ হইয়া সেই পত্র অন্য সমস্ত গ্রামবাসীর নিকট জাহির কবিয়া নিজের অন্তের নিকট বড় হয়। সহরবাসী অচৈতন্যকে চৈতন্য করিল, কিছুই দেখিল না বরং প্রকৃত চৈতন্য পদার্থ বলিয়া গ্রহণ কবিল, এবং অপর সকলকে চৈতন্য দিল, চৈতন্যময় হইল, বাস্তবিক সকলেই অচৈতন্য রহিল কারণ গোড়ায় অচৈতন্য ছিল।

গ্রামবাসীরা সহরবাসীর শ্রী, কান্তি, পবিত্রতা, আচাব, বিচার, ব্যবহার, আশ্রাব দেখিয়া হতভ্রম হইয়া যায়, কিন্তু এইটি জানিল না যে সর্বস্তুই গ্রামবাসীদের অর্থ হইতে হয়, যদি গ্রামবাসীরা কৃপা

না কবে, তাহা হইলে সহবাসীদের দুর্দশার অবধি থাকে না ।
বিজ্ঞাপন স্তম্ভ ও নাম জাহিৰ লোকেব বাক্য গ্রামবাসীদের হতভ্রম
কুরিবাব এক মহা উপায় হয় ।

সৰ্বজ্যোষ্ঠ সত্বে মহানন্দে কালযাপন কৰিতেছে, এমন সময়
হঠাৎ এক পুত্র পাইল, সৰ্বজ্যোষ্ঠ পত্ন পড়িয়া জানিল, পিতার
মুমূৰ্শু অবস্থা আগত প্রায়, অতএব সহব ত্যাগ কৰিয়া দেশে
প্রত্যাগমন বিধেয় । সৰ্বজ্যোষ্ঠ সহব ত্যাগ কৰিয়া স্বদেশাভিমুখে
যাত্রা কৰিল, এবং কিঞ্চিৎ দিনেব পৰ দেশে পহুছিল । কুটীৰে
গিয়া দেখিল, পিতা মৃত্যু শৰ্মাষ শায়িত আছেন, সৰ্বজ্যোষ্ঠ অন্ত
পৰিবাব বৰ্গকে পিতাব পীড়া সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন কৰিতে লাগিল ।
এবম্পৰক কথাবাত্তা পরস্পর চলিতেছে, এমন সময়ে ভাবুকদুঃস্থ
চক্ষুকান্মীলন কৰিল ।

সৰ্বজ্যোষ্ঠ । আপনি কেমন আছেন ।

পিতা । আঁম তোমাৰ অপেক্ষায় জীবন ধাবণ কৰিয়া বজি-
য়াছি, তুমি আসিয়াছ ভালই হইয়াছে, পথে কোন কষ্ট হয় নাই ?

সৰ্বজ্যোষ্ঠ । আঞ্জে না ।

পিতা । তুমি ভাবাজ্ঞ আছ, এবং অন্ত কষেকটি অপেক্ষা
চতুৰ হও । তুমি পর পয়সা কি প্রকাৰে লইতে হয় তাহা উত্তম
রূপে বিদিত আছ, তুমি আমাৰ কিছু উপব আশা ও ভবসা রাখ
না । তবে আমি পিতা তোমাৰ কিছু বস্তু দিতে ইচ্ছা কৰি, যদি
তুমি ইহাতে আনন্দ অনুভব কৰ, তাহা হইলে গ্রহণ কৰ ।

সৰ্বজ্যোষ্ঠ হস্ত প্রসাৰণ কৰিয়া বস্তু লইয়া অন্তৰ্বে হাসিত

লাগিল, এবং ভাবিল পিতার মৃত্যু হইতে আর অধিক দিলম্ব নাই, কাবণ পিতা পূর্ণ বিকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন ও প্রলাপ বকিতেছেন। বাহা হউক, দুই একটি কথা বলি। আপনাব এই বস্তুটির নাম কি ?

পিতা। বহন্য।

সর্বজ্যোষ্ঠ। ইহার গুণ কি ?

পিতা। গুণ যথেষ্ট, যদি তুমি গুণ বিশিষ্ট হও। অদ্যাবধি তুমি মনুষ্য চিনিলা, প্রত্যেক হইয়া উদর পূরণ কবিতেছ। তুমি ভাষাজ্ঞ এবং তোমার মাথা আছে, যদি মনুষ্য চিনিতে পাব, তাহা হইলে তোমার সঙ্গতি হইবার সম্ভাবনা। . . . তুমি এই বহন্য লইয়া চক্ষুতে দিবে, যদি মানবাকার দেখিতে পাও, আলাপ কবিলে, কিন্তু যতক্ষণ দেখিতে না পাইবে ততক্ষণ অন্বেষণ কবিলে, ক্রান্ত হইবে না, অবহেলা কবিলে না, আমি জন্ম দাতা পিতা।

ভাবুক দুঃশ্বেদ চক্ষু দুইধার হইতে অবিরত জল বহিতে লাগিল, তৎপর তাঁহার শির চক্ষু হইল, তদনন্তর তাঁহার চক্ষু দৃষ্টি স্থির প্রাপ্ত হইল। স্থিরে স্থির অলক্ষিত ভাবে মিশিল, অস্থির প্রকাশ্যভাগে পড়িয়া রহিল।

চাৰিদিগে পৰিবাবৰ্গেৰ ফ্রন্টনাবাল উঠিল। অস্থির লইয়া সকলেই অস্থির হইয়া পড়িল, অবশেষে কৃপাবশতঃ মায়া পুষ্ক-কাৰে আসিয়া যোগ দিল। অস্থিৰেৰ উপৰ স্মৃতি চলিল, অস্থিৰ চিত্তৰ উপৰ কাষ্ঠ শৰ্ম্মাতে শায়িত হইল, পুত্ৰ মুখ্যাগ্নি মুখে দিল, এবং অস্থিৰ কাল সহকাৰে ভগ্ন হইল। দাহকাৰী জল সহকাৰে

চিতাগ্নি নির্ঝান কবিয়া চিতা ধোত কবিল। দাহকাবী কুটীবাভি-
মুখে ফিরিল, হবিবোলের বুলি পুনরায় বলিতে লাগিল। দাহকাবী
কুটীবের দ্বাবে গোববাগ্নি প্রথম দর্শন কবিল, কুস্ত হইতে জল
লইয়া স্পর্শ করিল, দাহকাবী দন্তে মসূব ডাল কাটিল, নিম্ন ভক্ষণ
কবিল, তৎপূবে কুটীবে প্রবেশ কবিল। ফল ও মিষ্টান্ন খাইল
অবশেষে মিছিবি পানাতে শান্তিলাভ কবিল। সকলেই বিশ্রামে
আশ্রয় লইল, খালি সর্বজ্যোষ্ঠ অন্ততাব ধবিল।

সর্বজ্যোষ্ঠ সদা অন্তমনস্ক থাকিত, কোন বিষয়েই আনন্দ
বোধ কবিত না। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা কবিলে, কোন উত্তর দিত
না বরং বিবলিত্তাব প্রকাশ কবিত। সর্বজ্যোষ্ঠ কিঞ্চিৎদিন এই
প্রকারে কাল যাপন কবিবাব পর অকস্মাৎ একদিন রহস্তটি মনে
উদয় হইল, কিন্তু উদ্ভিগ্গচিত্তেব কাবণ কিছুই স্থির কবিতে পাবিল
না। সর্বজ্যোষ্ঠেব তাব দিন দিন ভাবাস্তবিত হইতে লাগিল।
কষেকদিবস পবে আবার রহস্তটি মনে আসিল এবং তৎক্ষণাৎ
সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা কবিল। আমি পিতাব আদেশানুক্রমে বহস্তটি
কার্য্যে পবিত কবিব, যদি প্রকৃত বহস্ত হয়, তাহা হইলে
মানবাকাব পুকারেব সহিত যে প্রকারে হউক আলাপ কবিব এবং
তাঁহাব শিগ্গ হইয়া মনেব সন্দেহ ভঞ্জন কবিয়া, মহানন্দে ইহলীলা
সম্বরণ কবিব, আব যদি যথার্থ অহবহহাস্ত হয়, তাহা হইলে পিতাব
আজ্ঞা ব্যতিক্রম কবিয়া বহস্তটি দূবে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায়
সহরে যাইয়া আবার নিজব্রতে ব্রতী হইব।

এইরূপ স্থিৰ কবিয়া অস্থিৰ সর্বজ্যোষ্ঠ বুটীব হইতে বাহিব

হইল। কুটীবের কথঞ্চিৎ দূবে জনেব জনবব তাহার কুর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল। সৰ্ব্বজ্যোত্ কবিত্বক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া শ্রবণ করিয়া দিক্ ঠিক করণান্তে তদ্বিকে ধাবিত হইল। তথা বহুজনকে এক-ত্রিত দর্শনে সৰ্ব্বজ্যোত্বেব আনন্দ অপাব হইল। সৰ্ব্বজ্যোত্ তন্মধ্যে একটিকে জিজ্ঞাসা কবিল—

অহে ভদ্র! অত্র স্থানে কি কাবণ এতাদিক জন একত্রিত হইয়াছে?

হে অজ্ঞাত বুলশীল পাত্ৰ! অদ্য বৈষ্ণবাত্মসব হয়। চারি দিগ হইতে সৰ্ব্ব বৈষ্ণবগণ একত্রিত হইয়াছে। অদ্য বৈষ্ণবদের মহানন্দেব দিন হয়, কাবণ দলে দলে ভবু সংকীৰ্ত্তন হইবেক। সকলেই যে বৈষ্ণব তাতা নহে, অধিকাংশ জন তামাসা দেখিতে আসিয়াছে, আমাদেব দেশ তামাসা প্রিয় হয়। যথায় তামাসা তথায়ই আমাদেব দেশীয় লোক উপস্থিত হয়। ছজ্জু বাতীত কেহই থাকেনা বিশেষতঃ ঢাক পিটা বিদ্যান, সম্পাদক, ধনী, কপট গৈবিক ধাবী ও কপট ব্রাহ্মণ বেশধাবী। ঐ দেখুন অতি আশ্চর্য্য তামাসা, মুগ্ধ বিষ্ণু মূর্ত্তি মধ্যে স্থাপিত। আবাব দেখুন দুই জন কপট বৈষ্ণব ইন্দ্র ও উপেন্দ্র সাজিয়া কপট বৈষ্ণব জনকে মুগ্ধ কবিতোছে। কি আশ্চর্য্য! যাহাকে উপাস্ত বিষয় ঠিক করিয়াছে, উপাসক আবাব উতাকে সং সাজাইয়া বং ঢং কবিতোছে, পয়সা উপার্জন করিতোছে। যিনি বৈষ্ণব নাম ধাবণ কবিয়াছেন, তাঁহার কি অচৈতন্য মুগ্ধ মূর্ত্তি চৈতন্য কবিবার জন্ত প্রয়োজন হয়, না সং দেখিয়া তাঁহার প্রেম বাড়াইতে হয়। হে উদ্বিগ্ন চিন্তধাবিন! আপনি

যোগদান ককন, কল্যা আপনাব নাম ক্রোড়পত্রে প্রকাশ হইবে, কারণ যত নাম বাড়িবে তত অর্থোপার্জনব সুবিধা হইবে এবং বিষ্ণু অবতাব হয় ইহা প্রমাণ হইবে, ফলতঃ চৈতন্য সম্প্রদায় অর্থাৎ জ্ঞানী লোক বৃদ্ধি পাইবে । আপনি আনন্দ ককন, আমি অমৃত্র যাই । হৃদ্র পান্ডকে তথায় বাথিয়া চলিয়া গেল ।

সর্ব জ্যোষ্ঠ ভাবিল, ভদ্র বুঝি আমার সহিত বিক্রপ কবিল । তাই বা কি কবিয়া বলিব, যখন কিছুই অযথা বলেন নাই । বোধ হয় তিনি এইপ্রকার মেলাকে ঘৃণা কবেন, তাহা কবিতে পারেন, যখন পবম্পরের প্রকৃতি প্রভেদ লক্ষিত হয় । আমি পূর্বে এই সব করিতাম, যাহা কিছু ভিতবেব কাণ্ড তাহাও আমি সমস্তই বিশেষ রূপে বিদিত আছি । আমি কতকগুলিকে গুরু কবিয়াছি, বস্ত্রপার মতন অনবরত একটি আশ্রয় ত্যাগ কবিয়া অমৃত্র আশ্রয় গ্রহণ কবিয়াছি, যখন কিছুই ঠিক দেখিলাম না কারণ ভাষাজ্ঞ, তখন নিজে গুরু হইয়া গুরু চবাইতে শুরু কবিতাম । ভদ্রের কথা শ্রবণাবধি আমি অস্থির হইয়াছি, তাহাকে গুরু করিতে ইচ্ছা হয় । পিতা যে আমায় অস্থির বলিতেন তাহা ঠিক, কারণ কেহ কিছু বুজুকি দেখাইলে, অমনি তাঁহাকে গুরু করিতে ইচ্ছা হয় । আর অমৃত্র কাহাকেও গুরু কবিব না । পিতা যে বহুশ্রুটি দিয়া গিয়াছেন যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে সেই মানবকে পুনরায় মৃত্যু পর্য্যন্ত গুরু রাখিব । এই মেলাটিতে অনেক ব্যক্তি একত্রিত হইয়াছে, রহস্তের পরীক্ষাব এই সুবিধা ছাড়িলে, বোধ হয়, আর এমন সুবিধা শীঘ্র পাইব না । এই বলিয়া, সর্ব জ্যোষ্ঠ রহস্তটি চক্ষুতে দিল ।

সর্ব জ্যেষ্ঠ যেমনি রহস্যটি চক্ষুতে দিল, অমনি নানা রকম পশু দেখিতে লাগিল, মানবাকার আৰ দেখিতে পাইল না। বহু ক্ষণ ধৰিয়া দেখিল, তত্ৰাচ আশা আৰ মিটিল না, যখন পশ্চাচাৰু দেখিয়া অত্যন্ত বিবৰ্দ্ধ হইল, তখন বহস্যটি চক্ষু হইতে নামাইল। পিতাৰ উপৰ সৰ্ব জ্যেষ্ঠেৰ ভক্তি উদয় হইল এৰং নিজেৰ পূৰ্ব কাৰ্য্যেৰ উপৰ ঘৃণা বাডিল। সৰ্ব জ্যেষ্ঠ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কিংকৰ্তব্য বিমূঢ় প্ৰায় হইয়া পুনঃ লোকাবণ্যেৰ উপৰ স্থিৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিল।

সৰ্ব জ্যেষ্ঠ সহৰে সৰ্ব জ্যেষ্ঠই ছিল, কিন্তু ভাবুক দুঃস্বৰ নিকট পুত্ৰ হইল, কাৰণ সৰ্ব জ্যেষ্ঠ বাস্তৱিক পুত্ৰ হয়। ভাবু-কেৰ নিকট জাগতিক ব্যাপাবে ভাষাজ্ঞ চিবকাল পুত্ৰ বলিয়া কথিত হয়। ভাবুক আদৰ্শ হন, চিন্তাশীল ভাষাজ্ঞেৰা নকল হন। ভাবু-কেৰা যাহা স্থিৰচিন্তা কৰিয়া বাহিৰ কৰেন, চিন্তাশীল ভাষাজ্ঞেৰা তাহা জন সমাজে শিষ্য হইয়া প্ৰচাৰ কৰেন, স্থিৰ ভাবুকেৰা নিৰেট হন, চিন্তাশীল ভাষাজ্ঞেৰা ভাসা হন। আৰ্য্য জগতে হৰ ওৱফে হৰি ভাবুক হন, কপিলাদি কৰিয়া শঙ্কৰাচাৰ্য্য পৰ্য্যন্ত চিন্তাশীল ভাষাজ্ঞ হন। পূৰ্ণ প্ৰেমিক না হইলে পূৰ্ণ ভাবুক হয় না, ইহাৰ কাৰণ যিনি পূৰ্ণ তিনি অবতাৰ বলিয়া কথিত হন। আৰ্য্যজগতে হৰ ওৱফে হৰি ব্যতীত আৰ অবতাৰ নাই, অগ্ৰ আটটি হৰিৰ অব-তাৰ অৰ্থাৎ পুত্ৰেৰ পুত্ৰ বলিয়া কথিত হয়। বুদ্ধ অপৰ একটি অবতাৰ হন, কিন্তু প্ৰভু বুদ্ধকে বিহাবী মিত্ৰ প্ৰেমিক কহে। ইহাৰ কাৰণ তিনি পূৰ্ণ অবতাৰ হন, কাৰণ জগতে ইহাৰ শিষ্যেৰা

বৌদ্ধ বলিয়া খ্যাতাপন্ন হন, এবং শিষ্যেরা পঞ্চোপাসকের ভিত্তি
নাই । [শ্রীরামচন্দ্রের বৈবাগ্য অবস্থা আব বুদ্ধদেবের জীবন
চরিত প্রায় এক হয়, আব অসিত ও বিশ্বমিত্রের নিকট বুদ্ধদেব
শিক্ষিত হন আব বিক্রাচলের পাতাড়ে বুদ্ধদেব পূর্ণ প্রেমিক হন,
আব পুরুষকাবই বুদ্ধদেবের প্রধান মত হয়, ইহাতে শ্রীরামচন্দ্র ও
বুদ্ধদেব এক কিনা সন্দেহ হয়, মহাত্মা মুনি বাম্প্রীক একধাবে
পোড়াব মুখ হনুমানের লঙ্কাকাণ্ড লিখিয়া সাধাবণ জনকে মুক্ত
কবিয়াছেন, আবাব অপবধাবে যোগবাশিষ্ঠে শৃঙ্গ লিখিয়া বিশেষ
জ্ঞানীজনকে শৃঙ্গ কবিয়াছেন । প্রথম থানি আপাততঃ হিন্দুদিগের
মহাদেবের পুস্তক হয়, অপব থানি বুদ্ধগ্রন্থ বলিয়া কথিত হয়, কত
দূর সত্য বিশ্বা মিথ্যা নিকপণ করিবাব উপায় নাই, কারণ আয্যরবি
বহুদিন অস্তমিত হইয়াছে ।]

আদিতে সূর্যোপাসক ছিল, যাহা সংসার বহুস্তে বলা হইয়াছে ।
প্রভু যোবান্টাব সূর্যের বদলে অগ্নিকে স্থাপন কবিয়া নিজের
প্রভু জাহিব কবেন, এবং অদ্যাবধি তাঁহাব শিষ্যেরা সৌর ও
আগ্নিক না বলিয়া যোবাষ্ট্রিয়ান বলিয়া থাকেন, ইহাব কারণ প্রভু
যোবান্টাবও অবতার হন । প্রভু মোষেস, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, প্রভু
মহম্মদ অবতার হন কাবণ শিষ্যেরা উঁহাদিগের নাম লইয়া
থাকেন । ভাবুক দুঃস্থ অবতার নন কাবণ অবতার হইলে খালি
ভাবুক স্তম্ভ হইতেন, তবে ভাবুক দুঃস্থ সমস্ত ভাবাজ্ঞের পিতা ইহা
শত শতবার বলি ।

অবতার দিগের মুখ নিম্নত নাক্য সম সাময়িক ও তৎ পর

জন বিনষ্ট করিবার জন্য কত চেষ্টা কবিষাছে কিন্তু অদ্যাবধি বিনষ্ট করিতে কেহই সক্ষম হয় নাই, কারণ যাহা সত্য তাহা চির কাল সত্য হয় এবং যাহা অসত্য তাহা চিবকাল অসত্য হয়। অসত্য কয়েক দিনের জন্য সত্য বলিয়া অনুভব হইতে পাবে, কিন্তু কিছু দিন পবে অসত্য অসত্য বলিয়া প্রকাশ পায়। যুগে যুগে অবতার অবতীর্ণ হন, ইহা যে সত্য ইহার কোন ভুল নাই, যদি ইহা অসত্য হইত তাহা হইলে এতক গুলি অবতারের নাম জগতে থাকিত না। যিনি প্রকৃত অবতার হইবেন, তাঁহাকে কেহই রোধ করিতে পারিবেক না, যে যাহাই চেষ্টা করিবেক, তাহার তাহাই বিফল হইবেক। সূর্যকে মেঘে আবরণ ক্রিতে পাবে ইহা সত্য, কিন্তু কত ক্ষণেব জন্য, বোধ হয় বিক্ষিপ্ত ক্ষণেব জন্য, তদক্ষণ প্রকৃত অবতাবকে কিয়ৎক্ষণেব জন্য অন্ধকারাবৃত্ত করিতে পারে।

অবতার সর্বত্র আছেন, আহা! কি উচ্চ রহস্য হয়। তে প্রভু গৌণ প্রীষ্ট। আপনি কোথায়, আপনি সর্বত্র আছেন ইহা প্রমাণ করুন।

অহে দুঃখপুণ্য বালক! আমি তোমাব সম্মুখে বহিয়াছি, তুমি কি ইহা দেখিতে পাওতেছ না। জগতে এমন দেশ নাই যথায় খ্রীষ্টান নাই, যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে আমি সর্বত্র আছি ইহাও সত্য হয়। আমার শিষ্য আশা ব্যতীত কেহই নাই, যথায় খ্রীষ্টান তথায় আমি বর্তমান আছি।

প্রভু হর ওরফে হবি এক সময় সর্বত্র ছিলেন কিন্তু আপাততঃ হরণ হইয়াছেন। সঙ্কণা এ বুদ্ধ হওয়াতে হব মুমূর্ষ অবস্থা প্রাপ্ত

হইয়াছেন । মূৰ্ছন্য ও মূৰ্ছাতে বাস কবে এবং মূৰ্ছা হইতে মেটা-ফিজিক্ অর্থাৎ আধ্যাতিক শাস্ত্র উৎপন্ন হয় । যথায় সর্বসাধারণের নিকট মেটাফিজিক্ অর্থাৎ আধ্যাতিক শাস্ত্র প্রচলন থাকে, তথায় অবতার স্থান পান না, কারণ সর্ব সাধারণ জন বলদ কি গাভী ইহা নিকপণ কবিত্তে অক্ষম হয়, খালি গক এইটি জানে, কাবণ নিজে গক হয় । গক জন্ম গোখানকেব নিকট হয় । যত্র গকব প্রাদু-র্ভাব বেশী হয়, তত্র গুকব আবির্ভাব বেশী হয় । যত্র দশা প্রাপ্তি অর্থাৎ মুর্ছা-hysteric fit বেশী হয় তত্র দুর্দশা ভোগও বেশী হয় ।

আর্য আধ্যাতিক শাস্ত্র প্রণেতারা হবের শিষ্য হন, কিন্তু কপট আধ্যাতিক শাস্ত্র প্রচাবকেরা প্রথমে হবকে লোপ কবে, পরে নিরাকারকে উপাস্ত্র দেবতা ঠিক কবে, কিম্বা হবিব খুড়ী মালাই দাসীকে উপাস্ত্র দেবী ঠিক কবে, কাবণ কোথায় আধ্যাতিক শাস্ত্র প্রয়োজন হয়, তাহা আদৌ জানেনা । বিবধর জগতেব বিষ ধারণ কবিয়া জীবকে উদ্ধার কবিত্তেছে, ইহা সত্য বটে, কিন্তু যদি বিব-ধরকে সর্ব সাধারণ জনের নিকট রাখা হয়, তাহা হইলে জীব অমৃত ফল ভোগ না কবিয়া বরং অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হয় । যেখানে যেটি আবশ্যক হয়, সেখানে সেটি ব্যবহার করিতে হয়, অথথা ব্যবহার কবিলে, অথথা ফল ভোগ করিতে হয় ।

সর্ব জ্যেষ্ঠ বহুক্ষেণেব পর লোকাবণ্যের উপর দৃষ্টি বন্ধ করিয়া চিন্তাতে মগ্ন হইল । সর্ব জ্যেষ্ঠ ভাবিল, কি আশ্চর্য ব্যাপার । পিতাকে মূৰ্খ বলিয়া কতই ঘৃণা করিতাম, কতই অবহেলা করিতাম,

কিন্তু ভাষাজ্ঞ হইয়াও আমি তাঁহার রহস্যটির বহু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বহুশ্রুতি চক্ষুতে দিবা মাত্রই সমস্তকে পশু দেখি, আবার রহস্যটি চক্ষু হইতে অন্তর কবিলে সমস্তই মানবাকার দেখিতে পাই, কি আশ্চর্য ব্যাপার। যাহাই হউক মন্দির সাধন কি শরীর পতন। পিতা আদেশ কবিয়া গিয়াছেন “যুক্তকণ মানব না দেখিতে পাইবে, ততক্ষণ অন্বেষণ করিবে, ব্রাহ্ম হইবে না, অবহেলা করিবে না।” তবে আমি হতাশ হই কেন, অন্যত্র যাই, অবশ্যই মানবাকার দেখিতে পাইব। সর্ব জ্যেষ্ঠ অন্যত্র চলিল।

কয়েক দিবস পবে চক্রসদৃশভ্রমণকাবী সর্ব জ্যেষ্ঠ সহরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্ব জ্যেষ্ঠ সহরের বাহ্যিক চাক্ চিকণ্য দেখিয়া অন্তবে হাসিতে লাগিল, কাবণ সর্ব জ্যেষ্ঠ সহরের ভাত ভিক্ষা সমস্ত বিশেষ রূপে বিদিত ছিল। সর্ব জ্যেষ্ঠ একটি পান্থকে জিজ্ঞাসা কবিল, আপনি কি সহরবাসী ?

পান্থ বলিল। আমি এই পল্লীতে বাস করি। আপনার হস্তে রহস্য দেখিতেছি, আপনি পাগল নাকি ?

সর্ব জ্যেষ্ঠ। আপনি বহুস্তের কি গুণ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিয়াছেন ?

পান্থ। আপনি বন্ধ পাগল, কারণ আপনি বহুস্তে ভুলিয়াছেন। তা বেশ। আপনি বন্ধ চান, তাহা হইলে বহুস্ত প্রণেতার নিকট যান। তিনিও বন্ধ পাগল, পাগলে পাগলে বন্ধ হইবে। আপনি কি মূর্খ, আমরা পল্লীবাসী আমরা বহুস্ত পড়িনা, কারণ বহুস্ত পাগলামী ব্যতীত কিছুই নাই। আব দেখুন, কোন সম্পাদক

কিছুই বলেন নাট এবং কোন Trumpettang Baboo ইহা লইয়া কোন আন্দোলন করেন নাই। আব দেখুন, কোন গৈবিক ধারী কিম্বা কোন গুলিসূতাধারী, কিম্বা কোন টিকীধারী ইহা লইয়া চর্চা করেন নাই, তবে আমরা পল্লীবাসী একখানি পাইয়াছি অনুগ্রহ করিয়া একবার চক্ষু বুলিয়া গিয়াছি কিন্তু কোন রস পাই নাই। বহুস্তের ভাষা অতি সরল হয়, এমন কি বহুস্তের ভাষা বুঝিতে অভিধান প্রয়োজন হয় না, তত্রাচ ইহাৰ ভিত্তব প্রবেশ হওয়া যায় না, ইহাৰ কাৰণ আমাদেব আড্ডাধাৰীৰ সভাতে ঠিক হইয়াছে যে, ইহা কিছুই নয। তবে আপনাৰ কোথা হইত আসা হইতেছে ?

সৰ্ব্ব জ্যেষ্ঠ। বহুস্ত প্ৰণেতা পাগল হয়, কাৰণ তিনি কাহাৰ সহিত আলাপ কৰেন না, কোন সভাতে যান না। দুই হাতে গোপনে দান কৰেন কি ? কোন প্ৰতিবাসীৰ উপৰ অত্যাচাৰ কৰেন কি ?

পাস্ত। বন্ধ পাগল বৈ কি, কোণায় যায় না খালি ঘৰেব কোটেবে পেঁচকেৰ মতন বসিয়া আছে, কিন্তু দিবা রাত্ৰি পাঠ কৰে, কি মাথা পাঠ কৰে তা সেই জানে। গোপনে দান আছে, আমরা পল্লী বাসী তাই জানি, কত বড় মৰ্থ আপনি দেখুন দেখি, দান কৰ্বি তা আৰাব গোপনে, কেনেৰে বাপু, সম্পাদকেব কাছে যা, সম্পাদক কাগজে ইস্তাহাৰ দিউক এবং সকলে জাশুক যে অমুক লোকটা বড় দানাদাৰ, তবেতো সকলে ধনী বলবে, যশ গাইবে, গোলাম হবে। গৰীবের ঘম হও, তবেতো পল্লীবাসীরা ভয় কৰবে, তা

না পাগলের মতন পাগলামী করবে আব পুস্তক লিখবে। মহাশয়, আমাদের পল্লীবাসীদের কাহাবও উহাব উপব শ্রদ্ধা নাই, প্রতিবাসী যদি কেহ উহার উপব অত্যাচার কবিল, নিজেই ভয়ে জড় সড় হয়। দেখুন দেখি, আমাদের পল্লীবাসীদের ভিতর বাহাবা ধনী, মামী ও গুণী লোক তাহারা গবিরেব-উপব কি অত্যাচার না কবে, কাবও সাহস হয় কি কিছু বলতে, কেন হয়না, মস্তো মস্তো ধন, মান ও গুণ আছে বলেতো। যাব ধন আছে সেইতো বড় লোক, যাব এপাশ ওপাশ আছে, সেইতো Trumpetting বাবুব নিকট গডাগডি দিতে পাবে, যাব পকেটে মধুপর্ণেব বাটী আছে, সেইতো সম্পাদকেব নিকট ইস্তাহাব সংগ্রহ কবিতে পাবে, যাব জুতা বুকসেব কালি আছে সেইতো সভাতে হোম্বা চোম্বা হাজির কবতে পাবে, আব যে কাদা মাখতে পাবে, সেতো দেবতাকে আনতে পাবে। এই সব কবলে তবেতো নাম ছুটবে, পল্লীবাসীবা ভয় কববে, যশ গাইবে, ধনী বলবে। মহাশয়, ও বানবটার এই সব গুণ কিছুই নাই, তাই পল্লীবাসীবা কেহই গ্রাহ কবে না। আপনি ইচ্ছা কবেন যান, কোনও বাঁধা নাই। দেখুন মহাশয়, আমি এত গবির, আমাবও আদপ্ কায়েদা আছে, মুটে, মজুব, গবির এসে আমাব সঙ্গে দেখা কববে, না আমি তাংদেব সঙ্গে কথা কইবা, কিন্তু ও বানবেব কিছুই নাই। যে যাও এবং যা বল, তাবি সঙ্গে দেখা কববে ও শুনবে, এব দরুণ আমি থপবে আনি না।

সর্ব জ্যোষ্ঠ বুঝিল যে এই সব লোক আমাব শিষ্য হয়, আর

ইহাদেব দ্বাবাই আমি প্রতিপালন হইয়া থাকি । এই সব লোককে যত তুচ্ছ কবিবে ও কুকুরের মতন ব্যবহার কবিবে ততই গুণ গাহিবে । ইহাকে আর Mesmerise কবা আবশ্যক হইয়াছে, তাহা হইলে প্রণেতার সহিত আমার সাক্ষাৎ কবিতো কোন কষ্ট হইবে না । কিহে বাপু, তুমি জান আমি কে ? আমি অমুক সহবের সূর্য জ্যোতি হই ।

পান্থ । আজে, আজে, আপনি মহাপুরুষ । আপনি এখানে কেন ? আপনার মতন লোকের উচিত হয়না, ঐ সব ক্ষুদ্র লোকের নিকট যাওয়া । আপনার দ্বাবাই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্বিধের ফল ফলিতেছে । আহা ! আপনার নামে জগৎ পাগল, আপনি পূর্ণ অবতার হন ।

সর্ব জ্যোতি বুলিল, যদি আমি ইহার সহিত তর্ক বিতর্ক কবি, তাহা হইলে আমার উপর ইহার দ্বারা আসিতে পাবে, তবে ইহার কন্ঠের দডি ঘুবাইয়া লইতে হইবে, তাহা হইলে আমার ইচ্ছামত নাচিবে ।

সর্ব জ্যোতি বলিল । দেখ, ও উল্লুকটা বড় আপদ হইয়াছে, উহাকে শেষ করিতে না পারিলে আমাদের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্বিধের ফল নষ্ট হইয়া যাইতেছে । আমি ঐ উল্লুকের সঙ্গে সেই জন্তু সাক্ষাৎ কবিতো ইচ্ছা কবি । আর উহার ভাত ভিক্ষা যাহাতে বন্ধ হয়, তাহাও কবা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে ।

পান্থ । আপনি চিৎকারি হউন, আপনার মতন লোক না হইলে কি এই কার্য সাধন হইতে পাবে । আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি

আপনার চতুর্হস্ত দেখিতে পাইতেছিলাম, আপনিই পূর্বের রাজা। রাম চন্দ্র ছিলেন, আমাদের উদ্ধাবের দকন আপনি কষ্ট স্বীকার কবিয়া আপাততঃ এই মূর্ত্তি ধারণ কবিয়া আসিয়াছেন। আজ আমার জন্ম সার্থক হইল। তবে আপনি আমার সহিত আসুন।

পান্থ, সর্ব্ব জ্যেষ্ঠকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রণেতার নিকট আসিল।

প্রণেতা জিজ্ঞাসিল। আপনি কেমন আছেন, অভাগার প্রতি এতদিন অনুগ্রহ হয় নাই কেন, অভাগা আপনার নিকট কি দোষ কবিয়াছে। তবে এই ভদ্রটিকে কোথা হইতে আনিলেন?

পান্থ। মহাশয়। ইনি অমুক, ইহাব তুল্য বডলোক আব দ্বিতীয় নাই।

প্রণেতা। অহে বাপু, অমুকতো বডলোক আছে, তুমি আমার চিবকালের বডলোক।

পান্থ। আপনি বিদ্রূপ কবেন কেন, সেই জগুইতো আপনার নিকট আসিনা।

প্রণেতা। ছিঃ বাপু, বাগ করিতে আছে, আমি তোমাব প্রতিবাসী, তুমি চিবকালের বড় আছ, যখন আমার আপদ কিম্বা বিপদ হয়, তখনকি বডলোক আসিয়া রক্ষা কবে, না তুমি কর।

পান্থ। আপনার সহিত কথায় পাবিব না, তবে আমি আসি।

প্রণেতা। আপনার ভাব ভঙ্গি সর্ব্বসাধারণ অশেক্ষা অন্য বকম দেখিতেছি। কি ব্যাপার বলুন দেখি। ইকি, আপনার হস্তে বহস্ত কেন। বদ্ধ পাগলেবা ও বোন্দাই বর্নবেরা ব্যবহান

কবিয়া থাকে । আপনার যাহা পরিচয় পাইলাম তাহাতে বহুত্ব শোভা পায় না, অহোবহ হস্ত শোভা পায় ।

সর্ব জ্যেষ্ঠ । আমি সহবেব সর্ব জ্যেষ্ঠ হই, আমাব নাম সকলে বিদিত আছে, আমি অনেক পয়সা উপার্জন কবিয়াছি, আমাব পিতা আমাকে ভাল চক্ষুতে দেখিতেন না, যদিও আমি সর্ব জ্যেষ্ঠ হই । মৃত্যুকালে আমাব পিতা আমাকে এই বহুত্ব দিয়া গিয়াছেন, এবং তিনি আমাকে এই আদেশ কবিয়াছেন যে, যতক্ষণ না মানব দেখিতে পাইবে, ততক্ষণ বিধিমতে চেষ্টা করিবে । আমি তাঁহাব আদেশ অনুসারে অনেক পরীক্ষা কবিলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বৃত্ত মানব দেখিতে পাইলাম না, সর্বত্র নানাবকম পশু দেখিলাম । আমি ভাগ্যক্রমে আপনার নিকট আসিয়াছি, যদি অনুমতি কবেন, তাহা হইলে আমি বহুত্ব চক্ষুতে দিয়া আপনাকে দেখি।

প্রণেতা । “তুমি সর্ব জ্যেষ্ঠ হও তাহাব কোন ভুল নাই, কাবণ যাহা তুমি বলিলে, তাহাতেই পূর্ণ পরিচয় পাইলাম । সহবে সর্বজ্যেষ্ঠ না হইলে সর্বজন্যেব নিকট পরিচিত হইতে পাবেনা । সহবে বাহ্যিক আডম্বেবে ধনী, গুণী, মানী ও যশস্বী প্রস্তুত হয় । খোদার খাসিতে খোসামদ বেশী বকম ছড়াছড়ি কবিতে হয়, আর বিশিষ্ট প্রকারে গবীবেব যম হইতে হয় এবং দুর্ঘট বুদ্ধি অত্যন্ত ব্যবহাব করিতে হয়, এবং আইন বাচাইয়া সর্ব কার্য্য কবিতে হয়, এবং সত্যকে মিথ্যা কবিতে হয়, মিথ্যাকে সত্য কবিতে হয় । বাপু, এই সব যদি তোমাব অভাব হইত, তাহা

হইলে কি তুমি সর্ব জ্যেষ্ঠ হইতে পারিতে, তুমি চক্ষুতে বহু দিয়াছিলে, তাই পশু দেখিয়াছ। বাপু, তোমার পিতা বোধ হয় ভাবুক ছিলেন, তাই তোমাকে সদোপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তুমি মানব হও, তাহা হইলে মানব দেখিতে পাইবে।

সর্ব জ্যেষ্ঠ। আমি মানব আছি, তবে কেন মানব দেখিতে পাইনা।

প্রাণতা। সকলে মনুষ্য সম্ভান হয় ইহা সত্য, কিন্তু প্রকৃতি বিভ্রাটে সকল মানব নয়। সে মানব যে প্রকৃতিব হয়, সে মানব সে প্রকৃতিব বদ্ধ হয়, অত্র প্রকৃতিব মানব তাহার শত্রু হয়।

সর্ব জ্যেষ্ঠ। মন হইতে মনুষ্য হয়, মনুষ্য হইতে মানব হয়, যদি উহা ঠিক হয়, তবে প্রকৃতি ভেদ হয় কেন, যখন মন নির্মল বলিয়া কথিত হয়।

প্রাণতা। তুমি যাহা বলিলে অতি ঠিক, কিন্তু বাপু, দেহ বিভ্রনে মনের অস্তিত্ব কোথায়। যথায় দেহ তথায় মন হয়, যথায় মন তথায় দেহ হয়, উভাব কাবণ জাগতিকজন দেহী ও মানব বলিয়া কথিত হয়। ব্রহ্ম দেহে জীব নাই, ইহা মনে কবিবে না, কাবণ জীব না থাকিলে জীব উৎপাদন হয় না। সজীব ও নিজীব দুইপ্রকার জীব হয়। নিজীব শব্দটিতে কিছু কেন, সম্পূর্ণ গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ভাবুক হইয়া দেখিলে আব সেটি থাকে না। স আব নি এই দুইটি উপসর্গ যোগে দুইটি অর্থ হইয়াছে, একটি সহিত অপবটি বহিত। জীব নিত্য পদার্থ হয় অতএব জীব সহিত ও জীব বহিত হইতে পাবেনা। যাহা নিত্য,

তাহা আবার জীব সহিত বা জীব বহিত কি করিয়া হয়, তবে তাহা নয়, দুইটিতেই জীব বর্তমান আছে, তবে অবস্থাতেই ব্যবহারে সজীব ও নিৰ্জীব কথিত হয়, অত্র সজীব ও নিৰ্জীব দুই প্রকার জীব কথিত হইল, কিন্তু জীব নিত্য ইহা যেন স্মরণ থাকে ।

সংস্কার নানা প্রকার শিক্ষা দেয় । সংস্কার দেহ গঠিত হয় । জন্ম, স্থিতি, মৃত্যু যাহা সর্ব সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা সংস্কারেব পদ্ধতি ব্যতীত আর কিছুই নয় । সংস্কার পদ্ধতিতে মানব জীব হয় যত ক্ষণ সজীব থাকে, নিৰ্জীব হইলে আর সজীব মানব বলিয়া কথিত হয় না । রস ব্যতীত মানব সজীব থাকিতে পারে না । জগতের আর একটা নাম বসবর্তী এবং প্ত্রীলোককেও রসবর্তী কহে । আদি পুরুষ মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত হইল, অহো, কি সুন্দর বহস্ত । বস না হইলে সজীব হয় না, সজীব না হইলে মানব কথিত হয় না, মানব কথিত না হইলে মনু হয়না, মনু না হইলে মন হয়না, মন না হইলে শক্তি হয় না, আবার শক্তি না হইলে মন হয় না, মন না হইলে মনু হয় না, মনু না হইলে মানব হয় না, মানব না হইলে সজীব হয় না, সজীব না হইলে বস হয়না । বস জীব হয় ইহা কি তুমি জানিতে পারিয়াছ । বস শুদ্ধ হইলে সমস্ত শুদ্ধ হইয়া যায়, শুদ্ধ হইয়া যাইলে পবম্পন্ন আঘাতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, অগ্নি জ্বলিলে আপনা আপনি বায়ু কুপিত হয়, বায়ু বৃদ্ধি পাইলেই শূন্য আসিয়া উপস্থিত হয়, এই শূন্য জাগতিক জনের শূন্য হয়, কিন্তু সমরস থাকিলে, জাগতিক জনের শিব হয়, তবে একটি গল্প বলি শুনঃ—

কোন সময়ে প্রতিষ্ঠা নগরে এক সাংসারিক নামক মহাপুরুষ বাস করিতেন । তিনি সর্বদা একাকী থাকিতেন, ইহার কারণ তিনি চিন্তাশীল ছিলেন । কোন সাংসারিক কার্য্য বশতঃ যদি কেহ আসিত, তিনি সৎ ব্যবহারে আগন্তুককে আনন্দ দিতেন । যে, যেই ভাবে কথা বার্তা কহিত, তিনি তাহাকে সেই ভাবে মুগ্ধ করিতেন, ইহার কারণ তাঁহার গুণ সম্বন্ধে বাহিরে বাক্যবিতণ্ডা চলিত । দ্রষ্টব্য বহুকপীবর্ণদৃষ্টিমতন যথা লইয়া পবম্পবে অথবা বাক্য ব্যয় করিত । তিনি জগতের কাহাকেও অবিশ্বাস করিতেন না, ইহার কারণ জাগতিক বাহ্য ব্যবহারে তিনি অনেক বিশ্বাস ঘাতকেব নিকট ঠকিতেন । তিনি কাহার সহিত বৃথা তর্ক বিতর্ক করিয়া অমূল্য সময়কে নষ্ট করিতেন না, তিনি জানিতেন, সময়ই মানবের অমূল্য ধন হয়, যিনি সময়কে বীতি মত ব্যবহার করিতে পারেন তিনিই সাধু পুরুষ হন । মানব মাত্রই কালে বদ্ধ আছেন । যত টুকু সময় মানব সজীব থাকিয়া জগতে বিচরণ করেন, ততটুকু সময় মানবের সৎ ব্যবহারে কালাতিপাত করা সর্বতোভাবে বিধেয় । কাল অনন্ত হয়, তৎকারণ জীবও সঙ্গে সঙ্গে নিত্য হয় । এক দেহ চিবকাল থাকেনা, কারণ কপাস্তর জগতের গতি হয় । প্রথমে কপাস্তর ঠিক হইলে, নিত্য ঠিক হয় । প্রতিদিন চাক্ষুষ ব্যবহারে জন্ম ও মৃত্যু দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ জন্ম ও মৃত্যু স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়া কথিত হয় এবং ইহা জীবের লীলা বলিয়া বর্ণিত হয় ।

তিনি পবমদযালু ছিলেন, তিনি পবের দুঃখে দুঃখিত হইতেন ও

পবেব খুখে স্তম্ভী হইতেন, সকল নগববাসীবা তাঁহাকে ঘৃণা কবিত কাবণ তিনি যথা লিখিতেন। তিনি বাতাস বাতাস দিতেন না, তিনি ঘণ্টাধাবীৰ কৰ্ণ বিববেব চৰ্ম্মকে ভোঁসামদ বাক্যে পুনঃ পুনঃ আঘাত কবিতেন না। তিনি ধনীৰ বৈঠকখানাৰ ঝাড লণ্টেন ছিলেন না, তিনি উপাৰ্জজনক্ষম লোকেৰ শনিবাবেব বাগ্যানৰ এক পিযালাধাবী ছিলেন না। তিনি আপন কাম্যে আহাবহ ব্যস্ত থাকিতেন।

একদা সাংসাৰিক মহাপুৰুষ আপন কোটেৰে চিন্তাত মগ্ন আছেন, এমন সময়ে কেবলচাঁদ আসিয়া উপস্থিত হইল। বেবদা চাঁদ সহবেব প্রকৃত কেবলচাঁদ ছিল, কাবণ কৈবল্য পদ তাহাব আস্তাবলেব বানব হয়। চন্দ্র অমৃত বস ক্ষবণ কবিয়া পৃথিবীৰ উৎপাদন শক্তি বৰ্দ্ধন কবে, কেবলচাঁদ অমৃত স্তম্ভা বিতৰণ কবিয়া সংসাৰ বন্ধন উচ্ছেদ করে। সংসাৰ বন্ধন উচ্ছেদেব কথা বলিলা জাগতিক জন মহানন্দে একত্রিত হয়, ইহাব কাবণ সোধ হয় আব কিছুই নয়, খালি সংস্ৰাব হয়। পৃন্দাপব মূৰ্খ জন দিয়া আসিতেছেন, জ্ঞানী জন লইয়া আসিতোছেন, সংসাৰ কিছুই নয়, ইহা ঠিক হইলে মূৰ্খ সংসাৰী অনাধাসে তাহাব পনিশ্রমেৰ ফল অপব জ্ঞানী সংসাৰীকে দিতে পাবেন, কাবণ সংসাৰ অনিত্য হয় ইহা দাতাব নিকট ঠিক হয়। জ্ঞানী দিতে পাবেন না, লঙে পাবেন, কাবণ জ্ঞানীৰ নিকট সংসাৰ নিত্য হয়।

অহো কি আশ্চর্য্য বহুস্ত। জাগতিক জন সংসাৰ নিয়মে চিবকাল বন্ধ, কিন্তু কপট জ্ঞানীদিগেব দেশীয় সংসাৰ গুণ কি

বৈপবিত্য ফল ফলিতেছে । যাহা প্রতিদিন কবিতেছে আবার যাহা কিছুতেই যাইবার নহে, তাহারই সহিত মৌখিক যুদ্ধ কবিয়া জয় লাভ করিতেছে, অর্থোপার্জন কবিতেছে, যশ, নাম, ধাম ও কীৰ্ত্তি লাভ কবিতেছে, । হে চতুষ্পদ বিশিষ্ট দ্বিপদ শিষ্যগণ ! তোমাদের খুবে খুবে শত শত কোটি প্রণাম কবি, কাবণ তোমরা কৈবলাপদ প্রাপ্তহইতেছ । ধন্য তোমাদের শিক্ষা, ধন্য তোমাদের বংশজাত মর্যাদা ।

কেবলচাঁদ কোটেবে প্রবেশ কবিয়া দেখিল, সাংসাবিকমহাপুরুষ পুস্তক লিখিতেছেন । কেবলচাঁদ বলিল, আপনি কেমন আছেন ?

মহাপুরুষ । বাপু কেবলচাঁদ, তুমি সহবাসীদিগকে কৈবলাপদ দিবার কাবণ সহব প্রায় উদাস্ত হইল । এই বন্ধু কি দোষ কবিয়াছে, যে ইহাব উপব এত নিগ্রহ হইল ।

কেবলচাঁদ । আপনি বিদ্রূপ কবেন কেন । আমি আপনাব নিকট কিছু শিক্ষা লাভ কবিতে আসিলাম, যাহাতে বাবীগুলিকে কৈবলাপদ দিতে পাবি, সকলে সমান নয়, আপনি তাহা বিদিত আছেন, দুই একটী শব্দ আছে, উহাদের নবম কবিবার উপায় বলুন, উহা ঠিকহইলে সব ঠিকহইয়া যায় । কাবণ সহরেব লোক গরু হয়, কিছু খড়, ভূমি দিলে অমনি দুদ্ দেয়, আব গুতায় না, চাট মাঝে না, তাহা হইলে কেবলচাঁদ গোপাল হয়ে, বশে বশে দুদ্ খায় ।

মহাপুরুষ । তোমাব নামে ও কৰ্ম্মে ঠিক আছে, তবে কি জ্ঞান কলিব ব্রাহ্মণ এই টুকু আছে । ব্রাহ্মণ শব্দটি অত্যন্ত

হয়, কিন্তু কলিতে একটি গুলিস্থিতে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ প্রস্তুত
 হয় । ব্রাহ্মণ শব্দ সকল পুৰাতন পুস্তকে আছে, ব্রাহ্মণ যে
 •অত্যাচ পদ তাহা প্রমাণ করিতে আর বাকী বহিল না, এখন
 ব্রাহ্মণ শব্দ গ্রহণ করিতে পাবিলেই পূজনীয় হইল । বাপু কেবল
 চাঁদ, তোমার কৈবল্যও অবস্থিৎ হয়, শিষ্যোবা তোমার নিকট
 আসিল, তুমি ছকুম করিলে, তোমার কৈবল্য হইয়াছে, শিষ্য
 তাহাই বুঝিল, এবং শিষ্য জানিল কৈবল্য বোবা না হইলেই হয় ।
 শিষ্য তোমার পদ সেবা করিল, তোমায পয়সা দিল, চাৰি দিগে
 চাক পিটিতে লাগিল, তোমার নাম ছুটিল, খাম হইল, যশ বাড়িল,
 কিন্তু কেবলচাঁদ, কৈবল্য যাহাকে বলে, তাহাই বহিত হইল,
 মন শান্তির নাম কৈবল্য হয় । কেবল ভাব না আসিলে কৈবল্য
 হয় না, স্বভাবের আর একটি নাম কৈবল্য হয়, অভাব হইলে
 মন শান্তি হইল না, এবং মন শান্তি না হইলে কৈবল্য অভাব
 হইল । বাপু কেবলচাঁদ, তোমার অভাব আছে কিনা বল
 দেখি ?

কেবলচাঁদ । অভাব না হইলে আপনার নিকট আসিব কেন,
 অভাব না হইলে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া নূতন কোশল বাহিব
 করিব কেন, অভাব না হইলে সকলকে কৈবল্য দিব কেন, অতএব
 আমার সমস্ততেই অভাব হয়, এবং ইহাব কাৰণ আমার মন
 শান্তি আদৌ নাই । দিবা বাত্রি চিন্তাভাবে জ্বাতক্রান্ত হই ।

মহাপুরুষ । বাপু কেবলচাঁদ, তুমি এইটি জান কি, গুরু
 যেই ভাবের হয় শিষ্য সেই ভাব প্রাপ্ত হয় । তুমি নিজের অভাবের

দকন এই সব কবিত্তেছ, শিষ্ট্য আবার অভাবের দকন, তোমাব নকল কবাবে, প্রশিষ্ট্য আবার শিষ্ট্যের কবাবে, এই প্রকারে ক্রমান্বয়ে অভাব চলিল, অভাব কি প্রস্তুত কবিল, একটি প্রকৃত প্রতাবক। প্রতারক বাড়িতে লাগিল, অভাবের উপর অভাব ছুটিল, শেষে মাথা ঠোকাঠুকি চলিল, দশাপ্রাপ্তি চলিল, আব দুর্দশা বাড়িল। নানাবপ ধবিল, কুসংস্কারের স্কন্ধে চাপিল, নানা কুৎসিৎ কার্য্য কবিল, অন্তে দুকুল হাবাইল। দেখ কেবলচাঁদ, একটি দোষাশ্রিত বীজ হইতে কি ভয়ানক বিষফল ফলিল।

বীজে সংস্কার হয়, আবার বসে বীজ হয়। সংস্কারে হিতা হিত হয়, হিতাহিতে স্থখ দুঃখ, পাপ ও পুণ্য, ইহ জীবন ও পর জীবন, সর্গ ও নবক, স্বর্গ ও মর্ত্য এবং সৎ ও অসৎ প্রতিপন্ন হয়। স্তখে ও দুঃখে, পাপে ও পুণ্যে, ইহ জীবনে ও পরজীবনে, সর্গে ও নবকে, স্বর্গে ও মর্ত্য এবং সৎ ও অসতে মীমাংসা উপস্থিত হয়। মীমাংসাতে পুরুষকার হয়, পুরুষকারেতে বিদ্যা, বুদ্ধি ও যুক্তি হয়। বিদ্যাতে, বুদ্ধিতে ও যুক্তিতে এক হয়, একে এক হয়, এবং এই এক কৈবলা হয়। ধর্ম্মের স্বাভাবিক দর্শনের যাহা শেষ তাহাই এই এক হয়, পূর্বানের যাহা শেষ তাহাই সমাজের এই এক অবতার হয়, স্মৃতির যাহা শেষ তাহাই এই এক নিয়ম হয়।

জগতের আদি, মধ্য ও অন্ত এক হয়। দর্শনে আদি এক ইহা প্রমাণ কবিল, মধ্যে অবতার এক ইহা পূর্বান প্রমাণ কবিল, অন্তে এক ইহা স্মৃতি নিয়মের দ্বারা পুনঃ জীবন আনিয়া প্রমাণ

কবিল, এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই দর্শন বলিল, সর্ব্ব এই নিশ্চয় ,
 ত্রক্ষ পুবাণ কহিল, সর্ব্বত্র নিয়ম এক ইহা স্মৃতি বলিল । দর্শন,
 পুবাণ ও স্মৃতি এক ইহাও সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ হইল । নিবাঁকাব
 এক তন্ময় হইয়া আপনি এক হও, সাকাব এক সমাজ বন্ধন
 হেতু মানবেব গুণ কীৰ্ত্তন কবিয়া সকলে এক হও । নিবাঁকার ও
 সাকাব এক কলে পবিগত কবিবাব দকন নিয়ম এক কর । নিয়মে
 বীজ বদ্ধ হয় । 'বাপু কেবলচাঁদ, নিয়মে বীজ বদ্ধ কি প্রকাবে
 হয় তাহাও দেখ ।

পিতা এক ধর্ম্ম, এক খাদ্য, এক বং , এক পোষাক গ্রহণ
 করিল । অগ্নে সজীব পূর্ব্বেব বলা হইয়াছে এবং পবে প্রত্যক্ষ
 প্রমাণ দিয়া বলিব । পিতা, মাতাব সহিত সহবাস কবিল এবং
 মাতা, পিতাব বীজ গ্রহণ কবিল । আভাবিক নিয়ম কি অদৃষ্ট
 ব্যাপাব হয়, যণায় যে নিয়ম আছে, তণায় সে নিয়ম প্রতিপালন
 কবিতে হয়, বিপ্লু অযথা ব্যবচাব কবিলে বীজেব ফল ফলেনা,
 কেবল ভাব লইয়া যদি কাণ্য ববা হয়, তাহা হইলে পুরুষকাব
 বৃথা হয়, যদি সমস্তই এক হইত তাহা হইলে হস্তে বীজেব ফল
 ফলিত, যোনি প্রয়োজন হইত না । সূক্ষ্ম সমস্তই এক হয়, স্থলে
 হয় না, কাবণ স্থল নিয়মাধীন হয় ।

বীজেব সম্পর্ক পিতাব সহিত বীজ স্থলনাবধি হয়, বীজ স্থলন
 হইলে আব পিতাব সহিত বীজেব সম্পর্ক থাকে না । মাতাব
 গর্ভে বীজ দিন দিন চন্দ্রকলাইব বসে পরিবর্দ্ধিত হয় । মাতা যে
 বস গ্রহণ করিবেন, বীজ সেই বস গ্রহণ কবিবেক । মাতাব আহার,

বাবহাব ও নিয়ম বীজে নিহিত হয়। দশমাস দশদিনে বীজ মাতার গর্ভে পবিপক্ক হইয়া পশ্চাৎ ফলে পরিণত হয়। যেই দিন হইতে বীজ মাতার গর্ভ হইতে বসবতীর গর্ভে আইল অর্থাৎ বাহ্যিক জগতে আসিল, সেই দিন হইতে বীজ মাতার সম্পর্ক ছাড়িল। এইবার বীজেবফল পিতাবও মাতাব আচার, ব্যবহার, নিয়ম, ধর্ম ও ভাষা শিক্ষা কবিত্তে লাগিল। সমাজ থাকিলে বীজ ও ফল ঠিক বহিল। দশ বৎসবে ফল ফলে পরিণত হইল, এইবার নিজেব শিক্ষা চলিল। পিতা, মাতা, ভাতা, ভগ্নী, বুটুস্ব, বন্ধু, বান্ধব, প্রতিবাসী ও দেশীয় জন যদি এক ধর্ম্মেব, এক খাদ্যেব এক বস্ত্রেব, এক পোষাকেব মিলিল, তাহা হইলে ফলের এক শিক্ষা কবিত্তে আব বাকী বহিল না।

পিতা এক সংস্রাবেব জন, পিতা হইতে যে বীজ উৎপন্ন হইল তাহাও এক সংস্রাবেব হয়, মাতা এক সংস্রাবেব জন, মাতার গর্ভে যতদিন বীজ বহিল, তাহাও এক সংস্রাবেব হইল, যখন মাতার গর্ভ হইতে বাহিবে আসিয়া শিক্ষা কবিত্তে লাগিল, তখন এক সংস্রাব শিগিল, ফল নিজে যখন শিগিতে লাগিল তখন চাবিধাবে এক দেখিল, ইহার কাবণ এক সংস্রাব হইল। এক স্থূল সংস্রাবে সূক্ষ্ম এক ঠিক বহিল। আদ্য এক, মধ্য এক, অন্ত এক প্রমাণ হইল।

বীজে সংস্রাব আছে বলিয়া হিতাহিত এই কথাটি আছে, যদি বীজে সংস্রাব এইটি লোপ করা হয়, স্থাথেব ও দুঃখেব, পাপেব ও পুণ্যেব ইহ জীবনাব ও পর জীবনাব, সর্গেব ও নরকেব. সর্গেব

ও মন্তেব, সতেব ও অসতেব লোপ হয় এবং আহাব, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন আসিয়া উপস্থিত হয়। এই চাবিটি প্রধান স্বাভাবিক গুণ হয়, এবং ইহা বসে নিহিত আছে।

যদি কোন একটি পিতাকে গাঢ় অন্ধকার গহ্ববেব ভিতর রাখা হয়, তাহা হইলে পিতা সামাজিক ধর্মের আচার ব্যবহাব ও নিয়ম কিছুই জানিবেন না, কিন্তু স্বাভাবিক কয়েকটি বসেব ধর্ম জানিবেন। তিনি বস অর্থাৎ অন্ন চাহিবেন, কাবণ বসে অর্থাৎ অন্নতে জন্ম গ্রহণ কবিযাছেন, বস ব্যবহাব করিলেই বসবতীব আবশ্যক হয়, কাবণ ইন্দ্রিয় সকল সজীব হয়। বসবতী অর্থাৎ মায়া, অর্থাৎ শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি অর্থাৎ কামিনী যদি ঐ গহ্ববেব ভিতর পিতাব নিকট যান, তাহা হইলে আকর্ষণ ও বিকর্ষণে উভয়ে মৈথুন কার্য সম্পাদন কবিবেন। দিবা ও নক্তা যেমন বাহ্যিক জগতেব আকর্ষণ ও বিকর্ষণেব ফল হয়, তেমন জাগ্রত ও নিদ্রা দেহেব আহাবেব ও বিহাবেব ফল হয়। ভয়টি দেহ বন্ধাব কাবণ হয়, যদি ভয় না থাকিত তাহা হইলে দেহ নষ্ট হইবাব সম্ভাবনা থাকিত, ইহাব কারণ দেহ বেদনা অনুভব কবে, সেই বেদনা হইতে ত্রাণ পাইবাব কারণ স্বভাব ভয় শিক্ষা দিয়াছে। এই কয়েকটি বাহ্যিক শিক্ষা কাহাবও অপেক্ষা কবে না, কাবণ বসে এই কয়েকটি নিহিত আছে। বস অভাব হইলে এই কয়েকটিবও লোপ হয়। বসে সজীব অর্থাৎ চেতন হয় ইহা আমি তোমায প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারি, যদি তুমি ইচ্ছা কব।

কেবলচাঁদ। আপনি সমস্ত এক ইহা কি বলেন না।

মহাপুরুষ। বাপু কেবলচাঁদ, সমস্ত এক ইহা অনেক দূরের কথা, তুমি নিকটদর্শী হও। তুমি সকলকে চৈতন্য দিয়া কৈবল্যাপদ দেও, তুমি বুরি'ব উপর চল, তোমাব নিজের মাথায় কিছুই নাই, পবের মাথা লইয়া চল। তুমি দেশকে উচ্ছন্ন দিয়া গোপাল হইয়া গরু চবাইতে পাব, তাই বলি কেবলচাঁদ, তুমি প্রত্যক্ষ দেখ, স্থূল নিয়মাধীন হয়, এবং সমস্ত এক বলিলে কি সর্বনাশ হয়, তাহাও তুমি দেখ।

কেবলচাঁদ। সমস্ত এক নয়, ইহা আপনি প্রত্যক্ষ দেখান দেখি।

মহাপুরুষ। আমি একবিংশতি দিবস পবে আসিয়া তোমাব সঙ্কিত পুনবায সাফাৎ কবিব। কিন্তু বাপু কেবলচাঁদ, তোমায় কেবল ভাব অর্থাৎ সমস্ত এক ইহা লইয়া থাকিতে হইবে, যদি তুমি ইহাব অন্তথাচরণ কব, তাহা হইলে আমাব সমুদায় লোক বল পূর্বক তোমায় কেবল ভাব গ্রহণ করিতে বাধ্য কবিবে। তুমি ইহাতে সন্মত আছ।

কেবলচাঁদ। আপনি বলেন কি, আমি আমার শিক্ষাদিগের মতন হীন পুরুষ নয় যে, কথাব উলট পালট কবিব, যাহা স্বীকার কবিব তাহা নিশ্চয়ই কবিব, “মবদ্ কা বাত্, হাতী কা দাঁত্।”

মহাপুরুষ। তবে তুমি এইখানে অবস্থিতি কব, আমি আসি।

মহাপুরুষ কেবলচাঁদের নিকট চইতে ঘাবের বাহিরে আসিয়া সমস্ত নক্ষত্রদিগাক ডাকিল, নকরবেবা শশবাস্ত মহাপুরুষের

সন্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহাপুরুষ আশ্চর্য কবিল। “দেখ চাকবগণ, তোমরা সকলে অতি সাবধানে থাকিবে, গৃহস্থিত ব্যক্তি কোন বিষয়েব দকণ হুকুম বা অনুবোধ করিলে তোমরা শুনিবে না, যদি অত্যাচার কবে গৃহদ্বার বন্ধ কবিয়া দিবে। অন্যথা কবিলে গুরুতব শাস্তি পাইবে।” মহাপুরুষ বিজ্ঞান মহলে চলিয়া গেল।

কেবলচাঁদ পব দিন প্রভাতে একেব পব এক চাকবদিগকে ডাকিল, কিন্তু কেহই কোন উত্তর দিল না। কেবলচাঁদ বাগান্নিত হইয়া গৃহেব বাহিবে আসিয়া সন্মুগস্থিত চাকবদিগকে উত্তম ও মধ্যম দিল, চাকবেবা উত্তম ও মধ্যম কিবত না দিয়া কেবল চাঁদকে বলিল। আপনি আমাদিগেব উপব বৃথা বাগ কবিতেন, মনিব যাচা হুকুম কবিবেন, আমবা তাহাই তামিল কবিব। মনিব হুকুম কবিয়া গিযাছেন যে, গৃহস্থিত ব্যক্তিব কোন হুকুম বা অনুবোধ গ্রাহ্য কবিবে না ও শুনিবে না। আপনি অনুগ্রহ কবিয়া গৃহেব ভিতব যান, যদি না শুনেন, আপনাব উপব বল প্রকাশ কবিব।

কেবলচাঁদ ইহা শুনিয়া দ্বিগুণ রাগান্নিত হইয়া বলিলঃ—

আমি শৌচ প্রস্রাবাদি ক্রিয়া কবিব না, তোমাদিগেব প্রভু কি লর্ড হইয়াছে, আচ্ছা আমি গৃহেব ভিতব কবিব।

এই বলিয়া কেবলচাঁদ গৃহেব ভিতব যাইয়া শৌচ প্রস্রাবাদি ক্রিয়া সমাধা কবিল।

কেবলচাঁদ ভাবিল, যেমন মহাপুরুষ আমায় জ্ঞপ্ত কবিবে

মনে কবিযাছেন, তেমনি নিজে জ্ঞান হইলেন। আমি ঘরের এক কোণে গিয়া বসি। কেবলচাঁদ মনের ভিতর নানা রকম তোলা পাড়া কবিত্তে লাগিল।

তৃতীয় দিবস কেবলচাঁদের ক্ষুধার উদ্রেক অত্যন্ত হইল, ঘবেব বাহিবে আসিয়া চাকবদিগকে পুনরায় হুকুম করিল। তোমাদিগেব মনিব আমাব জ্ঞেস্তে কিছু কি আহাবেব হুকুম দিয়া গিয়াছেন ?

চাকব বলিল। না।

কেবলচাঁদ। আমি কি কযেদী, যে তোমাব মনিবের হুকুমে কাবাগাবে থাকিব, তুমি তোমাব মনিবকে বলগে, আমি চলিলাম।

চাকব। আপনাকে ছাড়িয়া দিতে আমাদেব হুকুম নাই, বত দিন তিনি না পুনবায আইসেন। আপনি গৃহেব ভিতব যান, তাহা না হইলে আমবা বাধ্য হইব, আপনাকে গৃহের ভিতব লইয়া যাইতে।

কেবলচাঁদ মহাবিপদে পড়িল, কি কবিবে কিছুই ঠিক করিতে পাবিন না, অগত্যা গৃহেব ভিতব ঢুকিল।

কেবলচাঁদ মনে মনে ভাবিত্তে লাগিল, কি বিপদেব উপব বিপদ হইল, ক্ষুধা আসিয়া মহা আপদ কবিল। যাহা হউক, তিনি আসিলে তাঁহাকে মহান্তর্সনা কবিব। কি আশ্চর্য্য। ভদ্র লোককে একবিংশতি দিবস থাকিত্তে বলিয়া গেলেন, কিন্তু আহাবেব কোন বন্দবস্ত কবিয়া যান নাই। মহাপুরুষ কি পাগল, না ভুলিয়া গিয়াছেন। কল্য প্রভূষে সমস্ত জানা যাইবে।

কেবলচাঁদ ক্ষুধাতে যত অস্থির হইতে লাগিল, ততই সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ বৃদ্ধি পাইল। ক্রমে ক্রোধ ও ক্ষুধা কেবল চাঁদকে এত অস্থির করিল, যে শেষে নিদ্রাদেবী আসিয়া শান্তি দিল।

চতুর্থ দিবস প্রভাতে শোচ প্রস্রাবাদির আদৌ উল্লেখ নাই। কি প্রকারে তথা হইতে বাহির হইতে পাবে তাহার চেষ্টা চলিল। বল পূর্নক ব্যতীত উপায় নাই ইহা ঠিক কবিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। কেবলচাঁদ চাকরদিগকে কিছুই না বলিয়া বরাবর চলিতে শুরু করিল, একজন চাকর ধবিল। দুই জনে মলমুগ্ধ চলিল, ইতিমধ্যে অপব বয়েকটি চাকর আসিয়া যোগদিল। কেবল চাঁদ পবাস্ত হইয়া বিনয় ও অনুনয়কে আশ্রয় ধবিল, কিন্তু কিছুই ফল ফলিল না। চাকরবেবা পুনর্বার কেবলচাঁদকে গৃহে প্রবেশ কবাটয়া দ্বাব কন্ধ করিল। কেবলচাঁদ হতাশ হইয়া পড়িল। ক্রন্দন করিতে 'আবস্ত' ববিল। অতিবিক্ত জলশ্রাব হওয়াতে চক্কু বন্ধ বর্ণ হইল। যখন উপায় নাই জালিল, তখন গৃহে গড়া গড়ি শুরু করিল। নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, অতিবিক্ত গাত্রদাহ ব্যতীত আর কিছুই নাই। বাত্রি শেষ হইল।

পঞ্চম দিবস প্রভাতে চীৎকার আবস্ত করিল, চীৎকারে চীৎকারে কণ্ঠ স্বব ভাঙ্গিল। ক্ষণেক নিস্তব্ধ, ক্ষণেক অফুট স্বব, কিন্তু অন্তবে অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। অগ্নি নির্ব্বাণেব দকন ষষ্ঠ দিবসে নিজের বিষ্ঠা অমৃত বস হইল। অহো কি আশ্চর্য্য। সকলে যে বিষ্ঠা তাগে আনন্দ অনুভব কবে, অদা ষষ্ঠ দিবসে সেই বিষ্ঠা

গ্রহণে অপার আনন্দ ভোগ হইল এবং তৎপব কেবলচাঁদ ঘোব নিদ্রাতে আবির্ভূত হইল। নিদ্রাভঙ্গে দ্বিগুণতব অগ্নি জ্বলিতে লাগিল, গাত্রদাহ বাড়িল। গড়াগড়ি চলিল। অন্ধকার গৃহ আবার আলোকময় হইল।

সপ্তম দিবসে ভোজে তেজ যোগ দিল, বাক্য বিহীন হইল, অন্তবে স্বব বহিতে লাগিল। গড়াগড়ি বন্ধ হইল, আর আলোক দেখিতে পাইল না। স্থিৰ, অতি স্থিৰ, মৃত্যুবৎ হইয়া পড়িয়া বহিল। অহো কি আশ্চর্য্য! আর কিছু শুক হইলে রূপান্তর কথিত হইত।

অষ্টম দিবসে মহাপুরুষ আসিয়া চাকরদিগকে গৃহের দ্বার উন্মোচন করিতে আজ্ঞা করিলেন। মহাপুরুষ গৃহভিতরে কেবল চাঁদেব অবস্থান্তর দেখিয়া অন্তবে হাসিতে লাগিলেন, তৎপবক্ষণ গৃহের বাহিরে আসিয়া নকরদিগকে অনুমতি করিলেন। শীঘ্র চিকিৎসক আনয়ন কর।

চাকর আবার তৎপব চাকরের উপর ছকুম তামিল করিল, ছকুম পব পব যাইয়া শেষে কার্য্যে পবিণত হইল। চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইল, মহাপুরুষ চিকিৎসককে আদেশ করিল। হে আয়ুর্বেদগাবগ বৈদ্য! আপনি বৈদ্য ক্রিয়া করিয়া এই ব্যক্তির বোগাপনয়ন করুন, ইহাৰ অনাশন ব্যতীত অন্য কিছু ব্যাধি নয়।

চিকিৎসক। আপনার আদেশানুসারে আমি চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলাম, চতুর্থ দিবসে ইনি আবোগদাত করিবেন।

মহাপুরুষ ইহা শুনিয়া চলিয়া গেলেন। চিকিৎসক আয়ু-
ৰ্বেদ মতে ব্যবস্থা কবিত্তে লাগিলেন।

তৃতীয় দিবসেব বজ্রনাশোণে কেবলচাঁদেব সংজ্ঞা লাভ ঘটিল,
প্রত্যয়ে চিকিৎসক আশ্রিয়া উপস্থিত হইল। চিকিৎসক বোগীব
চক্ষুকম্মীলন দেখিয়া ঠিক ববিল, বোগী শীঘ্র আবোগালাভ
কবিবেন। বোগী চিকিৎসককে দেখিয়া এত আনন্দ অনুভব
কবিল যে, বোগীব চক্ষু হঠাত্ত ঝব ঝব কবিবা নীব ঝবিত্তে
লাগিল, কিন্তু বোগীচক্ষু তগনও নীবদ প্রায় ছিল। অতি কষ্ট বা
অতি আনন্দ হইলে চক্ষু হঠাত্ত আপনাপনি অবিবত জন বাহিব হয়।
বোগী মুহু মুহু ঝব বলিল। অ'মাব অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে,
যৎকিঞ্চিৎ আহাব গাঠিলে সম্ভুষ্ট হই।

চিকিৎসক বোগীব ক্ষুধা শুনিয়া আব সম্ভুষ্ট হইলেন, মনে
মনে কবিলেন, বোগী অতি শীঘ্র সবল হইবেন। আপনাব কি
আহাব কবিত্তে ইচ্ছা হয়।

বোগী। জল।

চিকিৎসক। জল অতি তবল পদার্থ হয়, কিছু গাচতর বস্তু
অদ্য আহাব ককন।

বোগী। আপনি যে পথ্য ব্যবস্থা কবিবেন, তাহাই আমি
গ্রহণ কবিব।

চিকিৎসক পল্ভার বোল ও খইমণ্ড ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া
গেলেন।

কেবলচাঁদ প্রতিদিন সবল হইতে লাগিল। মহাপুরুষ পুনর্বা

গৃহে উপস্থিত হইয়া কেবলচাঁদকে বলিল। বাপু কেবলচাঁদ, আমি তোমাব নিকট আসিয়াছিলাম, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, তুমি আমার সহিত নাক্যালাপ করিলেনা। তবে অদ্য কেমন আছ।

কেবলচাঁদ। অদ্য ভাল আছি, আপনি আসিয়াছিলেন, তাহা আমি বিদিত নহি। আপনি আমার উপর মহা অত্যাচার করিয়াছেন। কেন, তাহা জানি না, যদি কৃপা বশতঃ বলেন, আমি অত্যন্ত বাধিত হই।

মহাপুরুষ। সমস্ত কেবল ভাবে চলেনা এইটি এখন জানিতে পাবিবাছ। বসে সজীব হয়, ইহা জানিতে পাবিবাছ। স্থূল নিয়মাবান হয়, ইহা জানিতে পাবিবাছ। সূক্ষ্ম দর্শনে সমস্ত এক হয়, ইহা জানিতে পাবিবাছ। স্থূলে যথায় যেইটি আবশ্যক হয়, তথ্যে সেইটি ব্যবহার কবিত্তে হয়, ইহা জানিতে পাবিবাছ, সংস্কার ভেদে গুণ ভেদ হয় ইহা জানিতে পাবিবাছ। বস শুদ্ধ হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় শুদ্ধ হইয়া যায় ইহা জানিতে পাবিবাছ। এই সর্ব বিবয় যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়, ইহা জানিতে পাবিবাছ। যদি জানিয়া থাক, অবতাব এক ইহা জান।

অবতাবের মুখ নিঃসৃত বাক্য সমস্ত ব্যাপ্তি জনকে এক সমষ্টি কবিবাব জ্ঞাত হয় তুমি তাহাও বিদিত থাক। অবতাব সমাজ গঠন বিব্যা অশ্রু জনকে সভ্য কবেন, ইহাও তুমি জ্ঞাত হও। অবতাব মানব ব্যতীত অশ্রু কেহই নন, তাহাও তুমি জান। মানব গুণে অবতাব হয়, ইহা সিদ্ধান্ত কব। অবতাবের পূজা

কব, অর্থাৎ গুণ কীর্তন কব। অবতাব রচিত পাপ ও পুণ্য, ইহ জীবন ও পব জীবন, কেবল দেহ সুক্টিব দকন হয়, ইহাও ঠিক কব। অবতাব, সমষ্টি এক ইহা ঠিক কবিবাব দকন ব্যাপ্তিকে এক সমাজ নিয়মে এক কবেন, ইহা শিক্ষা কব। আদি এক, মধ্য এক, এবং অন্ত এক হয়, এবং অবতাব ইহা প্রমাণ কবিবাব দকন সমাজে এক ধর্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য ও এক বং প্রচার কবেন, ইহা স্থি কব। তুমি ইহা বিশেষকপে বিনাসন্দেহে ও তর্কে জান যে, এক হইলেই ধর্ম হয়, ধর্ম হইলেই মোক্ষ হয়, মোক্ষ হইলেই মন লীলা যুবায়।

কেবলচাঁদ, তুমি আব বি দেশীয় জনকে পেটের দকন কৈবল্যপদ দিবে, না দেশে বিনা স্বার্থে এক সমাজ ধর্ম যাহাতে প্রচার হয় তাহাব চেফ্টা বিধি মতে কবিবে। ব্রাহ্মণ-বেশধাবীর পদধূলি লইয়া আব স্বর্গে যাইও না, গৈবিকবাবীকে আর পয়সা দিয়া উহাব বস বাড়াইয়া বসবতাব গর্ভপ্রাব করাইও না, টিকিদাসকে বৃত্তি দিয়া আব দেশে বৃথা ভিখাবীদল দলভুক্ত করিও না, তেত্রিশ কোটি দেবতা প্রস্তুত কবিয়া আব পয়সা উপার্জন কবিও না। আত্মোন্নতিব চেফ্টা নিয়মের ছাবা কব, তাহা হইলে অশ্বেষর উন্নতি সাধন কবিতে পাবিবে। বাপু কেবলচাঁদ, তবে আমি আসি, আর বোধ হয় তোমায কিছু বলিতে হইবে না।

কেবলচাঁদ। গুরুদেব ! আব কিছুই বলিতে হইবেনা, যথেষ্ট হইয়াছে।

মহাপুরুষ। আবার গুরু, হর ওরফে হবি যিনি গুরু হন,

• তিনিই কেবল গুরুপদ বাচ্য হন। তবে যদি ভাগ কবিয়া লও, তুমি বলিতে পার, যেমন পিতা অষ্ট প্রকাব হন। কিন্তু কেবল
 • চাঁদ, জন্ম দাতা পিতাই যথার্থ পিতা হন, অন্য সপ্তম প্রকাব পিতা নকল হন। হব ওবফে হবি যথার্থ অবতাব হন, অন্য গুলি হরিব অবতাব অর্থাৎ নকল হন। বাপু কেবলচাঁদ, আপাততঃ তোমার দেহ ক্ষীণ হয়, আর বেশী বাক্য ব্যাঘে প্রয়োজন নাই। হব ওবফে হরি যিনি গুরু হন, তিনি তোমাব মঙ্গল বিধান ককন।

মহাপুরুষ ও কেবলচাঁদ গৃহ হইতে চলিয়া গেল।

প্রণেতা। বাপু সর্বজ্যোষ্ঠ, তুমি এখন বুঝিতে পারিলে, যে মানব কি প্রকাবে সজীব হয়। বস ব্যতীত মানব সজীব থাকিতে পারে না, বস শুষ্ক হইলে মানবের সমস্ত ইন্দ্রিয় শুষ্ক হইয়া যায়। বস ও অন্ন এক হয় ইহা তুমি বিশেষরূপে বিদিত থাক, তবে তোমায দেশীয় অন্নের কথা কিছু বলি শুনঃ—

উত্তরবাসী শিকারী হন, দক্ষিণবাসী হলধারী হয়। উত্তর প্রদেশে অতিবিক্ত হিমের কাবণ মৃত্তিকা অত্যন্ত শুল্ক হয়, পবে এত বেশী হয় যে, মৃত্তিকা কপান্তর হইয়া প্রস্তুবে পবিণত হয়। প্রস্তুবোপবি ক্রমান্বয়ে তুষাব পড়িবার কাবণ ধবলা গিরি বলিয়া কথিত হয়। ধবলে ধবল পুরুষ বাস করেন, কৃষ্ণ পুরুষ বাস করিতে পারেনা। ধবল মৃত্তিকাতৈ চাষ চলে না, ইহার কারণ ধবল পুরুষ চাষী নন। ধবল মৃত্তিকা বলিলে একটুকু গোলমাল হয় কিন্তু তাহা নয়।

∴ ∴ তুষাব ভাসিতে ভাসিতে এবং গড়াগড়ি দিয়া গলিতে

গলিতে • সূর্য্যেব সহিত পিরীত করে, সূর্য্যেব পিবীতে এত মুগ্ধ হয় যে, পূর্ব্বাবস্থা ভুলিয়া যায়, পূর্ব্বাবস্থা ভুলিয়া যাইয়া সূর্য্যেব কৃপায় কৃপাস্তুরিত হয়, যে স্থানে যে রকম পিবীত অবস্থা কবে, সে স্থানে তুম্বার সে রকম কৃপ ধারণ কবে। জলে মৃদিকা আর গোলমাল হয়, কাবণ মৃদিকা আইসে কোথা হইতে, তাহা নয়। সূর্য্য পিবীত কবিয়া বস গ্রহণ কবে, বস গ্রহণে এত রসাস্বাদন পায় যে, আর ছাড়িতে পাবে না, জমাট হইয়া যায়, এই জমাট নানা কৃপ ধবে, এবং ইহা জাগতিক জনেব দ্বাবা নানা রূপে বর্ণিত হয়।

ধবল পুরুষ আমিষভোজী হন, কাবণ আমিষ ব্যতীত আব কোন রকম অন্ন নাই। দুই একটি পাঁটা বলিবে, গাছেব দুদে জীবন ধারণ কবে, ইহা যে অযথা তাহা নয়, কিন্তু অনেক পবেব কথা, কাবণ যথায় বাসোপযোগী স্থান হইয়াছে তথায় এই বিধি কতকটা চলে, তত্রাচ শীল মৎস্ত ব্যবহাব কবিত্তে হয় ও শীল মৎস্তেব চর্মে শরীর আচ্ছাদন কবিত্তে হয়। শীল মৎস্ত ও ধবল ভল্লুক আব অগ্রে হয়। তাঁহাব মহিমা কি অন্তৃত। যথায় যেটি আবশ্যক হয়, তথায় সেটি বর্ত্তমান আছে। স্বভাব নিয়মেব বহুস্ত অত্যুৎকৃষ্ট হয়। যত দিন মানব স্বভাব নিয়মে বদ্ধ আছে, তত দিন মানব স্বাভাবিক আনন্দে আনন্দিত আছে, যেই দিন হইতে স্থলিত হইল, সেই দিন হইতে দুর্দশা বাড়িল।

ধবল পুরুষ অত্যন্ত পরিশ্রমকারী হন, কাবণ পবিশ্রম না কবিলে অন্ন চলিবে না, ইহাব কাবণ অত্যন্ত বলবান পুরুষ হন।

পশু আহাব ও পশুবচর্মে গাত্রাচ্ছাদন বিধি ধবল পুরুষদিগের তিতব প্রবল হয়, ইহার কাবণ নিম্নপ্রদেশের লোকের উপর সহজে প্রভুত্ব স্থাপন কবিত সক্ষম হন। অনেক টেকি বলিবে, নিবামিষ ভোজী অনেক বীর আছে, কিন্তু তাহাব এইটি প্রথমে জানা আবশ্যিক যে নিবামিষভোজী স্বাধীন পুরুষ হয়, না পবাবীন পুরুষ হয়, না নিবামিষভোজী আমিষভোজীর দ্বাবা শ্লিঙ্কিত হয়, যদি ঐ ঠিক হয়, তাহা হইলে নিবামিষভোজী বীর হইতে পাবে না। জগতে কোথাও স্বাধীন বাজা নিবামিষভোজী নাই, যাহাবা আমিষভোজী হন, তাহাবাই স্বাধীন বাজা বলিয়া চিরকাল জগতে কথিত হন।

পক্ষীত্ব তিতব স্তোন বাজা হয়, মৎস্যত্ব তিতব তিমিঙ্গিল বাজা হয়, পশুব তিতব সিংহ বাজা হয়, মানবের তিতব ধবলপুরুষ আমিষভোজী বাজা হন। অদ্যাবধি আমিষভোজী স্বাধীন রাজা বলিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং চিবকাল এই বিধি চলিবে। তবে উচ্ছিক্ট ভোজী yellow dog's মতে বৈপবীতা লঙ্কিত হয়, কাবণ অনিয়ম হইলে তাহাদেব মজা বৃদ্ধি পায়। যে দেশে অনিয়ম বেশী আছে, সে দেশে yellow dog বেশী হয়। চীনদেশে Boxer বৃদ্ধি পাইবাব কাবণ চীন ইতশ্রী হইল। যদি ভাবতবর্ষে নোবল বটন নিয়ম বন্ধ না কবিতেন, তাহা হইলে yellow dog's কামডানিতে অধিকাংশ জন অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হইত, আব না হয়তো গোলামি আব বৃদ্ধি পাইত।

বঙ্গদেশেব পিতা ও মাতা, সম্ভান ও সম্ভতিকে গোলাম

কবিবার হেঁতু হন, কারণ পিতা মাতাতে গোলামি বীজ নিহিত ' আছে । পঞ্চজন কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ গাম্ধিপুত্র হইতে প্রথমে বঙ্গ দেশে আগমন কবেন, কিন্তু উঁহঁরা সত্ৰীক আসেন নাই । যদিও দুই এক খানি পুস্তক সত্ৰীক প্রমাণ করিবার দকন প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু ইহা যে অলীক হয় ইহাব কোন ভুল নাই । তবে বলিলেও কোন দোষ নাই যখন উঁহঁদিগের সম্ভান ও সম্ভতি বঙ্গদেশীয় জনেতে অদ্যাবধি দান ও গ্রহণ কবিতেন । বহু বিবাহেব আশ্চর্য্য ফল কুলীন সর্বস্বতে পাইবেন ।

কুলীনেবা অর্থের খাতিরে বহু বিবাহ কবেন এবং অর্থের অভাবে বহু বিবাহের স্বামীতে কষ্ট দান কবেন, কিন্তু উভয়েব ফল যে কি উৎকৃষ্ট বৃহস্য তাহা প্রকাশ্য লেখা অপেক্ষা অনুভবেব দ্বারা বেশী জানা যাইতে পাবে । কুলীন পুত্রেরা মামার অগ্নে প্রতিপালিত হয়, ইহাব কাবণ ইহাদের পবপুন্ড্র বলিলেও অতুলিত হয় না । ইহাদের স্বব ব্যতীত আব কিছুই নাই, যদি স্বব বিহীন হইত, তাহা হইলে কুলি অপেক্ষাও নীচ হইত এবং অন্ন বিহনেও শূন্য হইত । কুলীনেবা মাণিক তলাব ঘাড হয়, জন্ম দিতে প্রস্তুত আছে, অন্ন দিয়া প্রতিপালন কবিতেন প্রস্তুত নাই । বঙ্গদেশে কুলীনের মান্দ্র সর্বত্র আছে ইহাব কারণ কুলীনেবা সামাজিক সভ্যতা কিছুই গ্রাহ্য কবেন না, পুত্র পিতার নাম লইলেই পিতা যথেষ্ট আমোদ অনুভব কবেন । মেটিয়াবুকষেব নবাব অর্থ ব্যয় কবিয়া স্ত্রীলোকের আমোদ যাহা সাধিত কবিতেন

পারেন নাই, বঙ্গ কুলীনেরা বিনা অর্থ ব্যয়ে সেই আমোদ-অনায়াসে আনন্দের সহিত নির্বাহ করিতেছেন।

পরদেশে স্বাধীনচেতা পুরুষের আদব সর্বত্র হয়। যখন স্বাধীনচেতা পুরুষ গৃহে অগ্নাভাবে প্রপীড়িত হন, তখন অল্প অন্বেষণে পবদেশে গমন করেন। পথ কষ্ট কি ভয়ানক দুঃখবহ তাৎ প্রকাশ্য লেখা অপেক্ষা অনুভবের দ্বারা অধিক জানা যাইতে পারে। অত্যন্ত দুঃখের পব সুখের আদব অত্যন্ত হয়। স্বাধীনচেতা পুরুষ যিনি গৃহে অন্ন পাইতেন না, তিনি পবদেশে যাইবা মাত্রই জামাতৃ হইলেন ও মধ্যদবে শশুরালয়ে বসিয়া বিনা পবিত্রমে অন্ন পাইতে লাগিলেন, ইহাব কাবণ তিনি আব স্বদেশে ফিবিয়া যান না, খালি পবদেশে সন্তান ও সন্ততি বৃদ্ধি করেন। স্বাধীনচেতা পুরুষের বেতের গুণ এত উৎকৃষ্ট হয় যে, দেশীয় সন্তান ও সন্ততি অপেক্ষা স্বাধীনচেতা পুরুষের সন্তান ও সন্ততি সর্ববিষয়ে অনেক ভাল হয়। স্বাধীনচেতা পুরুষকে পরদেশীয় স্ত্রীলোকেবা গ্রহণ করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হয়, যদিও স্বাধীনচেতা পুরুষ আপনাব দেশীয় পুরুষ অপেক্ষা সর্বাংশে হীন পুরুষ হন। মুমূর্ষু সিংহ লক্ষ বলবান শৃগাল অপেক্ষা বলবান হয়। কুলীন পুত্র ইহাব আদর্শ হন।

ব্রাহ্মণদের কন্যা গত কুল হয়, কাশ্মিরের পূর্বের কন্যা গত কুল ছিল, কিন্তু মহান্না পুরন্দ খাঁ হইতে পুত্রগত কুল হইয়াছে, এবং আপাততঃ ইহাই চলিতেছে। জগতের সর্বত্র কন্যা গত কুল হয়, এইটি যে বীজ ঠিক রাগিবাব জন্ম হয় তাহার কোন

ভুল নাই। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের ভিতর এই প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু উহা থাকা না থাকা প্রায় সমান হইয়াছে। কাবণ পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আদিম বঙ্গ দেশীয় জনের কন্যা গ্রহণ করেন এবং ঐ কন্যার গর্ভে পঞ্চজন ব্রাহ্মণের ঔবসে যে পুত্রের জন্ম হয়, তাঁহারা বুলীনের বলিয়া কথিত হন। ব্রাহ্মণের কন্যাগত বুল বলিয়া কুলীনে কন্যা দান কবিতেন কিন্তু কুলীনের প্রকৃত কুলীন নাই, অল্প ভাব ধারণ কবিয়াছেন, কাবণ অল্প দেশের স্ত্রী হইতে এখনও পুত্র উৎপাদন চলিতেছে। যদি স্ত্রী ও পুরুষ এক বীজের না হয় তাহা হইলে বীজের ফল বাস্তবিক অল্পকণা ধারণ কবে। ইউরোপের বীজ বুয়াব ও এমেবিবান জগতে এত বড় বীব বলিয়া গণ্য হইতেন না যদি উঁহারা স্বদেশীয় স্ত্রীতে সম্মান উৎপাদন না কবিতেন। উঁহারা যদি দেশীয় স্ত্রীতে অর্থাৎ আদিম নিবাসিনী এমেবিবাত্তে ও এফরিকাতে সম্মান উৎপাদন কবিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইউরোপের বীজের বীর্ঘ্য হইতে স্মলিত হইতেন, এবং উঁহারা আর স্নগক্ষেত্রে ইউরোপের বীর্ঘ্য দেগাইতে পাবিতেন না।

কাবুলে বেদানা হয়, বেদানার দানা পেশোয়াবে বপন কবিলে মস্কট হয়। আবুাব কাশ্মীর হইতে পাটনা পর্য্যন্ত বেদানার দানা বপন কবিলে ডালিম হয়, কিন্তু বঙ্গদেশে বপন কবিলে কুবকুটে দানাদার খালি ডালিম নাম হয়। এক বীজ স্থান বিশেষে নানা বকম ফল ফলে। যে দেশের বীজ হয় সে দেশের পাত্রে ফেলিলে এক ফল হয়। কাবেস্বেব কথা আর কি বলিব যখন সমস্ত কুলীনের এক প্রথা হয়।

পঞ্চজন কাযস্থ ও পঞ্চজন ব্রাহ্মণ যদি দান ও গ্রহণ নিজের ভিতর কবিতেন, তাহা হইলে অদা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেন যে একটি বীজের ফল কি উৎকৃষ্ট হয়। বিহারী মিত্র একটি European girl বিবাহ কবিল এবং বিহারী মিত্রের ঔবসে ও European girls গর্ভে কয়েকটি সন্তান ও সন্ততি হইল, এই সন্তান ও সন্ততি কি European father and mother's সন্তান ও সন্ততির সহিত সমতুল্য হইতে পারে, কখনই নয়, সমস্ত বিষয়ে হীন হইবে। তবে আলোক এইটি ঠিক থাকিবেক, কিন্তু চন্দ্র আলোক ও প্রদীপ আলোক দুইটি আলোক নিশ্চয় হইবেক।

পঞ্চজন কাযস্থ ও ব্রাহ্মণ যদি অদা হইতে পঞ্চজনের ভিতর দান ও গ্রহণ কবেন, আব মহাত্মা নিত্যানন্দ বাম্বেব বাহান্তর পুঞ্জবা ও ছব ঘব মৌণিকেরা যদি নিজের ভিতর দান ও গ্রহণ কবেন, এবং একটি কবিয়া বংশাবলী কার্যালয় যদি সকলে স্থাপন কবেন, তাহা হইলে একশত বৎসরের ভিতর বঙ্গের আর এক শ্রী হয়।

বঙ্গের কুলীন পুঞ্জবা বিবাহাবলি গোলাম হন, মাতা আব গোলাম কাবণ পব আর প্রতিপালিত হন। ঈহাদিগব পুঞ্জ ও কত্যা আব কত নীচ অন্তঃকরণের হয় কাবণ ছুচোব গোলাম চামচিকা হয়। গৃহস্থব সমস্ত নীচ কাব্য ইত্যাদব দ্বারা সাধিত হয়। গৃহ নাই, অন্ন নাই, অর্প নাই, ন্দিয়া নাই, বুদ্ধি নাই, যুক্তি নাই কিন্তু বিবাহ বড় আছে এবং সন্তান ও সন্ততি বড় আছে।

গোলামি ব্যতীত ইহাদের উপায় নাই, ইহাব কাবণ গোলাম বৃত্তিতে । ইহারা বড় নিপুণ হয় । বঙ্গদেশে কুলীন বেশী হয়, এমন কি বার আনা বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না ।

বঙ্গদেশে অবিবাহিতা ও অবিবাহিত কন্যা ও পুত্র কেহই নাই, কারণ মাসিক সাত টাকাতে দিনগত পাপ ক্ষয় হইতে পাবে, কিন্তু domesticated Son-in-law হইয়া কামকূপে কাল যাপন করিতে পাবে । স্ত্রী চাকবাণী হয়, বন্ধনী হয়, গৃহিণী হয়, স্ত্রী পুত্রোৎপাদনকাবিণী হয়, ফলতঃ চাবিধাবে স্ত্রী বর্তমান হয় । স্ত্রী উচ্ছিন্ন ভোজিনী হইয়া স্বামীৰ অর্থ ব্যয়ে কুণ্ঠিত হয়, কাবণ স্বামী অল্প স্ত্রী গ্রহণ করিতে পাবে । বঙ্গদেশে বিবাহেব অভাব নাই, গরু পার কবিতোও যদি কষ্ট বোধ অনুভব হইতে পাবে কিন্তু কুশ্মাণ্ডেব হস্তে কন্যারত্ন দান কবিতো বন্ধক ও বন্ধকিনী আদৌ কোনরূপ কষ্ট অনুভব কবেন না । বঙ্গদেশে কন্যা পাব ও গরু পার উভয়ই সমান হয় ।

বঙ্গদেশীয় জন যদি মাসিক পঞ্চাশ টাকা আয় না হইলে বিবাহ করিবেন না ইহা স্থির কবেন, আব কন্যাব বন্ধক ও বন্ধকিনীরাও যদি পঞ্চাশ টাকা আয়েব কম পাত্রতে কন্যা দান না করেন, তাহা হইলে গোলাম সংস্কার লোপ হইবাব সম্ভাবনা আছে । সংস্কার বিষয়ে হয়, বিষয়ে অগ্র প্রস্তুত হয়, অগ্নে বেত হয়, বেতে সম্ভান উৎপাদন হয় ।

এপাশ ওপাশ যুবকেরা যেন বন্ধক ও বন্ধকিনীর কুলকে কিস্বা অর্থের লোভে বিবাহ না কবে, কেননা এপাশ ওপাশ

* বাস্তবায়ন গড়াগড়ি যায়। এপাশ ওপাশ যুবকেবা অভাবের কারণ moral principle ঠিক রাখিতে পারে না, যে প্রকারে হউক অর্থ উপার্জন করিতে বাধ্য হয়। যদি অর্থ উপার্জন কবিল, বন্ধক ও রক্ষকিনী আনন্দে নৃত্য কবিতো লাগিল, এবং কুটুম্ব ও প্রতিবাসী বড় intelligent ও clever যুবক কণিল, কিন্তু যুবক যদি sound হইল, তাহা হইলে যুবক অন্তরে কি ভয়ানক মর্শ্ম বেদনা ভোগ কবিল। যত দিন যুবক কর্মক্ষেত্রে না দক্ষতা দেখাইতে পারে ও সংব্যবহাবে অর্থ উপার্জন করিতে না পারে, তত দিন যুবকেব উচিত হয়না বিবাহ করা, যদি করা হয়, গোলামি ও যুযাচুবির আশ্রয় লইতে হয়, অতএব যুবকেব বিবেচনা কবিয়া বিবাহ করা বিধেয়। মাতা ও পিতা হইতে বঙ্গদেশে গোলাম প্রস্তুত হয়। (এই স্থানে চিন্তা-বহুস্তর বিবাহ বিচার ও প্রেম বহুস্তর স্বামী ভক্তি অমুগ্রহ করিয়া আনিবেন না, কারণ কি প্রকারে বঙ্গদেশে গোলাম প্রস্তুত হয়, তাহাবই কথা হইল। যথায় যেটি আবশ্যক হয়, তথায় সেটি ব্যবহারণীয়।)

ধবল পুরুষেবা পশু পালন কবিয়া ও পশুব লোমে গাত্রাচ্ছাদন কবিয়া মহানন্দে জীবন অতিবাহিত কবিতেন। কাল ক্রমে ক্রমশঃ অভাব আসিয়া উপস্থিত হইল, অভাবে স্বভাব নষ্ট হইল, যত স্বভাব নষ্ট হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তত অভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অভাবে বুদ্ধি ছুটিল, বুদ্ধিতে উপায় উদ্ভাবন হইল, উপায়ে পুরুষকাব আসিবা যোগ দিল, পুরুষকাবে ফল

ফলিতে লাগিল, ফলে আশা বৃদ্ধি পাইল, আশাতে যাওয়া ও আসা বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইল । কালক্রমে আসা বৃদ্ধি রহিল, গৃহে ফিরিয়া যাওয়া লোপ হইল ।

দক্ষিণবাসিনী সন্নতে ধবল পুরুষকে প্রেম ডোবে বাধিল, বুদ্ধি হরণ কবিল, দক্ষিণবাসী গোলাম হইল । ধবল পুরুষ বাজা উপাধি লইল ফলতঃ আব আনন্দ ছুটিল । এক স্থানে বহু বকম দ্রব্য মিলিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় আব দ্বিগুণতর অভাব বৃদ্ধি পাইল । যত উচ্চবৃত্তি সমস্ত ধবল পুরুষের বহিল, এবং যত নীচ বৃত্তি সমস্ত রুক্ষবর্ণ পুরুষের বহিল । ধবল পুরুষের ঔবসে ও দক্ষিণ বাসিনার গর্ভে যাগবা উদ্ভব হইল, তাহাবা মধ্য বৃত্তিতে বহিল, আব যাহাবা দক্ষিণবাসীর ঔবসে ও উদ্ভববাসিনীর গর্ভে জন্মিল, তাহাবা অতি নীচ বৃত্তিতে বহিল ।

ধবল পুরুষ মজা লুটিতে লাগিল, মজাতে মজা আসিয়া উপস্থিত হইল । নানাবকম জ্ঞান আসিয়া যোগ দিল, জ্ঞানে আবশ্যকতা বাড়িল, আবশ্যকতাতে বিজ্ঞান উপস্থিত হইল, বিজ্ঞানে নূতন আবিষ্কারের প্রাদুর্ভাব বাড়িল । দেশজাত দ্রব্য ও art, industry, manufactory জাত দ্রব্য বাজ বংশীয়দের অভাব মোচন কবিতে পাবিল না । এইবাব বাজ বংশীয়েরা দিগ্দিগন্তে চলিল । বানিজ্য প্রক হইল, দেশে আমদানী ও রপ্তানী চলিল । ধবল পুরুষের ব্যবস্থা, বিধি, অর্থ, চাৰিবারে ব্যাপিল, দিন দিন অভাব আব বৃদ্ধি হইল, পব দেশ আক্রমণ শুরু হইল, জয়চাব সর্বত্র ব্যক্তিগত, সাম্প্রদায়িক পবচ অন্তান্ত বৃদ্ধিপাইল ।

• নানা বকম কর লোকেব উপর চাপিয়া বসিল, ধনী ধনী হইতে লাগিল গবিব আব গবিব হইতে লাগিল, রাজ বংশীযেরা অত্যন্ত বাবু হইল, দেশীয় গবীবেরা অত্যন্ত ক্ষীণ হইল, অনেক পব দেশীযেবা আসিয়া দেশীয় গবিবের সমস্ত ভাত ভিক্ষা ছিনিয়া লইল। পবদেশীযেবা বলিষ্ঠ ও পবিশ্রমকাবী বলিয়া রাজ বংশীযদেব অত্যন্ত আনন্দেব সামগ্রী হইল, রাজ বংশীযেবা আব কুটটি নাড়িতে ভাল বাসিল না, কাবণ উঁহাদেব তকুমে অপ-
বের ঘাবা সমস্ত কাৰ্য্য সাধিত হইতে লাগিল। প্রধান প্রধান সৰ্ব্ব বিভাগেব কাৰ্য্য ণালি রাজ বংশীযদেব বহিল। নৃত্য, গীত, রং তামাসা, স্তম্বেব খাতিবে দেশ পবিত্রমণ, স্ত্রী সম্ভোগ, ঈর্ষা, বেধ, অভিমান, অহঙ্কাব, সব এক, এক সব, আসিয়া রাজ বংশীযদেব ঘেবিল।

মহাজনেব কুঠিও চাবি ধাবে ব্যাপিল, কোম্বাগাবে স্বর্ণ ও বোঁপা অভাব হইল, এইবাব ব্যান্কনোট ছুটিল। রাজ বংশীযেরা আব যত বাবু হইল, তত আব ব্যাভিচাব বাড়িল। দলাদলি চলিল, art, industry, manufactory ও বানিজ্যতে রাজধানী গুল্জাব হইল, দেশজাত অল্প কমিয়া গেল, পব দেশজাত অল্প বাড়িয়া উঠিল। আমদানি অল্প বহিল, বপ্তানি বাবু আনা সামগ্রী হইল, গৃহে গৃহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জগৎ প্রকাশ পাইতে লাগিল, আনন্দ অপাব ছুটিল, অকাল মৃত্যু বাড়িল, স্ত্রীলোক পব পুরুষ ধবিল, আচার্য্যেব প্রোজুৰ্ভাব হইল, নানা বকম ceremony মাটী ভেদ কুবিয়া উঠিল, পয়সাব শ্রোদ্ধ চলিল, রাজ বংশীযেবা ধনে ও

প্রাণে ক্ষীণ হইল, পব দেশ সকল একে একে হস্ত হইতে বাহির হইল, দেশে art, industry, manufactory, education, science বহিল। অন্ন অভাব হইল, দলে দলে বিবাদ বাড়িল, এবং তলবাবিব বন বন চলিল। ভাড়া করা লোকেব প্রাদুর্ভাব হইল, এবং বহুলোকেব অকাল মৃত্যু ঘটিল। শ্রমশীল শীলতা গুণে অহংকাবী অশ্রমশীলেব স্বন্ধে চাপিল এবং শ্রমশীল বাজা বলিয়া কথিত হইল।

শ্রমশীল না হইলে বীব পুরুষ হয় না, বীব পুরুষ না হইলে শীলতা গুণ আসেনা। শীলতা গুণ না আসিলে অপব জন মুখ হয় না। অপব জন এক জনেব কায্যে মুখ না হইলে একতা হয় না, একতা না হইলে শক্তি হয়না এবং শক্তি না থাকিলে শ্রমশীল হয়না। জগতে যাহাবা শ্রমশীল হন তাহাবাই অশ্রমশীলের স্বন্ধে চিবকাল বিবাজ করেন এবং ইহাই পতন ও উত্থান বলিয়া কথিত হইল এবং এই নিয়ম স্বাধীন ও পবাধানেব জন্ত চিবকাল বহিল।

বাপু সর্বজ্যেষ্ঠ তুমি পবাধীন লোক হও, এই স্বাধীন জনেব বিধি তোমাব নয়। স্বাধীন জন অন্য প্রদেশ হইতে অন্ন আনিতে পাবেন ষতদিন তলবাবিব ব্যবহাব বাধিতে পাবেন। তুমি অন্য দেশ হইতে অন্ন আনিতে পাবনা, ইহার কাবণ তোমাব দেশজাত অন্ন ত্যাগ কবা বিধেয় নয়। তোমার লক্ষ্মী ধান্য হয়, এবং চিরকাল ধান্যকে লক্ষ্মী বলিয়া পূজা কবিবা আসিতেছ। যাহাব গৃহে মবাই বহিল, সে প্রকৃত লক্ষ্মীবান পুরুষ হইল। হীবা, জহরত, স্বর্ণ, বোপ্য পবাধীন জনেব লক্ষ্মী হয় না। art, indus-

try, manufactory, commerc, পবাধীনেব ধন নয়, কাবণ স্বাধীন জনেবা এই বৃত্তি কবিয়া থাকেন । উহাদেব সহিত competition কবা পরাধীন জনেব কার্য্য নয়, কাবণ স্বাধীন জন কোন কালে কোন বিষয়ে পবাধীনেব নিকট পবাস্ত হন না, যদি হইতেন, তাহা হইলে স্বাধীন হইতে পাবিতেন না । যত দিন স্বাধীন জন স্বাধীন থাকিবেন ততদিন সৰ্ব্ব বিষয়ে পবাধীনেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ থাকিবেন । স্বাধীন জন অপব দেশে কৃষি কার্য্য নীচ বৃত্তি বলিয়া কবেন না, কিন্তু দুই একটি কবিয়া থাকেন, যেমন tea, indigo. এই দুইটি কবেন, কাবণ স্বাধীন জনেব পবিশ্রম ও অর্থ বাগেব ফল ইহাতে মলে । পবাধীনেব সাত টাকান্তে বাবুয়ানা কবিয়া চলিতে পাবে, কিন্তু স্বাধীন জনেব একশত টাবাতে অতি কষ্টে চলে । তোমাদেব দেশেব লোক ভাষা শিগিয়া অঙ্কাবে ফুলিয়া ফাতনাব মতন ভাসিতছে, কিন্তু সৰ্ব্বজ্যোষ্ঠ, যখন দিন দিন ক্রমশঃ স্রোত বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন ফাতনাব কি ভয়ানক দুৰ্দশা হইবে ।

বাপু সৰ্ব্বজ্যোষ্ঠ, তোমাব দেশেব বশুয়া বামুন দিন দিন লোপ পাইতেছে কাবণ পবদেশী লোক আসিয়া উহাদেব অন্ন ছিনিয়া লইতে শ্লক কবিয়াছে । তোমাব দেশেব সূত্রবেব বৃত্তি পবদেশী আসিয়া প্রায় লোপ কবিতে বসিয়াছে । গাডোয়ান, বাজমিস্ত্রী, মেতব, নফব, ভম্বুবায, চন্দ্রকাব ইত্যাদি প্রায় লোপ হইয়া আসিল । তোমাব দেশে কলাম ও মুখেব দৌউড খুব বৃদ্ধি পাইতেছে । আপাততঃ সে সত দৌড়িত পাবিতেছে,

সে তত অল্প সংগ্রহ কবিতোছে, কিন্তু বাপু সৰ্বজ্যোষ্ঠ, দৌড়িবার স্থান দিন দিন অতি সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে । পঞ্চবিংশতি বৎসৰ পৰে গাত্ৰে গাত্ৰে ঘৰ্ষণ হইবার পূৰ্ণ সম্ভাবনা আছে, যদি স্থান অভাব হয়, তাহা হইলে কলমেব ও মুখের কি দুৰ্দশা হইবে, একবার দূৰদৰ্শী হইয়া চিন্তা কবিয়া দেখ ।

একবৃত্তিতে অধিক জন যাইলে সকলকাৰ কষ্ট হয়, এক নদীতে অধিক খাল খনন কবিলে নদীটি শুষ্ক হইয়া যায়, পৰে খাল গুলিও শুষ্ক হইয়া পড়ে, ফলতঃ অৰ্থ ব্যয় ও পৰিশ্রম বৃদ্ধি হয় । বাপু সৰ্বজ্যোষ্ঠ, ভোমাব দেশে এগন কেতাবঘৰেব প্রাদুৰ্ভাব অত্যন্ত বেশী হইয়াছে । অনেক ইতাকে healthy sign কহে, কিন্তু বিগ্ৰাবী মিত্ৰ তাহা কাৰণ ভোমাব দেশেব প্রবান কেতাবঘৰ যাহা হইতে অল্প সমস্ত হইয়াছে তাহাই প্রায় নোপ হইতে বসিয়াছে । ঘৰে ঘৰে কেতাব পাইলে কে কষ্ট স্বীকার কবিয়া প্রধান কেতাব ঘরে যাইবে, কিন্তু এইটি জ্ঞান নাই যে প্রধান কেতাব ঘৰ যাইলে শাখাগুলি আপনি শুকাইয়া যাইবে, তখন কি কবিয়া ঘৰে ঘৰে কেতাব মিলিবে ।

দক্ষিণ ও পূৰ্ববাসী চিৰকাল পরাধীন বলিয়া কথিত হয় । উত্তৰ ও পশ্চিমবাসী চিৰকাল স্বাধীন বলিয়া কথিত হয় । দুয়েব মিশ্রিতের ফল যদি স্বাধীন বৃত্তি দুইতে চেষ্টা কৰে, তাহা সৰ্বদা বৃথা হয়, কিন্তু ময়ূৰ ও ছাতাবেব নৃত্যেব গল্প সৰ্বদা মনে বাথিলে আবকষ্টভোগ কবিতোছে না । বাপু সৰ্বজ্যোষ্ঠ, তুমি পৰাধীন হও, ভোমাব বৃত্তিবৃত্তি ধৰা অত্যন্ত আবশ্যক হয়, কারণ পৰাধীনেব

• কৃষি কার্য ব্যতীত অল্প সঞ্চয় কবিবার আব কোন উপায় নাই। তোমার দেশে এখন ভাষার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ইউক, যদি প্রবেশিকা অবধি পড়িয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করে তাহাতে ততক্ষণ নাই।

যাহাতে কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন হয় ইহার চেষ্টা কর, কাবণ অল্প প্রবান ধন হয়। দেশজাত অল্প আপেক্ষা দেশের ধন আব দ্বিতীয় নাই। তোমার দেশের লোক যাহাবা কলমের ও মুখের বিদ্যা শিখিতে পবদেশে যায়, তাহাবা যদি পবদেশে হইতে কৃষিবিদ্যা শিখিয়া আসে, তাহা হইলে দেশের অত্যন্ত উপকার হয়, সঙ্গে সঙ্গে পশুপালন শিক্ষাও অত্যন্ত আবশ্যক হয়, কাবণ ইহাও অল্প বলিয়া কপিত হয়। যাহাতে দেশে প্রচুর পবিমাণে অল্প থাকে, ইহাই করা সর্ববোভাবে বিধেয়, কাবণ অল্পে দেহ হয়। বাপু সর্বজ্যোষ্ঠ, দেশীয় অল্প কি, বোধ হয়, এখন তুমি জানিতে পারিয়াছ। বাপু সর্বজ্যোষ্ঠ, তুমি পূর্বের থৈ ছাড়িয়া দিয়াছ, না ধবিয়া আছ ?

সর্বজ্যোষ্ঠ। আজ্ঞে, আমি ধবিয়া আছি, কাবণ আপনাব উপদেশে আমাব মস্তক পবিকার হইতেছে, আমি স্থবকি ভঙ্গ কাবিনীৰ মতন টেকিব মোকাতে নজর বাখিয়া অল্প সমস্ত শুনিতে ছিলাম, ইহাব কাবণ আমি থৈ গবাই নাই।

প্রণেতা। আমাব উপদেশে তোমাব মাথা মার্জিত হইতেছে দেগিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব কবিলাম। বাপু সর্বজ্যোষ্ঠ, তবে তুমি পূর্ব কথা শুন,—

জীব নিত্য হয়। কীটপুণ্ডরীক জীব আছে, এমন কি পরমাণু, অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র এসবেণুতে জীব আছে। বৃহদাকাবের কপান্তব এই অতি ক্ষুদ্র আকার হয়, আবার অতিক্ষুদ্রাকাবের কপান্তব এই বৃহদাকাব জীব হয়। সংযোগে উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পায়, বিযোগে কপান্তব শক্তি বৃদ্ধি পায়। উভয় অবস্থাতে জীবের শক্তি বৰ্দ্ধমান লক্ষিত হয়, ইহাব কাবণ জীব নিত্য বলিয়া কথিত হয়। প্রস্তুবে জীব আছে, কারণ হাস ও বৃদ্ধি লক্ষিত হয়, অপিত পাদপ পাদেব দ্বাৰা পান কবিতা বক্ষা পায়। জীব সৰ্ববত্ৰ হয়, এবং জীব আতাবে জীব উৎপন্ন হয়। জীবে যদি শক্তি অভাব হইত, তাহা হইলে জীব ভক্ষণ কবিলে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহতেও শক্তি লক্ষিত হইত না।

বসে জীব হয়, জীবে সংস্কাব হয়, সংস্কাবে হিতাহিত জ্ঞান হয়। আহাব, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন স্বাভাবিক জ্ঞান জীবে নিহিত আছে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কৰ্ম্মেন্দ্রিয় পবে প্রকাশকপে প্রকাশ পায়। এই সমস্ত আকাবের অৰ্থাৎ দেহের গুণ হয়। আকাবের আন্তৰিক ও বাহ্যিক স্বাভাবিক শিক্ষাব ফল নিয়ম হয়। আকার হইলেই নিয়মে বন্ধ হইতে হয়। শিশুৰ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কৰ্ম্মেন্দ্রিয় প্রথমে প্রকৃত প্রস্ফুটিত হয় না, কিন্তু যদি শিশু আবার বন্ধিত নিয়মের বাহিব হয়, শিশু কপান্তব হইতে কিন্ম আঘাত লইতে নাশ্য হয়, কাবণ জীবে শক্তি বৰ্দ্ধমান চিরকাল আছে।

বাপু সৰ্ব্বজ্যোষ্ঠ, যদি তুমি সূক্ষ্ম হিসাবে আর উপবে উঠ, তাহা হইলে ব্যোম আসিতা উপস্থিত হয়, এবং আমি যাহা কিছু

• প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিয়া বলিলাম, তাহা সমস্ত অসত্য হয় । কিন্তু সৰ্ব্বজ্যোষ্ঠ এইটি স্মরণ থাকে যে, ব্যোমে শূন্য আছে, এবং শূন্যেব আকাব আছে । শূন্যেব আকাব এত সূক্ষ্ম যে প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিবার উপায় নাই, তবে অনুভবেব দ্বাৰা জানিতে হয় । এই শূন্য হইতে স্নুৰু কবিয়া ক্রমান্বয়ে ঘূৰিতে ঘূৰিতে মোটা আকাব হয়, শূন্যআকাব ও মোটা আকাব উভয়ে নিয়মে বদ্ধ আছে, কাৰণ উভয়ে আকাব হয় । যাহা আকাব তাহাই নিয়মে বদ্ধ হয় ।

সৰ্ব্বজ্যোষ্ঠ, তবে যদি তুমি শূন্যেব উপব উঠ, তাহা হইলে এক আসিয়া উপস্থিত হয়, এই এক এক হয় । তবে প্রকৃতি বিভ্রাট কেন হয়, এই কথা তুমি বলিতে পাব । প্রকৃতি বিভ্রাট বসে হয়, বসে সংস্কাব হয়, সংস্কাবে হিতাহিত হয় । যদি উপরে এক হয়, তবে দ্বি আইসে কোথা হইতে, ইহা তুমি বলিতে পাব । বাপু সৰ্ব্বজ্যোষ্ঠ, এই মীমাংসা আমাব অস্থ রহন্তে প্রকাশ্যাকাপ বৰ্ণিত আছে । তবে সংক্ষেপে কিছু বলিঃ—

এক বলিলে এক হয়, বহু বলিলে বহু হয় । নিজেব উপর নির্ভৰ কবে, যদি সংস্কাবে বল, তাহা হইলে নিয়মে বদ্ধ আছে, এবং আমি যাহা বলিলাম, তাহা সমস্ত সত্য জানিবে, আব যদি সংস্কার অতীত হইতে পাব, তাহা হইলে কিছুই নাই, সমস্তই এক হয় । বাপু সৰ্ব্বজ্যোষ্ঠ, তোমাব কোন প্রশ্নাব আবশ্যক ব্যতীত, বোধ হয় তুমি আমাব নিকট আগমন কব নাট ।

• সৰ্ব্বজ্যোষ্ঠ । আমি আবশ্যক ব্যতীত কি কারণ আপনাব নিকট আসিব ।

প্রাণেতা। আকাব হইলেই সমস্ত আবশ্যক হয়, নিবাকাব হইলে কিছুই আবশ্যক নাই। যতক্ষণ আবশ্যক থাকিবে তত ক্ষণ নিয়মে বন্ধ থাকিতে হইবে। বোবা হইলে ভাল হইত কাবণ পাষণ্ড সম্পাদকেরা প্রত্যহ যাহা করিতেছে, তর্ক ক্ষেত্রে আবাব অস্বীকাব কবিতোছে, এবং উহাদিগেব শিষ্য বন্ধ পাষণ্ড আবাব তাহা লইয়া জন সমাজে গৌববাসিত হইয়া প্রচাব কবিতোছে। আমি পূর্বেব বলিয়াছি, এই সমস্ত জনেব পক্ষে বহুস্ত নয় তবে তুমি যদি সত্য পথ অবলম্বন কব, আব বুদ্ধি ত্যাগ কব, তাহা হইলে বহুস্ত কি বুদ্ধিতে পাব, এবং তোমাব পিতা যাহা আদেশ কবিয়া গিয়াছেন, তাহাও অবলীলাক্রমে কার্য্যে পবিণত কবিতে পাব।

বাপু সর্বজ্যোষ্ঠ, জাগতিক জনেব সমস্তই আবশ্যক হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়েব ও কর্ম্মেন্দ্রিয়েব আবশ্যক হয়, কাবণ বীজে সংস্কাব নিহিত আছে, এবং এই সংস্কাবেব দকন হিতাহিতেব আবশ্যক হয়, হিতাহিতেব আবশ্যক হেতু পুঙ্খকাবেব আবশ্যক হয়, পুঙ্খকাবেব আবশ্যক হেতু প্রেমেব আবশ্যক হয়। অহো কি আশ্চর্য্য বহুস্ত। মানবে প্রেম। হে প্রভু যীশুখ্রীষ্ট। আপনি এই প্রেম মানবে প্রচার কবিয়া সকল মানবকে এক কবিবন মনন কবিয়াছেন। প্রেম না হইলে বন্ধু হয় না, বন্ধু না হইলে একতা হয় না, একতা না হইলে বল হয় না, বল না হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না, কার্য্য সিদ্ধি না হইলে এক কি তাহাও অবগত হইতে পাবা যায়না।

‘ .আপনি ধন্য পুরুষ। আপনি এককে এক করিবার জন্ম বাবহাবে প্রেম বিস্তার কবিয়া সর্বজনকে এক কবিত্তেছেন; সংস্কারকে এক কবিত্তেছেন, এবং একে এক মিশাইতেছেন। অদ্যাবধি যাহা কোন মানব কবে নাই, আপনি তাহা কার্য্যে পবিত্র কবিলেন। যদি আমার অনন্ত মুখ হইত, তাহা হইলেও আপনার গুণ কীর্ত্তন কবিয়া শেষ কবিত্তে পাবিতাম না।

আপনি ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র বলিয়া কথিত হন। অহো কি অদ্ভুত বহুত্ব। ঈশ্বর অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য-ঈশ-ঐশ্বর্য্যে। আকাব না হইলে ঐশ্বর্য্য হয়না। আপনি আকাবের ভিত্তি শ্রেষ্ঠ পুরুষ হন, ইহাব কাবণ আপনি ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র বলিয়া কথিত হন। পুত্র নামক নবক হইত ত্রাণ কবে যে- সে পুত্র। আপনি আপনাব দেহকে ধ্বংস কবিয়া পুত্র নামক নবক হইতে জাগতিকজনকে উদ্ধার কবিয়াছেন, ইহাব কাবণ আপনাব নাম স্মরণ কবিলে নির্বাণ-মুক্তি-মোক্ষ হয় আর পুনঃ জন্ম ভোগ কবিত্তে হয়না, এবং পুনঃ জন্ম না হইলে পুত্র হয় না, আপনি তাহাও পুনরুত্থান হইয়া (resurrection) পূর্ণ কবিয়া দিয়াছেন।

জাগতিক জনের স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়ের উন্নতি কবিবার আবশ্যিক হয়। একটি নষ্ট হইলে অপবটি নষ্ট হয়, একটির উন্নতি হইলে অপবটির উন্নতি হয়, এবং একটির অবনতি হইলে অপবটির অবনতি হয়। পবস্পবের আধাব আধেয় সম্বন্ধ হয়। বীজে ঞ্জংস্কার হয়, সংস্কারে তিতাহিত হয়, তিতাহিতে পুরুষকাব হয়, পুরুষকাবে প্রেম হয়, প্রেমে সিদ্ধি হয়, সিদ্ধিতে মুক্তি হয়।

মুক্তি ও বন্ধন নিজের হস্তে হয়, ইহাব কাৰণ প্রথমত বীজে সংস্কার আবশ্যক হয়। যক্ষপ সংস্কার বীজে থাকিবেক, তক্ষপ সংস্কার ফলে প্রকাশ পাইবেক। সমস্ত এক ইহা সত্য হয়, ইহাব কাৰণ জাগতিক জন ব্যবহাবে যাহাতে এক হয়, ইহা করা সর্বতোভাবে আবশ্যকীয়।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এক ব্যবস্থাব বিধেয়। পিতা ও মাতা যাহা চাইতে জন্ম হয়, তাঁহাদের একনিয়ম প্রতিপালন করা অত্যন্ত কষ্টবাহু হয়, কারণ তাঁহাদের সংস্কার বীজে নিহিত হয়, বীজে জন্ম হয় ইহা সর্বসাধারণ জন বিনা সন্দেহে ও তর্কে স্বীকার কবিবেন। বীজ বসে উৎপন্ন হয়, অতএব এক প্রকার অন্নসেবা সর্বতোভাবে আবশ্যকীয়।

অগ্নিতে-আলোকে-তেজে বর্ণ হয়। বঙ্গদেশে চলন ভাষায় স্ত্রীলোককে আগুণেব খাপুরা কহে, অতএব বিবাহ বিবেচনা কবিয়া করা বিধেয়। যথায় ঘোনি বিচার না কবিয়া বিবাহ কার্য নিষ্পন্ন হয়, তথায় নানা প্রকার থাকেব উৎপন্ন হয়, এবং অবশেষে এই থাকই বহু জাত কবিবার মূল হয়। বহু থাক হইলেই, বহু ব্যবহাব হয়, বহু ব্যবহার হইলেই বহু সংস্কার হয়, বহু সংস্কার হইলেই বহু মতি হয়, বহু মতি হইলেই বহু গতি হয় অর্থাৎ বহু বর্ণ হয়। যথায় বহু বর্ণ কথিত হয়, তথায় একতা অভাব হয়, একতা অভাব হইলেই স্বর্গ অভাব হয়, স্বর্গ অভাব হইলেই নরক আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এই নরকই বহু হয়।

এক খাদ্য, এক বর্ণ, এক পোষাক, এক ধর্ম যথায় অভাব

লক্ষিত হয়, তথায় নবক পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। মিশ্রিত বর্ণ, মিশ্রিত পোষাক, মিশ্রিত খাদ্য, মিশ্রিত ধর্ম নবকবাসীদের যোগ্য হয়। স্বর্গবাসী অমর কথিত হন, নবকবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্বর্গবাসী শ্বেতবর্ণ পুরুষ হন, নরকবাসী মিশ্রিতবর্ণ পুরুষ হয়। স্বর্গবাসী জয়ী বলিয়া কথিত হন, নবকবাসী পবাজয়ী হয়। স্বর্গবাসী সর্বকার্যে জয় লাভ করেন, নবকবাসী সর্বকার্যে পরাজিত হয়। স্বর্গবাসী ত্রিনেত্রধারী হন, নবকবাসী দ্বিনেত্রধারী হয়। স্বর্গবাসী আপনাব ও অন্ত সকলের মঙ্গল কামনা করেন, নবকবাসী নিজেব ও অন্ত সকলের উচ্ছন্ন সাধন করে। স্বর্গবাসীর অবতাব এক, দর্শন এক, পুবাণ এক, স্মৃতি এক হয়, নরকবাসীর দর্শন বহু, পুবাণ বহু, স্মৃতি বহু, অবতাব বহু হয়। স্বর্গবাসী আদর্শ হন, নরকবাসী নকল নবিস হয়। স্বর্গবাসীর অবতারের, দর্শনের, পুবাণের, স্মৃতির অভাব লক্ষিত হয় না, নবকবাসীর সমস্ততেই অভাব লক্ষিত হয়। স্বর্গবাসী উপাস্ত হন, নবকবাসী উপাসক হয়।

যদি ব্যবধারে সমস্তই এক হইত তাহা হইলে নবকবাসীবা স্বর্গ কামনা কবিত না। নবকবাসীবা স্বর্গবাসীর আহাবেব, বিহাবেব, পরিচ্ছদেব, বর্ণেব, ধর্মের, বাসস্থানেব, ভাষাব, আচাবেব, ব্যবহারের, এবং অন্যান্য সমস্ত, নিষয়েব নকল কবিত না, ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, নরকবাসী হীন পুরুষ হয়। স্বর্গবাসী কোন সময়ে ভুল ভ্রান্ত নবক কামনা করেন না, এবং নরকবাসীবা কি প্রকারে নবক হইতে উদ্ধার হইতে পারে ইহার চমটা

বিধিমতে করে । স্বর্গবাসীরা নরকবাসীর উপর চিরকাল আছেন, এবং যত দিন সূর্য্য থাকিবেক, তত দিন প্রভুত্ব করিবেক । স্বর্গ ও নরক সংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নয়, ইহা কারণ সংস্কার এককরা সর্ববিশেষভাবে বিধেয় ।

যথায় এক তথায় স্বর্গ, যথায় বহু তথায় নরক হয় । অমর ও ত্রিনেত্র যাহা কস্মিক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইয়াছে, ইহা কীর্ত্তি ও জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নয় । স্বর্গবাসিনীরা নরকবাসী পুরুষদেব ভজনা করেননা, নরকবাসিনীরা স্বর্গবাসী পুরুষদেব ভজনা করিতে ইচ্ছুক হয় । নরক অর্থাৎ ক্ষুদ্র নর অর্থাৎ নিবৃষ্ট নর । যেস্থান নিবৃষ্ট নরদের বাসস্থান হয়, তাহাকেও নরক কহে, কিন্তু নরদের বাস স্থানও নরক বলিয়া কথিত হয় । কিন্তু অর্থাৎ কুৎসিত নর । এখনও কিস্বদন্তী আছে যে, আসামে নরক নামক রাজার বাসস্থান ছিল, এবং কামরূপ ইহার আদর্শ স্থল হয় । কতদূর সত্য কি মিথ্যা ভগা বলিতে পারে ।

কামরূপে ডাকিনীদের বাসা ছিল, এবং ইহারা গাছ চালাইতে পাবিত । বঙ্গদেশে কোন স্ত্রীলোক অসচ্চবিত্রা হইলে, এখনও গাছ চালান মেয়ে বলিয়া কথিত হয় । ডাকিনী অর্থাৎ পব পুরুষকে ডাকি যে । ইহাও কিস্বদন্তী আছে যে, কামরূপে কোন প্রদেশের পুরুষ যাইলে ভেড়া করিয়া রাখে, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, তথাকার পুরুষেরা হীন বীর্য্য হয় । স্ত্রীলোকেরা বীর পছন্দ করে, ইহা বরাবর বলা হইতেছে, । সুন্দর বীর্য্যবন্ত পুরুষ পাইলে, স্ত্রীলোকেবা অতিশয় যত্ন করে, যত্নে রত্ন মিলে,

ইহাও চিবকাল কথিত হয়। বঙ্গের উত্তর পশ্চিম দেশীয় স্ত্রীলোকেবা এখনও বলিয়া থাকে, বঙ্গের স্ত্রীলোকেবা যাহু বিদ্যা জানে, কেহ যাইলে আব ফিবিতে চাতেনা। বঙ্গদেশে যত থাকের উৎপত্তি হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোন প্রদেশে এত থাক নাই, কেন ভগা বলিতে পারে।

দক্ষিণ যমালয় বলিয়া কথিত হয়। দক্ষিণ দেশে স্ত্রীলোকেব আধিপত্য আছে, কাবণ তথায় বহু স্বামী প্রথা প্রচলন আছে। একটি স্ত্রীলোকেব বহু স্বামী হইলে, সম্মান সম্মতি কোন স্বামীর নাম লইবে, ইহার কাবণ স্ত্রীলোকেব নামই বংশগত নাম হয়। বহু কালাবধি দক্ষিণ ও পূর্ব অসভ্য দেশ বলিয়া কথিত হয়। দক্ষিণ দেশের স্ত্রীলোকেবা পশ্চিম দেশবাসী পুরুষের সহিত অজ্ঞান বৃক্ষেব তলে সন্নতে মিশিল, পূর্ব দেশের স্ত্রীলোকেবা উত্তর দেশবাসী পুরুষের সহিত বসন্তোৎসবে অর্থাৎ বিহতে জঙ্গলে মিশিল, নবক গুল্জাব হইল। পশ্চিম ও উত্তরবাসীর বীজেব গুণে দক্ষিণ ও পূর্ববাসী বতকগুলি ধনী, মামী, ও গুণী হইল। নানা আচার, ব্যবহার, ধর্ম, বর্ণ উৎপন্ন হইতে আবস্ত হইল এবং অবশেষে রাজ্যও হইল। পশ্চিম ও উত্তরবাসী, দক্ষিণ ও পূর্ববাসীর দ্বারা উদ্বেজিত হইয়া, নানা দেশ আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল, বীজ চাৰিদিগে বিকীর্ণ হইয়া নানা বকম ফল ফলিতে লাগিল। আদত আদত বহিল, নকল নকল বহিল, আদতে নকলে বিবর্ণ হইল। যত বিবর্ণ ফল ফলিতে লাগিল, তত থাক হইতে আবস্ত হইল, বিবর্ণ থাকের বিবর্ণতে আব কত থাক

হইল। অবশেষে এত বিবর্ণ হইল যে, কেহ কাহাকেও চিনিতে পাবিলনা, যাহাব যাহা ইচ্ছা হইল, সে তাহাই করিল। মিশ্রিত বীজের কিঞ্চিৎ দিন উন্নতি বহিল, পরে অবনতিতে নীত হইল। উৎপত্তিত হইতে কষ্ট স্বীকার কবিত্তে হয়, কিন্তু পত্তিত হইতে কষ্ট স্বীকার করিতে হয়না, ইহাব কারণ পাতিত্য লোকে নরক শীঘ্র পূর্ণ হয়।

গৃহীতা ও দাতা এখনও উত্তর পূর্ব কিম্বা পশ্চিম দক্ষিণ দিকে আশ্রয় লইতে হয়। গৃহস্তের ভদ্রাসনের অর্থাৎ বাসস্থানের দালান অর্থাৎ চণ্ডী মণ্ডপ এখনও উত্তর পূর্ব কিম্বা পশ্চিম দক্ষিণ মুখে নির্মাণকবিত্তে হয়। আদিম ভাবতবাসীরা যে উত্তর ও পশ্চিম বীজে সভ্য হইয়াছেন, ইহাব কোনও ডুল নাই। বহুবীজের উৎপত্তিতে কিম্বা বহুবীজকে আনন্দ পূর্বক গ্রহণ কবিবাব কারণে নানা বর্ণ, নানা পোষাক, নানা খাদ্য ও নানা ধর্ম্ম আবির্ভাব হইয়াছে। বর্ষা ও বসন্ত ইহার দৃষ্টান্ত স্থল হয়। দক্ষিণ পশ্চিম বায়ু বহন হইলেই বর্ষা আবির্ভাব হয়। উত্তর পূর্ব বায়ু বহন হইলেই বর্ষা বন্ধ হইয়া বসন্ত আরম্ভ হয়। উত্তর অয়ণ ও দক্ষিণ অয়ণ ইহাব দৃষ্টান্ত হয়, আর যত পরব তেহার আছে, এই দুই সময়ে হয়।

বাপু সর্বজ্যোষ্ঠ, তুমি বুঝিতে পারিলে, বীজে সংস্কার কি প্রকারে হয় এবং বীজ সংশোধন করিতে কি আবশ্যক হয়।

সর্বজ্যোষ্ঠ। আমি রসে বীজ হয় ইহা জানিতে পাবিয়াছি, কিন্তু বীজে কি প্রকাবে সংস্কার হয়, ইহা ভালরূপ বুঝিতে পারি।

নাই, আর আকাব হইলেই সমস্ত আবশ্যক হয় ইহাও বুঝিতে পারি নাই ।

প্রাণেতা । বাপু সৰ্ব্বজ্যেষ্ঠ, তোমাকে একটি গল্প বলি শুনঃ—

পাশ্চাত্য জগতে খ নামক এক ব্যক্তি বাসকরেন, তিনি এক বর্ণ হন, এক বকম পোষাকধারী হন, এক বকম খাদ্য, ভক্ষণকারী হন, এবং এক ধৰ্ম্মাবলম্বনকারী হন । খ যখন স্ত্রী গ্রহণ কবিলেন মনন কবিলেন, তিনি সহজে তাঁহাব সদৃশ স্ত্রী বস্ত্র পাইলেন, কাবণ পশ্চিম প্রদেশে নানা বর্ণ, নানা পোষাক, নানা খাদ্য, নানা ধৰ্ম্ম কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না ।

(ফলিত জ্যোতিষবেত্তাবা যে বর্ণ ও গণ ঠিক কবে ইহা কল্পিত, ইহার কারণ ঠিক হয় না, কিন্তু মূলটি ঠিক রাখিয়াছে কেননা উহা প্রত্যক্ষ হয় । পুতুলে দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়, ইহা যে কল্পিত, ইহার কোন ভুল নাই কিন্তু দেবতা যে পূজনীয় মানব হন, ইহা সকলে স্বীকার কবিলেক, পবীক্ষা উত্তীর্ণ যুবকেবা কেনযে ভাষা শিখিয়া পুনরায় এইকার্য্য করে তাহা বলিতে পারি না, তবে এই বলিতে পারি যে ইহা সংস্কারেব ফল হয় । উহাদেব মন এত নীচ হইয়া গিয়াছে যে, কুসংস্কারেব বিপরীত ভাল কার্য্য কবিলে মনে ভয় উপস্থিত হয়, ভয় উপস্থিত হইলে মন অস্থির হয়, মন অস্থির হইলে দেহেব বন্ধ সঞ্চালন ঠিক হয় না, দেহে রক্ত সঞ্চালন ঠিক না থাকিলে, বোগ উপস্থিত হয়, বোগ উপস্থিত হইলে মৃত্যু সম্ভাবনা । আরে পবীক্ষা উত্তীর্ণ যুবকবন্দ !

এইটি কি জ্ঞাননা যে, মৃত্যু আবার নূতন ভূত উৎপাদন কবে ।^১ ফলিত জ্যোতিষবেত্তা ও পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠাকারী কি চিবকাল বাচিয়া থাকে । তোমাদেব উপব যখন নোবল্ বৃটন বহিয়াছেন, এবং যখন নোবল্ বৃটন অকাতবে তোমাদেব বিদ্যাদান কবিতেন তখন তোমাদেব কিসেব ভয়, বৃটিশ এস্কোয়ার তোমাদেব সমস্ত ভয় উচ্ছেদ কবিরেক । ফলিত জ্যোতিষবেত্তার বর্ণ ও গণ উঠাইয়া দেও, পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা উঠাইয়া দেও, ভয় নাই, ভয় নাই ভয় নাই ।)

থ স্ত্রী রত্ন লাভ কবিয়া কিঞ্চিৎ দিন তাঁহাব সহিত আনন্দে অতিবাহিত কবিবাব পব, খয়েব স্ত্রীব গর্ভ সঞ্চাব লঙ্কিত হইল, এবং ভ্রূণ দিন দিন মাতৃবসে গর্ভে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল । দশ মাস দশ দিন অতিবাহিত হইবাব পব বীজের ফল সন্তানরূপে বিনা ক্রেশে মাতৃগর্ভ হইতে বাহ্য জগতে আবির্ভাব হইল । পাশ্চাত্য বাহ্য জগৎবাসী পিতা মাতাব সদৃশচাবী হন, অর্থাৎ জ্ঞাতি, কুটুম্ব, প্রতিবাসী ও অপব সমস্ত দেশীয় জন পিতা মাতার মতন এক বর্ণ, এক পোষাকধারী, এক খাদ্যভক্ষণকারী, একধর্ম্মাবলম্বনকারী হন ।

পূর্বে যখন ভ্রূণ মাতৃগর্ভে ছিল, তখনও মাতাব এক সংস্কার গ্রহণ কবিয়াছিল, তাহাব পূর্বে যখন পিতাব বীজরূপে পবিণত হইয়াছিল, তখনও পিতাব এক সংস্কার গ্রহণ কবিয়াছিল, তাহাব পূর্বে যখন বসরূপে ছিল, তখনও এক সংস্কার গ্রহণ কবিয়াছিল । এইবার সন্তান বাহ্য জগতে সমাজ নিয়মে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং সময়ে সময়ে জ্ঞাতি, কুটুম্ব, প্রতিবাসী ও অপব সমস্তদেশীয়

জন্মেব সংস্কার গ্রহণ কবিতে লাগিল। রসের এক সংস্কারে, পিতৃ বীজের এক সংস্কারে, মাতৃগর্ভেব এক সংস্কারে, বাহ্য জগতের এক সংস্কারে সম্ভ্রান দিন দিন নিজ সংস্কার বদ্ধমূল কবিতে লাগিল। যখন সম্ভ্রান শৈশব অবস্থা অতিক্রম কবিয়া পৌগণ্ডে উপনীত হইল, তখন দেশীয় পুস্তকে ও দেশীয় ধর্ম দীক্ষাতে তাহার এক সংস্কার আর পবিপক করিল, যৌবনে ও বৃদ্ধাবস্থায় নিজ সংস্কারেব মতন এক সংস্কার চাবিদিকে দেখিল। মৃত্যুতে অর্থাৎ কপান্তবেতে এক সংস্কার পঞ্চভূতে মিশিল। পঞ্চভূতান্ত-গত রস পুনঃ অন্যরূপে পিতার বীজে পবিণত হইল, এবং এক সর্বত্র ইহাও কথিত হইল, বাস্তবিক থ স্বর্গ ভোগ কবিল।

প্রভৃ যিশুখ্রীষ্টে প্রেম প্রচার কবিয়া পাশ্চাত্য জগজ্জনকে এক সংস্কারে বাধিলেন, এবং পাশ্চাত্যবাসীরা সকলেই প্রভৃ যিশু খ্রীষ্টেব শিষ্য হইলেন, ফলতঃ পাশ্চাত্যবাসীরা এক সংস্কার বলে উভ জগতে সিদ্ধি লাভ কবিলেন। কিন্তু অত্যন্তদুঃখের বিষয় যে, যথায় তিনি জন্ম গ্রহণ কবিলেন, তথায় অর্থাৎ এসিয়াতে তাঁহার মত কেহই গ্রহণ করিল না, ইহার কাবণ বোধ হয় আব কিছুই নয়, খালি এসিয়া গোলামরূপে চিবকাল থাকিবেক বলিয়া। আব 'একটি বিশেষ কাবণ দেশীয় জনেব নিকট দেশীয় মহাজন পূজনীয় হন না, যদিও পরে দেশীয় জন শিষ্য হয়। প্রভৃ মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করিয়া সিন্ধুব পর পারকে এক ধর্ম বন্ধন করিয়াছেন। প্রভৃ মহম্মদে দর্শন বেশী, প্রভৃ যিশু খ্রীষ্টে প্রেম বেশী, ইহার কাবণ আব পাঁচ শত বৎসরের ভিতবে দর্শন

প্রেমেব ভিতর প্রবেশ করিবেক, ইহা নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয় ।

বাপু সর্বজ্যোষ্ঠ, প্রকৃতি গুণে কি উৎকৃষ্ট ফল হয়, এখন তুমি জানিতে পারিলে, এবং কি নিয়ম আবশ্যক হয়, তাহা কি তুমি জানিতে পারিলে, এবং প্রকৃতি বিভ্রাট কি তাহাও তুমি জানিতে পারিলে ।

সর্বজ্যোষ্ঠ । আমি সংস্কার কি জানিতে পারিয়াছি এবং কি নিয়ম আবশ্যক হয় তাহাও জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু প্রকৃতি বিভ্রাট কি তাহা ভালরূপ জানিতে পারি নাই ।

প্রণেতা । তোমার নাম সর্বজ্যোষ্ঠ ।

সর্বজ্যোষ্ঠ । আজ্ঞে হাঁ ।

প্রণেতা । নিবাক্য হইলে তোমার নাম থাকিত না । জগতে এমন কিছুই বিষয় নাই যাহা নিবাক্য হয় । বিষয় হইলেই আকার হইতে হয়, তুমি বিশেষরূপে দেখিতে ইচ্ছা কর কথোপকথন বহস্ত্র পড় । তোমার আকার আছে, তাই নাম আছে । তোমার পিতা তোমার আকারের কর্তা হন এবং তোমার মাতা কর্ত্রী হন । উভয় ব্যতীত আকার হয় না । রস আধাব হয়, বীজ আধেয় হয় । পিতা আধাব হন, মাতা আধেয় হন । মাতা আধাব হন, ভ্রূণ আধেয় হয় । ভ্রূণ আধাব হয়, শিশু আধেয় হয় । শিশু আধাব হয়, যুবা আধেয় হয় । যুবা আধাব হয়, বৃদ্ধ আধেয় হয় । বৃদ্ধ আধাব হয়, মৃত্যু ওবক্ষে কপাস্তর আধেয় হয় । মৃত্যু আধাব হয়, পঞ্চভূত আধেয় হয় । পঞ্চভূতান্তর্গত রস আধাব হয়, বীজ

• আধুষ হয়। বাপু সৰ্বজ্যেষ্ঠ, নাগব দোল্লাব পাক আকাৰই বিষয় হয়, এবং বিষয়ে সমস্ত বিষয় নিহিত আছে। তুমি বিষয় হও, ইহার কাবণ তোমাব আকাৰ আছে, এবং তোমাব আকাৰ আছে তৎকাবণ তোমাব নাম আছে। কিন্তু বাপু সৰ্বজ্যেষ্ঠ, এই সমস্ত সংস্কাৰেৰ জন্ম হয়, যদি সংস্কাৰ লোপ কব, যে নিত্য সে নিত্য চিৰকাল আছে। এই নিত্য জানিবার দুকন মিশ্ৰিত সংস্কাৰেৰ লোপেৰ প্ৰয়োজন, এবং তৎকাবণ বাহাতে এক সংস্কাৰ হয়, তাহাব নিয়ম প্ৰতিপালন কৰা বিধিমতে কৰ্তব্য।

তোমাব পিতা ও মাতাব পৰম্পৰেৰ বৰ্ণ পৃথক হয়, পোষাক পৃথক হয়, খাদ্য পৃথক হয়, ধৰ্ম পৃথক হয়। তোমাব পিতা ও মাতা দেশীয় জনেৰ সহিত সৰ্ব বিষয়ে পৃথক হন। তোমাব পিতা ও মাতা সৰ্ব বিষয়ে পৃথক হইবাব কাবণ আচাব ভ্ৰষ্ট ও ভ্ৰষ্টা হন। আচাব ভ্ৰষ্ট ও ভ্ৰষ্টা হইবাব কাবণ উহঁবা নিয়ম প্ৰতিপালন কৰিতে অশক্ত হন। মানব নিয়ম প্ৰতিপালন কৰিতে অশক্ত হইবাব কাবণ দুৰ্বল হয়। দুৰ্বল হইলে মতিভ্ৰম হয়, মতিভ্ৰম হইলে কাৰ্য্য সিদ্ধি হয় না, কাৰ্য্য সিদ্ধি না হইলে মনস্তাপ হয়, মনস্তাপ হইলে পৃথক হয়। যথায় পৃথক তথায় প্ৰকৃতি বিভ্ৰাট লক্ষিত হয়। প্ৰকৃতি বিভ্ৰাট হইলেই মৰীচিকাৰণ অযথা চৈতন্য লাভ কৰিতে হয়।

চিতে চৈতন্য হয়, আবাব চেতনে চৈতন্য হয়। যদি মূলে চিন্ত মলিন रहिल তাহা হইলে চৈতন্যও অযথা হইল। সংস্কাৰ এক না হইলে প্ৰকৃত চৈতন্য উপস্থিত হয় না, ইহার কাবণ মূলে এক

সংস্কার করা আবশ্যকীয় । যদি চারি দিকে সর্ব বিধে এক সংস্কার না থাকে, তাহা হইলে কেহ নিজে মনে কবিলে হইবেক না । দেশীয় জনের ভাষাতে, আহারে, বিহারে, বর্ণে, পোষাকে, ধর্মে, আচারে, ব্যবহাবে এক সংস্কার হওয়া আবশ্যক হয়, কাবণ ব্যাপ্তি অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জন একত্রিত হইলে, সমষ্টি অর্থাৎ এক এক হয় । আদি, মধ্য, অন্ত এক হইলে এক হয় । সর্ব দেশীয় জনের এক সংস্কার হইতে হইলে অবতাবের আবশ্যক হয় ।

বাপু সর্বজ্যেষ্ঠ, এইটি বিলক্ষণ কপে জ্ঞান থাকে যে, পবানীন জনেব ভিতব অবতাব আবির্ভাব হয় না । মনোবৃত্তি স্বাধীন না হইলে অবতাব বলিয়া বণিত হয় না । তবে যে সমস্ত পবানীনেব ভিতব হয়, তাহা কেবল বিধিব বিডম্বনা মাত্র ব্যতীত আব কিছুই নয় ।

বঙ্গদেশে বালুচবেব উপর গুলি খোবেবা বালিব কেলা প্রস্তুত কবিয়া অহংকাবে মত্ত হইয়া কেলা বক্ষার্থে পবম্পরে লাঠালাঠি ও মারামাৰি কৰিয়া থাকে, কিন্তু জুযাব আসিলে উভয়ে ভগ্ন মনোবথে প্রাণ লইয়া পলাইতে বিব্রত হয়, এবং তৎক্ষণাৎ স্তবধা যানে আবোহণ কবিয়া কূলে অবতীর্ণ হয় । কোথায় কেলা বহিল, কোথায় অহংকাব রহিল, থালি গাত্র বেদনা সাব থাকিল ।

অবতাব সমাজ এক কবিবার কর্তা হন, কাবণ সকলে বিনা সন্দেহে ও তর্কে তাঁহাব মুখ নিঃসৃত বাক্য গ্রহণ কবে । যদি সকলে শিষ্ট হইল এবং তাঁহাব নাম গ্রহণ কৰিল তাহা হইলেই

•পরস্পরে ভাতৃভাব হইল। ভাতৃভাব হইলেই বন্ধু হইল, বন্ধু হইলেই প্রেম আসিল, প্রেম আসিলেই এক হইল, এই এক ইহ জগতের শিব হয়, এবং পর জগতেব শিব হয়। ব্যষ্টি সর্ববিষয়ে এক হইলে সমষ্টি এক হয়, সমষ্টি এক আর দার্শনিক এক প্রায় কোন ইতর বিশেষ নাই, তবে নামের কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয়। এক ও বহু কি, পাপ ও পুণ্য কি, নীতি ও সমাজ নীতি কি, বাজ নীতি ও গুপ্ত নীতি কি, অহংকাব ও নিরহংকার কি, এবং আমি ও তুমি কি যদি বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা কব, আমার রহস্তাবলি মনোযোগ দিয়া পড়। বহুস্তাবলিতে যাহা নাই, জগৎ রহস্তে তাহা নাই, জগৎ বহুস্তে যাহা আছে রহস্তাবলিতে তাহা আছে।

তোমাব পিতা বিকৃত বসে সজীব ছিলেন, বসে জীব যাহা তুমি পূর্বে জানিয়াছ, তোমার পিতা এই অসংস্কৃত বীজ, তোমাব মাতার অসবর্ণ ও অসম ক্ষেত্রে বিকীর্ণ কবেন এবং যাহা তোমার মাতা আগ্রহ সহকারে গ্রহণ কবিয়াছিলেন, এবং বীজ বপনান্তে পিতার সম্পর্ক লোপ হইল। মাতা দশমাস দশ দিন বীজকে গর্ভে ধারণ করিয়া এবং নিজ বিকৃত বসে পুষ্টিসাধন কবিয়া অবশেষে বীজকে অন্তর জগৎ হইতে বাহ্য জগতে ফল অর্থাৎ সন্তান রূপে প্রসব করিলেন। ফল অর্থাৎ সন্তান বাহ্য জগতে আগমনাবধি যাহা শিথিল তাহা সমস্তই বহু, এক প্রকার কিছুই শিথিল না। তুমি যত বড় হইতে লাগিলে, ততই আচাব ভ্রষ্ট হইতে থাকিলে, বারণ, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, প্রতিবাসী ও দেশীয় জন এক প্রকার আচাব,

ব্যবহার, নিয়ম কি তাহা আদৌ জানেনা । যখন তুমি পৌগণ্ডে উপস্থিত হইলে তখন আব খারাপ হইলে কারণ পুস্তকে যাহা শিখিলে তাহাও বহু । বোবনে যথায় ফিরিলে, ঘুরিলে, মিলিলে, পড়িলে ও দেখিলে তাহাও বহু । বাপু সর্বজ্যোষ্ঠ, এই বহু প্রকার সংস্কার কি তোমাব হঠাৎ যাইতে পারে, যদি যায তাহা হইলে একের কৃপা জানিবে বারণ প্রত্যেক নিয়মে একটি প্রায় ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সাধাবণ নিয়ম নয়, ইহাও তুমি বিনা সন্দেহে ও তর্কে জান । কতকগুলি জন যদি অত্যাচ্ছ স্থান হইতে লক্ষ প্রদান কবে তাহা হইলে যে সমস্ত জন প্রায় মৃত্যু মুখে পতিত হইবে ইহার কোন ভুল নাই, কিন্তু একজন হয়তো না মবিতে পাবে, তাহা বলিয়া অত্যাচ্ছ স্থান হইতে লক্ষ প্রদান করিলে মরিবে না, ইহা জানা বুদ্ধিমান জনের উচিত হয় না ।

মহামায়াতে জগৎ আবৃত হয়, জাগতিক জন মহামায়া কি কিছুই বুঝিতে পাবেন না, তবে যাহা সাধাবণ তাহাই যুক্তিবান ও বুদ্ধিমান জন যুক্তির ও বুদ্ধিব দ্বারা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারেন কিন্তু সমস্ত বুঝিতে পাবেন না ।

দেহী মাত্রই ভ্রম আছে, ভ্রম ব্যতীত দেহ প্রস্তুত হয় না, রসই প্রত্যক্ষ কর্ত্তা হয়, রস অভাব হইলেই দেহ ধ্বংশ হয়, ধ্বংশ অর্থাৎ রূপান্তর বুঝিবে কারণ কোন দ্রব্যেরই ধ্বংশ নাই । সূক্ষ্ম তর্ক সূক্ষ্মের সহিত করিবে, স্থূল তর্ক স্থূলের সহিত করিবে, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কি ভাল কপে বুঝিতে পারিবে, এবং জাগতিক জনের আবশ্যক কি তাহাও উত্তম কপে বুঝিতে পারিবে ।

• এক ধর্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং জাগতিক জনের সংস্কার এক করিবার দরুন জন সমাজে অত্যন্ত আবশ্যক হয়, যথায় এই কয়েকটির অভাব লক্ষিত হয় তথায় সমাজ এই শব্দটি লোপ পায়। সমতার নাম সমাজ, যদি পবম্পবে সমান না রহিল তাহা হইলে সমাজ হইল না।

বাপু সর্বজ্যেষ্ঠ, তুমি বস হইতে দেহ এইটি জানিলে, এবং যদি ইহা জানিলে তাহা হইলে অন্ন ও বস এক ইহা প্রমাণ হইল। যদি ইহা ঠিক হইল, তাহা হইলে ইহা জীবন ও পব জীবন অঙ্গের অনু-গ্রহে তাহাও প্রমাণ হইল। যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে অন্ন ও দেহ এক ইহাও প্রমাণ হইল। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে দেহে গুণ ইহাও প্রমাণ হইল। যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে নিগুণ কিছুই নয় তাহাও প্রমাণ হইল। তবে এইটি বলিতে পাব, যদি অন্নই সমস্ত হইল এবং অন্নময় জগৎ হইল তাহা হইলে প্রকৃতি ভেদ হয় কেন। মহামায়া যাহা পবে বলিব, যাহাব উপর কাহাবও অধিকাব নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে জগৎ থাকিত না, জগৎ আছে বলিয়া, মহামায়া ও চিব কাল আছে, যদি চিবকাল মহামায়া আছে এইটি প্রমাণ হয়, তাহা হইলে সমস্ত বিষয় নিত্য ইহাও প্রমাণ হইল। মহামায়া প্রত্যেক বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া ইহার মীমাংসা ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। যদি দেখিতে ইচ্ছা কব, আমার চিন্তা-রহস্যের ভিতর এক ও বহু পাঠ কর, তাহা হইলে নিশ্চয় সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। গুণে সংস্কার ইহা যদি ঠিক হয়, আর দেহে গুণ ইহা যদি ঠিক হয়, আব অঙ্গে দেহ ইহাও যদি ঠিক

হয়, তাহা হইলে সংস্কার এক করা সর্বতোভাবে বিশেষ, ইহা প্রমাণ হইল ।

বাপু সর্বজ্যোষ্ঠ, রস এক করিবার আদি হয় ইহা প্রমাণ হইল এবং ইহা জানিতে পারিলে, যদি তুমি জানিতে পারিয়া থাক, তাহা হইলে রস শুদ্ধ হইলে শূন্য হয় ইহা প্রমাণ হইল । রহস্য চক্ষুতে দিলে কেন বৃহৎ দেখ, এখন জানিতে পারিলে, যদি জানিতে পাবিয়া থাক, তাহা হইলে বাক্য যুদ্ধ ছাড়িয়া, এখন বিহারী মিত্রের পথানুসরণ কর অর্থাৎ কার্য যুদ্ধ কর, তাহা হইলে তোমার পিতা বাহা আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষ কবিত্তে পারিবে, যেই দিন প্রত্যক্ষ কবিত্তে সেই দিন সঙ্গে সঙ্গে মহানন্দ ভোগ করিবে, এবং এই সমস্ত ব্যাপার তোমার নিজের হস্তে নির্ভর করে । এক হও, এক দেখিবে, বহু হও, বহু দেখিবে । বাপু সর্বজ্যোষ্ঠ, এখন তুমি সর্ব করিষ্ঠ ইহা জানিতে পারিলে, তুমি দুঃখিত হইও না, যখন কাল অনন্ত তোমার সম্মুখে পড়িয়া বহিয়াছে । কার্য কর, আবার তুমি সর্বজ্যোষ্ঠ হইবে । কি কার্য কর, বোধ হয়, আবার বলিতে হইবে না, কারণ সমস্তই বলা হইয়াছে ।

সর্বজ্যোষ্ঠ । তবে আমি আসি ।

প্রণেতা । এস বাছা, একের কৃপায় তুমি এক হও ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

মায়া ।

কোন সময়ে মহামুনি শিষ্য একটি অশীতি বয়স্ক বৃদ্ধকে বাসো-পযোগী দ্রব্য আহরণ কবিতে দেখিয়া প্রথমে মনে মনে হাসিয়া ছিলেন । তাঁহার অন্তবে হাস্যের উপর হান্ত উদয় হওয়াতে হাস্যের প্রলয় উপস্থিত হয়, বাহাতে তিনি হাস্যের নিকট হান্তস্পন্দ হইয়া ছিলেন । তিনি অন্তবে হাস্যের বেগ সম্বরণ করিতে না পাবায়, হান্ত বাহিরে আসিয়া মহামুনি শিষ্যেব আননে প্রকাশমান হইল । মহামুনি শিষ্য হান্তাননে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া নিত্য কর্ম্মে ব্যাকৃত আছেন, এমন সময়ে প্রভু গুরু আসিয়া উপস্থিত হইলেন । মহামুনি শিষ্য শশব্যস্ত হইয়া সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ কবিয়া সসন্ত্রমে প্রভু গুরুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তৎপরে পাদার্ঘ্য দিয়া তাঁহাকে উচ্চাসনে বসাইলেন ।

প্রভু গুরু শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন । শিষ্য, তোমার আশ্রমের সমস্ত মঙ্গল হয়, এবং শারীরিক সুস্থ আছে ।

শিষ্য । যথায় প্রভু গুরু উপস্থিত থাকেন, তথায় কি অমঙ্গল বিরাজ করিতে পারে, জগতে আপনার অবিদিত কিছুই নাই, তবে আপনি কেন আমায় উপহাস করেন, জন্মাবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমি

আপনার সেবায নিযুক্ত আছি, কিন্তু কল্পিন কালে এবশ্প্রকার প্রশ্ন আপনার মুখ বিবর হইতে বাহির হয় নাই। হে প্রভো! আপনার সেবক কি অপবাধ কবিয়াছে যে, আপনি অদ্য এইরূপ প্রশ্ন কবিলেন, আমার যদি কোন দোষ হইয়া থাকে, আপনি নিজ গুণে অনুগ্রহ কবিয়া আমাকে ক্ষমা করুন।

প্রভু গুরু। জগতে সমস্ত বিষয় মল যুক্ত হয়। মল ব্যতীত জগতেব অস্তিত্ব নাই, ইহার কাবণ জগৎ নামে অভিহিত হয়। যদি নির্মল হইত, তাহা হইলে জগৎ শব্দ বচিত হইত না। যাহা অস্থিৰ তাহাই জগৎ হয়। চাবি দিগে সমস্ততেই অস্থিৰ বিরাজ কবিতেছে ইহার কাবণ সমস্ত জাগতিক জন অস্থিৰ হয়। আদি হইতে অদ্যাবধি কোন বিষয় স্থিৰ নাই, স্বয়ং আমি অস্থিৰ হই। পূর্বের কি ছিলাম, অদ্য কি হইলাম এবং ভবিষ্যতে কি হইব, ইহা আমি স্থিৰ কবিতে অক্ষম হই। স্থিৰ হইয়া স্থিৰ করিলে স্থিৰ হয়। অস্থিৰ হইয়া স্থিৰ করিলে অস্থিৰ হয়, আব স্থিৰ ও অস্থিৰ ত্যাগ কবিয়া কিস্মা উভগ্রহণ করিবা স্থিৰ হইলে নিতা হয়।

জাগতিক জন আমাকে স্থিৰ কল্পনা করিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক আমি অস্থিৰ হই, কাবণ আমি দেহী বলিয়া কথিত হই। যদি জগতে কিছুই স্থিৰ হইত, তাহা হইলে জাগতিকঅস্থিৰজন আমাকে স্থিৰ কল্পনা কবিত না। আমার পূর্বের বহুজন জন্ম গ্রহণ কবিয়া গিয়াছে, জাগতিকঅস্থিৰজন উর্হাদিগকে স্থিৰ কল্পনা করিয়া গিয়াছে, আপাততঃ আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, এবং অস্থিৰজাগতিকজন আমাকে স্থিৰ কল্পনা করিতেছে। ভবিষ্যতে

বহুজন জন্মগ্রহণ কবিরেক, এবং অস্থিরজাগতিকজন উহাদিগকে স্থির বলিয়া অভিহিত কবিরেক। আমাব অস্তিত্ব থাকিবেক না, আমাব আদব থাকিবেক না, আমাব নাম পর্য্যন্ত কেহ মুখে উচ্চারণ কবিরেক না, কাবণ যদি থাকিবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে আমাব পূর্বের জনকে বহিত কবিয়া আমাকে স্থির কল্পনা কবিত না। বুদ্ধিমান ও যুক্তিবান জন বর্তমান দেখিয়া ভূত ও ভবিষ্যৎ কল্পনা কবে।

পুত্র, তুমি অতি শিশু, তুমি বহুস্তেব কিছুই বিদিত নাই, যদি বিদিত থাকিতে তাহা হইল তুমি এইরূপ অযুক্তিকব বাক্য প্রয়োগ কবিতে না, তুমি আমাকে ভক্তিতে বলিতে পাব, কাবণ তুমি আমাব প্রধান ভক্ত, কিন্তু অন্যজন আদৌ বলিবে না। যথায় দুইমত বিবাজ কবে, তথায় অস্থির প্রকাশ পায়, জগতে এমন কোন জন নাই, যাহাকে সর্বজন স্থির কহে, যদি ইহাই বাস্তবিক প্রমাণ হয়, তাহা হইলে জগতে কেহই স্থির নয়। কাহাকে কোটিজন স্থির করিবে, কাহাকে কোটি বোটি জন স্থির কহিবে, কাহাকে বা দশলক্ষ জন স্থির কহিবে, কাহাকে বা লক্ষ জন স্থির কহিবে, কাহাকে বা শত জন স্থির কহিবে, কাহাকে বা এক জন স্থির কহিবে, কাহাকে বা স্ত্রী স্থির কহিবে, কিন্তু সর্বজন একজনকে স্থির কহে, এই রূপ দ্বিষয় জগতে নাই, যদি থাকিত, তাহা হইলে এত জন পবপব আসিত না, এবং এত পুকার ধর্ম পুস্তক জগতে আবির্ভাব হইত না, এবং এত পুকার দর্শন জগতে প্রকাশ পাইত না, এবং এত পুকার প্রকৃতি বিভ্রাট ও জগতে

লক্ষিত হইত না । দেহী মাত্রই বহু হয়, এবং মাযার অধীন, বহু হয়, যদি এই ঠিক হয়, তাহা হইলে দেহী মাত্রই বহু হয়, যদি দেহী মাত্রই বহু হয়, ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে দেহী এক অর্থাৎ স্থির কথিত হইতে পারে না । বহু দেহ বর্তমান বহিয়াছে, বহু দেহ অতীতে ছিল, বহু দেহ ভবিষ্যতে হইবে, তবে যাহা বহু, তাহা এক হইতে পারেনা, যদি সমস্ত ব্যাপ্তিদেহকে সমষ্টি এক দেহ করা হয়, তাহা হইলে এক হইতে পারে, কিন্তু পৃথক পৃথক দেহ এক অর্থাৎ স্থির হইতে পাবে না । যদি সমস্ত ব্যাপ্তি দেহ, সমষ্টি এক হয়, তাহা হইলে গুরু ও শিষ্য থাকে না, কাবণ শিষ্য সমষ্টি একের ভিতর হয়, তবে যাহা বলা হয়, ইহা গুণেব দকন । অন্য জনতে যে গুণ নাই সে গুণ আমাতে থাকিতে পাবে, অন্য জন এক করিতে অক্ষম হয়, আমি তাহা করিতে সক্ষম হই, অন্য জন অন্ধের মতন পথ দেখাইতে পারে না, আমি না হয় তাহা পারি, কিন্তু তাহা বলিয়া আমি স্থির নহি, কারণ আমি দেহী । দেহী মাত্রই ধ্বংশ আছে, অর্থাৎ কপাস্তর আছে, কিন্তু প্রকৃত ধ্বংশ কিছুবই নাই । মায়া যাহা বহু শিক্ষা দিতেছে, এবং সর্বজন মাযার অধীন হয়, তখন কৰ্ত্তব্যগুণের আদর বিধেয় হয় । তবে শিষ্য, তোমার হাঙ্গানন কেন বল দেখি ।

শিষ্য । হে প্রভো । আপনি যাহা বলিলেন, ইহা আপনার শোভাপায়, আমার মতন ক্ষুদ্রজনের শোভাপায় না । আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আপনি আমার সর্বস্বধন নীল রতন হন । আপনি আদিত্য ছিলেন, আপনি আপাততঃ রহিয়াছেন,

• এবং আপনি ভবিষ্যতে থাকিবেন, অন্য জন আপনাকে এই ভক্তি কবে কিনা তাহা আমি বলিতে পারি, কারণ আমি নিজের সমস্তই নিজে বিদিত নহি । তবে পূর্বের জনেরা অন্যকে ভক্তি করিত, ইহা বলিতে পারি । হে প্রভো ! আপনি যুগে যুগে আছেন, ইহা আমার গাঢ় বিশ্বাস, ইহা কারণ আমি বিনা সন্দেহে ও তর্কে বলিতে পারি আপনিই তিনি, কিন্তু অন্যজন ইহা স্বীকার করেন কিনা তাহা আমার ক্ষমতার বাহির হয় । আপনি আদ্য, আপনি মধ্য, আপনি অন্ত ইন, আপনি সমস্ত ইন, আপনার অবিদিত চবাচরে কিছুই নাই, তবে আপনি যাহা বলিলেন, ইহা কেবল ভক্তের পরীক্ষার দফন আব কিছুই নয় । ভক্ত চিরকাল ভক্ত আছে, আপনি যেমন চিবকাল অবতাব আছেন । আপনি যাহা কবেন, তাহা কেবল ভক্তের উন্নতির দফন, যেমন পিতা পুত্রের উন্নতির দফন পুত্রকে পরীক্ষা কবেন । আমার হস্তাননের কথা যাহা আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা অনুগ্রহ করিয়া শুশুনঃ—

আশ্রমের কথঞ্চিৎ দূরে আমি এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছি, যাহা প্রায় সর্বজনের হস্তের উপযুক্ত বিষয় হয়, বিশেষতঃ আমার বিবেচনায় ইহা অত্যন্ত হস্তের পদার্থ হয় । এক অশীতি বয়স্ক বৃদ্ধ তাহার বাসোপযোগী দ্রব্য আহরণ করিতেছিল, যাহার মৃত্যু অতি সন্নিকট, এমন কি আমার বিবেচনায় অদ্য কিম্বা পরেহাঃ হয় । বৃদ্ধের এই বুদ্ধি নাই যে কল্য দেহকে চরম সীমা ভোগ করিতে হইবে, অদ্য আমি বাসোপযোগী দ্রব্য আহরণ করিতেছি, আমার বিবেচনায় যদিও সে বয়সে বৃদ্ধ হয়, কিন্তু সে বুদ্ধিতে

বাস্তবিক বালক হয়, এই ব্যতিক্রমেব দকন আমি প্রথমে অন্তরে হাসিয়াছিলাম, কিন্তু হাশ্বেব উপর হাশ্ব বুদ্ধি পাওয়াতে হাশ্ব আননে আসিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, কারণ অন্তবের দর্পণ আনন হয়। প্রভো। ইহার বহুস্ত কি আপনি বলিতে পারেন।

শুক। তুমিই ইহাব দৃষ্টান্ত হও। পরের চক্ষুতে একটি তৃণ দেখিয়া সকলেই হাশ্ব কবে, কিন্তু নিজের চক্ষুতে যে মহাজ্বল বৃক্ষ বহিয়াছে, তাহা কেহ দেখিতে পাষ না। তোমায় কত কথা বলিলাম, তুমি ভক্তিতে শেষ কবিয়া দিলে, বিশেষ কিছু বলিলে না। বৃক্ষ নিত্যেব দাস হয়, ইহার কারণ বৃক্ষ বাসোপযোগী তৃণ আহরণ করিতেছি, বৃক্ষ বিবেচনা কবে না যে, আমি মৃত্যু মুখে পতিত হইব, যদি বিবেচনা কবিত তাহা হইলে অনিত্য মৃত্যুর আরাধনা কবিত, নিত্যেব আবাধনা করিত না। বৃক্ষ স্বভাব সিদ্ধ জ্ঞানে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, ভাষা শিক্ষা কবিয়া অন্য জনের সহিত কি কবিয়া তর্ক বিতর্ক নিয়ম ব্যবহাব কবিতে হয়, তাহা বৃক্ষ শিক্ষা করে নাই। জগতে মূর্খ কেহই নাই, সকলেই সমান হয়, তবে ভাষা ও সমাজ ব্যবহাব শিক্ষা বেশী ও কম লক্ষিত হয়।

ভাষা নিয়মে বদ্ধ হয়, সমাজ ব্যবহাব নিয়মে বদ্ধ হয়, ইহাব কাবণ যে জনতে ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়, সে জনকে মূর্খ কহে। মূর্খ বলিয়া একটি স্বতন্ত্র বস্তু নাও, ভাষা সংস্কাব ও সমাজ সংস্কাব যে জনতে অভাব লক্ষিত হয়, সে জনতেও মূর্খ শব্দ আবোপ কবিতে পাব, কিন্তু আবার যদি পবে সে জন ভাষাজ্ঞ কিন্ধা সামাজিকজ্ঞ হয়, আব মূর্খ শব্দ তাহাতে আরোপ কবা বাইতে পারে না, বরং

বিদ্যান শব্দ তাহাতে আরোপ কবিতে হয়। ধনী বলিয়া একটি মানব নাই, এবং নির্ধন ব্যক্তি বলিয়াও মানব নাই, তবে যে ধন আহরণ কবিতে পারিল সে ধনী বলিয়া কথিত হইল, আর যে ধন নষ্ট করিতে থাকিল সে নির্ধন ব্যক্তি হইল, ধনী নির্ধন ব্যক্তি হয়, নির্ধন ব্যক্তি ধনী হয়, দেহ দুই হইল না, উভয় শব্দে এক রহিল, কিন্তু এক দেহে দুই প্রকার অবস্থাতে দুই প্রকার শব্দ প্রয়োগ করা হইল। গুণ ভেদে শব্দ প্রয়োগ করা হয়, বাস্তবিক সকলেই নিগুণ, নিবাকার, অনন্ত ও নিত্য হয়। প্রকৃতি বিভ্রাট ইহার মূল হয়, বস ইহার ডালপালা হয়, সংস্কার ইহার ফল হয়। তুমি সংস্কার গুণে হান্ত কবিয়াছ, বস গুণে তোমার দেহ বর্তমান বহিয়াছে, প্রকৃতি বিভ্রাটে তুমি মহামুনি সাব্যস্ত কবিয়াছ। শিষ্য, যদি তুমি নিত্য হইতে তাহা হইলে হান্ত কবিতে না, নিত্য চিরকাল নিত্য আছে, যাহা নিত্য তাহাই নিগুণ, নিবাকার, অনন্ত হয়।

দেহ হইলেই আকার অর্থাৎ সং হইল, আকার হইলেই গুণ হইল, গুণ হইলেই অন্ত হইল, অতএব যাহাবা দেহী তাহারা নিগুণ, নিবাকার ও অনন্ত হইতে পারে না। ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে ব্যাপ্তি সংস্কার বদ্ধ হয়, কিন্তু সমষ্টি হয় না, যদি হইত তাহা হইলে যাহা সমষ্টি অর্থাৎ এক তাহা নিগুণ, নিবাকার, অনন্ত ও নিত্য বলিয়া কথিত হইত না। দেহী মাত্রই মায়াতে বদ্ধ হয়, দ্বন্দ্ব শিষ্য, তোমার এই আশ্রমে কত প্রকার তপস্শাচরণের ব্যক্তি আছে, কিন্তু যাহাবা এই কার্য্য কবে না, কিন্তু সংস্কার

আছে যে এই কার্যে মায়া হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহারা বলিবে যখন এই সব ব্যক্তি দেহ ত্যাগ করিবে, যে উহা মাযাকে উত্তীর্ণ করিয়া গিয়াছে, কারণ তাহাদের সংস্কার হয় যে, কাহার উপর মমতা না থাকিলেই বনে গমন করে, আর তথায় তপস্বী করিলেই মায়া হইতে পরিত্রাণ পায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যে সমস্ত ব্যক্তির গাত্রে উপর উঁয়ের টিপি হইয়াছে, এবং বাহাদিগের বাহ্যিক জ্ঞান শূন্য হইয়াছে, তাহারা ও মায়াতে বদ্ধ আছে। দেহ যাইবে কোথায়, যেখানকার দেহ সেই থানে থাকিবে, পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে থাকিবে। পঞ্চভূতে জীব হয়, আবার জীব আহারে জীব হয়, তবে মায়া ছাড়িল কি করিয়া। অনেকে সংস্কার গুণে বলিবে, দেহ বাহ্যার দ্বারা চালিত হয়, তাহারই লোপ হইল। দেহ বাহ্যার দ্বারা চালিত হয়, তাহার লোপ মৃত্যুদেহ মাত্রই লক্ষিত হয়, যদি লোপ না হইত তাহা হইলে দেহ মৃত্যু অর্থাৎ কপাস্তর অবস্থা প্রাপ্ত হইত না, কিন্তু লোপ কি করিয়া হইল, যখন জীব বর্তমান রহিল। বীজে ফল কি ফলে বীজ, দেহে শক্তি কি শক্তিতে দেহ, যেমন মাযার খাতিবে অদ্যাবধি কেহই ঠিক করিতে পারিল না, তেমনি মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে অদ্যাবধি কেহই তপস্বীচরণ করিয়া সংস্কার বলে পারিল না, কিন্তু যদি সমস্ত নিত্য কর তাহা হইলে ঠিক হয়, আর যদি এইটি অনিত্য, ঐটি নিত্য কর তাহা হইলে ঠিক হইল না। যদবধি তুমি আকারাবৃত্ত হইয়াছ, তদবধি তুমি হিতাহিতের তর্ক সমুদ্রে অবগাহন করিয়াছ, এবং পুরুষকার তরণীর আশ্রয় লইয়া ও ভক্তিকে

• কর্ণধাব কবিয়া সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা কবিত্তেছ, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনও বিষয়েব সন্দেহ যুদ্ধে সগুণ ক্ষেত্রে লীলা কবিত্তেছ ।

শিষ্য, আমি পূর্বের বলিয়াছি, জগতে স্থির কিছুই নাই । তুমি ভাল রূপ বুঝিতে পাব নাই ইহার কাবণ বিশেষ কিছুই বল নাই, তুমি এক ভক্তিগুণে ঠিক করিয়াছ । তোমার মতন মহাজ্ঞানীও এইটুকু হইয়াছে, ইহাও যথেষ্ট আনন্দের বিষয় হয়, কিন্তু ইহাতেও সংস্কার বিবাজ কবিত্তেছে । সংস্কার বিহীন না হইলে নিরাকার হয় না, সংস্কারই আকার হয় । আমি আছি এই সংস্কার যতদিন থাকিবেক, ততদিন অহং এইটিও থাকিবেক, অহং থাকিলেই আকার বহিল, আকার থাকিলেই মায়াতে বদ্ধ বহিল । স্বাভাবিক নিয়মের নাম মায়া হয়, ইহার কাবণ সংস্কার বলে মায়া হইতে উল্লীর্ণ হইতে পাবা যায় না, যদি যায় এক নিত্যতে যাইতে পারে । নিত্য আনিলে দ্বি বহিল না, সমস্তই এক হইল, এবং দেহেব যাহা কর্তব্য কর্ম তাহাই বিধি মতে চলিল ফলতঃ কর্তব্য কর্ম দেহমাত্রই আবশ্যকনীয় হইল । মন স্থিৰ হয়, আবার মন অস্থিৰ হয়, ইহার কাবণ নিরাকার ও আকার নিজেব হস্তে গুপ্ত হয় । যদি মনেকর নিবাকার, নিরাকার আসিল, এবং সংস্কার লোপ হইল । যদি মনেকর আকার, আকার হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার আসিল, যেমনি সংস্কার আসিল অমনি একের পর এক সংস্কার যোগ হইতে লাগিল, যোগে যোগে প্রত্যক্ষ জগৎ আসিল, যেমনি আসিল, অমনি কুস্তকাবের চক্রের মতন ঘুরিতে লাগিল । পুরুষ-
• কাবের দ্বারা ঘূৰিতে ঘূৰিতে যখন সংস্কার বিহীন হইল, আবার

অমনি জগৎ শব্দ বহিত হইল, এবং অথগু গোলাবাব সমস্ত নিত্য হইল। নিত্য হইলে আপন ও অপব রহিল না, সমস্তই আপন হইল অর্থাৎ আপ্তবৎ চবাচব হইল।

ইহা কিম্বদন্তী আছে যে অমবেবা স্বর্গে বাস কবে, যদি ইহা ঠিক হইত তাহা হইলে অমবেবা দোষ করিলে স্বর্গচ্যুত হইয়া মন্ডে আসিয়া মৃত্যু, মুখে পতিত হইত না, আবাব মর্ত্যবাসীবা গুণ আহবণ কবিত্তে পাবিলে মর্ত্য ত্যাগ কবিয়া স্বর্গে যাঁইয়া অমব হইয়া তথায় বাস কবিত্তে পারিত না, ফলতঃ স্বর্গ ও মর্ত্য মন শান্তি আব মন অশান্তি ব্যতীত আব কিছুই নয়। গুণ স্বর্গ হয় আব দোষে মর্ত্য হয়। শিষ্ট, ইচ্ছা কিছুই নয় খালি সংস্কাব হয়, যতক্ষণ সংস্কাব থাকিবেক, ততক্ষণ গুণেব ও দোষেব ফল ভোগ কবিত্তে হইবেক। মহাজ্ঞানী ও মূর্থ হইতে হইবেক, এবং মহামূর্থ ও মহাজ্ঞানী হইতে হইবেক, কাবণ আদ্যাশক্তি ভগবতাব মায়াতে জগৎ মুগ্ধ হয়।

ভগবতী আব কিছুই নয় মায়া, মায়া আব কিছুই নয় সংস্কাব, সংস্কাব আব কিছুই নয় নিয়ম, নিয়ম আব কিছুই নয় আকাব, আকাব আব কিছুই নয় সৎ, সৎ আব কিছুই নয় অসৎ, অসৎ অর্থাৎ নিবাকাব, স্থিৰ, নিত্য, অনন্ত। আবাব অসৎ আব কিছুই নয় সৎ, সৎ আব কিছুই নয় আকাব, আকাব আব কিছুই নয় নিয়ম, নিয়ম আব কিছুই নয় সংস্কাব, সংস্কাব আব কিছুই নয় মায়া, মায়া আব কিছুই নয় ভগবতী। ঐশ্বর্য্যবতী যিনি, তিনিই ভগবতী হন। অল্প বিহনে ঐশ্বর্য্য বিহীন হয়, অতএব ভগবতী ৭৫ রসবতী এক হয়। স্কুল ও সৃক্ষ পবেব পব দেগিলে সমস্তই এক

ইহা প্রতীয়মান হয়, স্কুলের ও সূক্ষ্মের মধ্যে যাহা তাহাই সংস্কার বলিয়া কথিত হয়, ইহা দেখিতে ইচ্ছা কব কথোপকথন-বহুস্তর কদম্ব ফুলের গল্প পড়। এই সংস্কার লইয়া যত বিভ্রাট হয়, এবং এই সংস্কারে জগৎ বচিত হইয়াছে, এবং সমস্ত জাগতিক ব্যাপার এই সংস্কারে বদ্ধমূল আছে। মায়ায কি অস্তুত ক্ষমতা, ইহাও তিনি নিত্য কবিয়াছেন। শিষ্য, তোমায একটি গল্প বলি শুনঃ—

কোন সময়ে ভগবতী ও মৃত্যুতে বাকবিতণ্ডা হয়, মৃত্যু নিজ দর্প স্থাপন কবিলার জন্ত ভগবতীকে কহে, দেখুন ভগবতি। আপনি বৃথা আত্মস্পর্দ্ধা কবিলেন না, আমি মনে কবিলে এক মৃত্ত্তে আপনাব সমস্ত ঐশ্বর্য ধ্বংশ কবিয়া ফেলিতে পারি। আমার নাম মৃত্যু হয়, আমি যম কিন্নর হই, আমায ভয় না কবে এমন ব্যক্তি চবাচরে নাই, আপনাব ক্ষমতা থাকে আপনি বন্ধা ককন।

ভগবতী আনন্দিত হইয়া আনন্দ বিবশিত হাষ্টাশ্ত্রে বলিলেন। অহে মৃত্যু তুমি অতি শিশু, তোমাব সহিত বাক্যালাপ আমাব শোভা পায় না, কাবণ তুমি অহংকাবে মত্ত হইয়া লগ্ন গুরু জ্ঞান বন্ধিত হইয়াছ। তোমাব কর্তা যম আমাব দাস হয়, তুমি আবাব যমেব দাস, অতএব তুমি আমাব পৌত্র হও, আব আমি তোমাব ঠাকুর মা হই। দাদা মৃত্যু, যদি আমি না থাকিতাম, তাহা হইলে তোমাব অস্তিত্ব থাকিত না, সে বাহা হউক, অদ্য হইতে সমস্ত নিত্য হইল, এবং ধ্বংশের অর্ধান কোন বিষয় বহিল না।

মৃত্যু। ভগবতি। আপনি যাহা বলিলেন, উহা প্রলাপবাক্য। বাতীত আর কিছুই নয়, আপনি বলিতে পাবেন কাবণ আপনি

বৃদ্ধা, আমি শিশু ইহা সত্য, কিন্তু শিশু হইতেই বৃদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, আপনি কাল সহকারে আমাব বদনে গ্রাসিত হইবেন। অদ্য হইতে আপনাব সমস্ত ঐশ্বর্য আমার করাল কবলে কবলিত হইবেক ।

ভগবতী । তুমি যাহা বলিলে উহা ক্ষনিকের জন্ম সত্য হয়, জীব কবাল কাল কবলে কবলিত হইলে ধ্বংশ হয় না, তবে ক্ষনিকের জন্ম অপ্রত্যক্ষ রূপে রূপান্তরিত হয়। তুমি আব জমা ও খরচ ঠিক করিয়া নিত্য কব। তুমি যত গ্রাস কবিতোছ, তত ভূত উৎপাদন হইতেছে। ভূত অন্ন হয়, অন্ন ব্যবহাবে জীব সজীব হয়, সজীব হইলেই আমি পুনর্বার প্রসব কবি। তুমি যত ক্ষয় কবিলে, আমি অন্ন ভক্ষণ কবিয়া প্রসবিনী হইয়া তত প্রসব করিব। দাদা মৃত্যু, তুমি শিশু কিছুই জান না, বাল্যাবধি যে সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছ, তাহাই সত্য বলিয়া বিদিত আছ, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। দশপিণ্ড দশ দিন দিয়া দশেন্দ্রিয়ের জন্ম হয়। এক বৎসর ভূত প্রেত অবস্থাতে থাকে, অর্থাৎ পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় না, এক বৎসর অন্তে বিকশিত হয়। যদি ইহাকে ধ্বংশ বল, তুমি শিশু, বল তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

মৃত্যু । আপনি যাহাই বলুন, আমাব মুখ নিঃসৃত বাক্য আমি বিধিমতে প্রতিপালন কবিব।

ভগবতী । কব। কোন কালে নিঃশেষ কবিতো পাবিবেক না, তবে কিঞ্চিৎক্ষণেব দকন রূপান্তর কবিয়া বিশেষ কবিতো পার। বিশেষ কবিলেই বিশেষ বিশিষ্ট হইল, বিশেষ বিশিষ্ট হই-

• লেই আকার হইল, আকার হইলেই ভূত হইল, ভূত হইলেই অন্ন হইল, অন্ন হইলেই আহার চলিল, আহার চলিলেই বতীক্রিয়া চলিল, বতীক্রিয়া চলিলেই গৰ্ভ হইল, গৰ্ভ হইলেই গৰ্ভিনী পুনঃ রায় প্রসব করিল । যদি তুমি গ্রাস না কবিতো আর আমি না প্রসব করিতাম, তাহা হইলে হিসাব কাজিল হইয়া পড়িত । তোমাকে হিসাব বাখিবার তদ্বাবধাবক নিযুক্ত কৰা হইয়াছে । সংজ্ঞাত অপ্রকাশিত বীজে আব অসংজ্ঞাত প্রকাশিত বীজে জগৎ ব্যাপিয়া বহিয়াছে, এবং একটি এসরেণুব স্থান বেশী নাই । জন্ম ও ধ্বংস ঠিক বাখিবার দকন জন্ম ও মৃত্যু হইয়াছে, জন্ম ও মৃত্যু নিত্য পদার্থ হয় । জগৎ চিরকাল ছিল, আছে ও চিরকাল থাকিবেক । কপালন্তর হওয়া যাহাকে তুমি শেষ বল, সেও আমার মহিমা ইহাও নিশ্চয় জানিবে, কারণ আমি অবিদ্যা বলিয়া কথিত হই । আমি জগদ্ধাত্রী, জগৎ প্রসবিনী, আমি সংসার স্থিতিকাবিনী, এবং আমি জগৎ বিনাশিনী ।

আমি ভোমায় এই বিনাশের অর্থাৎ কপালন্তরের কার্যে নিয়োজিত করিয়াছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে অহংকার দিয়াছি যাহাতে তুমি বিশেষ হইয়া বিশেষ মনোযোগেব সহিত অর্পিত কার্য নিষ্পন্ন কর । মায়া হয় কায়া, ইহাব কারণ জগৎ বলিয়া কথিত হয় । কায়া হইলেই আকার হয়, আকার হইলেই গমনশীল হয়, যাহা গমন শীল তাহাই জগৎ বলিয়া কথিত হয় । জন্ম ও মৃত্যু গমনশীল বিষয় হয়, যাহা গমনশীল তাহাই কপালন্তর হয়, এবং যাহা কপালন্তর তাহাই গমন শীল হয় । যাহা গমনশীল তাহাই সৎ হয়, যাহা সৎ তাহাই অসৎ হয়, অর্থাৎ নিত্য হয় । যাহা আবহমান-ক্রমাগত-চির-

কাল চলিয়া আসিতেছে, তাহাই নিত্য হয়। জগৎ চিরকাল আছে, তৎকাবণ জগতের বিষয় চিবকাল আছে, তবে কোন সময় অবস্থা গুণে ব্যক্ত ও অব্যক্ত হয়। বিহাবী মিত্র চিরকাল নাই, কিন্তু বিহাবী মিত্রের বীজ চিরকাল আছে, কোন সময় প্রকাশ্য ভাবে, কোন সময় অপ্রকাশ্য ভাবে আছে। যখন প্রকাশ্যভাবে রহিল, তখন বিহাবী মিত্র সর্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ্যভাবে প্রকাশ পাইল, আর যখন অপ্রকাশ্য ভাবে রহিল তখন সর্ব সাধারণের নিকট হইতে অপ্রকাশ্য হইল। বীজের সংজ্ঞা ও অসংজ্ঞা অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নয়। চন্দ্র ও সূর্য চর্নিবশ ঘণ্টা জাগতিক জনকে শিক্ষা দিতেছে। দাদা মৃত্যু, জাগতিকজনকে তুমি কি প্রকার ধ্বংশ কর তাহা এখন জানিতে পারিলে।

মৃত্যু। ভগবতি। আপনা হইতে অদ্য চৈতন্য লাভ কবিলাম, আমি জাগতিকজনকে আর কষ্ট স্বীকার কবিয়া গ্রাস কবিব না, যখন আমার মুখের গ্রাস বৃথা হয়। আমার দর্প ছিল যে, আমি জাগতিকজনকে গ্রাস কবিয়া উদবসাৎ কবিতেছি, কিন্তু আমি যে পুনঃবায নূতন ভূত উৎপাদন কবিতেছি, তাহা আমি বিদিত ছিলাম না। এখন আপনার নিকট হইতে জানিলাম ধ্বংশ কবা আর না করা উভয়ই সমান হয়, কাবণ এক দ্বার হইতে প্রবেশ করিতেছে, আবার অপর দ্বার হইতে পুনঃবায বাহিব হইতেছে, আমার কষ্ট ব্যতীত আর কিছুই লভ্য নাই, তবে কেন বৃথা চেষ্টা কবি। আমার দর্প ছিল যে আমি সর্বজ্যোষ্ঠ হই, কাবণ আমার কবাল কবলে জাগতিকজন কবলিত হয়, কিন্তু ইহা মহা-

• ভ্রম ছিল, এখন বিশেষ রূপে জানিতে পাবিলাম। অদ্য হইতে আব
দৰ্প কবিব না, আব জাগতিকজনকে গ্রাস কবিব না, জাগতিক
জন আর আমি এক ইহা জানিব।

অমনি ভগবতী উলাঙ্গিনী হইয়া তমসাচ্ছন্ন কবিয়া ফেলিলেন।
আহো কি আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি হয়, কোথায় আলোক প্রস্ফুটিত
হইয়া চারিদিক আলোকময় হইবে, না হঠাৎ গাঢ়তম অন্ধকার
আসিয়া আলোক লোপ কবিল। নিশ্চল মলায়ুক্ত হইল, ভগবতী
মোহিনী বেশ ধারণ কবিয়া মৃত্যুকে পুনৰায় আবার মুগ্ধ কবিলেন।
অহং ছুটিল, গুণ আবির্ভাব হইল, দৰ্প বাড়িল, পুরুষকায় চলিল,
মৃত্যু পুনঃবার দৰ্পসহিত স্বকাৰ্য্য সাধন কবিতে লাগিল। অদ্যা-
বধি চলিতেছে এবং চিবকাল চলিবেক। শিষ্য, তুমি কোথায়
অশান্তি বয়স্ক বৃদ্ধকে বাসোপযোগী দ্রব্য আহরণ কবিতে দেখিয়াছ,
আমি দেখিতে ইচ্ছা কবি, তুমি দেখাইতে পাব।

শিষ্য। আপনি আমাব সঙ্গে আসুন, বোধ হয় দেখিতে
পাইবেন। গুরু ও শিষ্য উভয়ে আশ্রম হইতে বাহিৰ হইলেন,
কথঞ্চিৎ দূৰে যাইয়া গুরু শিষ্যকে বলিলেন, আমি পথ বন্ধিতে
অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়াছি, তুমি শীঘ্র জল আনয়ন কব।

শিষ্য ইহা শ্রবণগোচর কবিরামাত্র তথা হইতে দ্রুতপদে জল
অন্বেষণে অন্তত্ৰ চলিল। বিড় দূর যাইতে না যাইতে এক অভূত
পূৰ্ব দৃশ্য দেখিল।

১ চাবিভিত্তে তকবাজি স্থবোপিত, নানা বর্ণে বঙ্কিত, মৃদু মৃদু
২ পবন ভবে নব পল্লব হেলিত, দুৰ্লভ, তৎকাবণ পবম্পাবে আলাপিত

বসন্ততঃ স্ত্রশোভিত । গুনগুনকারী অর্ধ মস্তকাববনীইব বৃক্ষা-
পবি স্থাপিত, এবং নিজ ফুব ফুব শুশে অবিবত ফুরিত, ফলতঃ
গুনগুনকারী গুন গুন রবে অনববত শুজিত । নবপল্লব চূত
ইব মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত, নেহি, নেহি, নেহি, অদ্য চতুর্থ দিবস
মৃদু মৃদু পবন ভরে ইহাই বারম্বার জলিত । যাতি, যুতি, যুনি,
সেফালিকা ধপ্ ধপে অধঃ বস্ত্রইব চারিভিতে বেষ্টিত । বৌ কথা
কণ্ঠ, চোচ্ গেল, খোকা ইউক, কাট ঠোক্রা, শ্যামা, ফিঙে মধ্যে
মধ্যে পবপর রবে তন্মধ্যে রবিত, ফলতঃ বন্ধাবিত । স্তবকে
স্তবকে স্তবকিনী হয় ঝুলিত । কাশ, ঘাস, নির্ঘাস হইল লঙ্কিত,
গোলকে ডাল পালা তথায হয় বেষ্টিত । পবগাছা আহা বাছা
শূন্যে বামধেনুক বস্ত্রে থ পুষ্পইব হয় বিকশিত, এবং পবন ভরে
মৃনাল উপব মৃনালিনী ইব দুল্ দুলে হয় দুলিত । পুরতঃ আগ-
স্তক হইল মোহিত, তৎকারণ ক্ষণইব হইল আকর্ষিত, ফলতঃ
মায়া কাননে মনোহাবিনী দৃশ্যের দ্বারা হইল প্রবেশিত ।

উল্লাস শেতাঙ্গিনীরা আগন্তুককে কাননে প্রবেশ কবিতে
দেখিয়া নিজ মর্যাদা বন্ধা হেতু দ্রুতপদে ধাবা ধাবি করিয়া আপন
আপন সুবিধাযোগে বৃক্ষাস্তবালে নিজ মর্যাদা বন্ধা কবিল, এবং
উহারা তথা হইতে আগন্তুকেব উপর গুপ্ত দৃষ্টি হানিয়া দেশ মোল্লার
স্নানে আগন্তুকের সহিত আলাপ কবিল ।

হে পান্থ !

তোমার কুল শীল চ আমরা হই অজ্ঞাত,

এই কানন তোমার কারণ হয় বচিত,
 তোমাব অভ্যর্থনার্থে বহিয়াছি উপস্থিত ।
 তব আগমন আমাব হয় অভিলষিত,
 যখন তব আশাতে বহিয়াছি আশ্বাসিত ।
 অদূবে জলাশয় হইতেছে স্পর্ষ লক্ষিত,
 শীত্ৰ জল আনয়ন কৃপা হও আনন্দিত । •
 তোমাব কুল শীল চ আমবা হই অজ্ঞাত,
 হে পান্থ ।

আগন্তুক । অহো ! কি অশ্রুত পূর্ব স্বব হইল উথিত ।
 আগন্তুক স্তম্ভিত হইল । আগন্তুকেব অগ্রেবিত দৃষ্টি চারিভিতে
 তৎক্ষণাৎ নিক্ষেপিত হইল, কিন্তু কোথাও কিছু দৃষ্টিগোচর হইল
 না, তখন আগন্তুক ভাবিল :—

কি আশ্চর্য্য ।

রস রাগে বঞ্জিত, বামা স্ববে মিলিত,
 শব্দ বনে উথিত, দৃষ্টিতে ন লক্ষিত ।

কি আশ্চর্য্য !

অমনি শব্দ হইল পুনঃ উথিত ।

কন্মু কন্মু গবিত,
 বম বম বমিত,
 বন বন বনিত,
 কন কন কনিত,

তাল তালে তাদিত,
লয় লয়ে লগিত,
মোহ মোহে মোহিত,
শব্দ শব্দে শব্দিত ।

আগন্তুক প্রায় হতভ্রম হইয়া পড়িল, আগন্তুকেব এখনও এইটি স্ববণ আছে যে, গুরু আমাকে জল অন্বেষণ করিতে পাঠাইয়াছেন, বাবণ গুরু অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়াছেন, আর বৃথা সময় নষ্ট করা আমার মত মহাজ্ঞানীর উচিত হয় না, এই স্থির করিয়া আগন্তুক জল আহবণ করিতে জলাশয়াভিমুখে গমন করিল।

চতুষ্কোণ গাত জলাধারেব চাবিদিগে সাতটি নিজ মর্যাদা বক্ষা হেতু আবুদ্ধিত শ্বেত প্রস্তুত মূর্ত্তি সজ্জিত হয়। জলাধারেব প্রাচীর-বোপবি তিনটি স্তম্ভবী ফিন যিনে আদ্র সূত্র বস্ত্রে আবৃত হইয়া মলাববাগ আলাপে নিযোজিত এবং উহাদিগেব শবীরেব আবভাব অর্দ্ধ বস্ত্রোপবি উন্মীলিত, অর্দ্ধ অস্ত্রাবে নির্মালিত হয়। নানা বর্ণেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্ত নির্মূল জল মধ্যে ক্রীড়ায়ুক্ত এবং তন্মধ্য হইতে ফোয়াবা, সবেগে তিনটি স্তম্ভবীর উপর জল উদগীরণ কবাত্তে স্তম্ভবীদিগেব আবভাবেব কিছুই ব্যতিক্রম না হইয়া ববং বর্দ্ধিত হইতেছে।

আগন্তুক জলাধার দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়া বলিল। কি অদ্ভুত আবভাব, বাগ, আলাপ, ফোয়াবা হইতে জল উদগীরণ। জগতেব কোপায় কি এই বকম আছে, তাহা কেহই

পূর্ণ বিদিত নব। আমার অন্তর আনন্দোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসিত হইয়াছে,
কি সুন্দর মূর্তি।

সুন্দরী বলিল, অহে যুবক।

জল অন্বেষণে প্রেমিত, কি কাবণ ন নীব নীত ?

অকস্মাৎ প্রকাশিত দৃশ্য হইল অপ্রকাশিত, এবং তত্র
অলঙ্কিত শব্দ হইল পুনঃ উত্থিত।

আগন্তুক শীঘ্র অগ্রসব হও, আগন্তুক শীঘ্র অগ্রসব হও,
আগন্তুক শীঘ্র অগ্রসব হও।

আগন্তুক কিংকর্তব্য বিন্যাস প্রায় হইয়া সেই স্থান হইতে অব-
সাবিত হইয়া যৎকিঞ্চিদূরে যাউতে না যাউতে এক বনমধ্যস্থ-
মাঠ দর্শন করিল।

আহা কি পবিত্র দৃশ্য। নব দুর্বাদল শ্যাম আন্তর্যম্বইব
বিস্তারিত, ন বিবর্ণ লঙ্ঘিত, একবর্ণ সমস্ত বিবাজিত। বনমধ্যস্থ
মাঠকর্তনযন্ত্র সমস্ত দুর্বাদলে পূর্ণ বিকশিত। উচ্চাশ্রুত ভূমি যুহু
যুহু পবন ভবে হিল্লোলিত হিল্লোলইব লঙ্ঘিত এবং তন্মিল্লেনিম্নগা
তত্র নিস্তব্ধ কাপে হয় বাহিত। বাল ববি পশ্চিম গগনে পুনঃ হইল
প্রকাশিত, দেব আলোক হইল উত্থিত। যুব যুব জলবনা কাচেব
ফোয়াবতে ফুবিত, নানা বর্ণেব অতি ক্ষুদ্র হংস অর্ধক্ষুট স্ববে
তন্মিল্লেনি ববিত, জলজ সংকীর্ণ জলমধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তবোপবি শোভিত,
নিস্তেজ রক্তবর্ণ ববিকিষণ জলে কাচে তত্র নানা বর্ণে হয় প্রতি-
বিম্বিত। কামিনী কামিনীকুঞ্জে বহিয়াছে প্রক্ষুটিত; কামবেদ্যা-
পরি অতি সুন্দর লোমবাজি অস্পষ্ট কাপে হয় প্রকাশিত, ত্রিবর্নি

অঙ্কে স্পষ্ট হয় অঙ্কিত। মূনালসূত্রনমধোপ্রবেশিতমলয়গিবিস্তৃত, নিজ গুণে ঐষৎ ছলিত, ক্রদ্বয় মদনবানইব অঙ্কিত, কেশপুঞ্জগুঞ্জ ফুব ফুবে ঘুরিত। কৃষ্ণাঙ্ক চন্দ্রাঙ্কইব অঙ্কে অঙ্কিত, অপিচ বহল গুণ বাশি হেতু লজ্জিত অঙ্ক আনন্দ সাগবে হয় নিমজ্জিত। ববাভি লবিতা কপিশাঙ্কনী কপিশী হস্তে পুষ্পালঙ্কাবে তইয়াছে অলঙ্কৃত, বাদ্যযন্ত্র নির্দিষ্টে স্থানে হয় লগিত, সংক্ষেপ বিক্ষেপ, আকুঞ্চণ প্রসাৰণ, আকনণ বিকর্ণণ, বঙ্গিমাভঙ্গিমা ক্ষণকইব একত্রিতে অতি ক্রতে হইতেছে সম্পাদিত, ফলতঃ আমোদিনীরা পূর্ণ আমোদে তত্র হয় আমোদিত।

হঠাৎ বনমধ্যস্থমাঠ বিদ্যাৎ আলোকে হইল আলোকিত, এবং ক্ষণইব পূর্ববক্ষণ তইল লুপ্তাশিত। মূর্ত্তিমতী বেহাগ বাগিনী হইল উপস্থিত, আগন্তুকেব মূর্ত্তি চিত্রপটইব হইল লঙ্কিত, বাক্য ন সুবিত, স্পন্দন শক্তি ন স্পষ্টে লঙ্কিত, গাত্র লোম হইল লোমাঙ্কিত, ফলতঃ আগন্তুকেব বক্ষঃ অত্র জলে তইল ভাসিত।

সোহাগিনীবা সোহাগ বাগিনীতে আগন্তুককে কবিল বেষ্টিত। কুটিলা দৃষ্টি কুটিলাইব তদ্বিকে হইল ছবিত, পুষ্পবান তালে লয়ে ঝাকে ঝাকে হইল তদুপবি পতিত। পান ককন, পান ককন, পঞ্চ স্ববে হইল উচ্চাবিত। তিন পিযালা সঞ্জীবনী পানে আগন্তুকেব বস্ত্র হইল সঞ্চাবিত, আগন্তুক নিজগুণে মেলতাব মুখে উহাদিগেব সঙ্গে স্ববে, তালে ও লয়ে হইল যোজিত, পর পব অপাব আনন্দ হইল উত্থলিত।

এই বার চাবি পার্শে বসন্ত হইল প্রবাহিত। কুহু কুহু কুহুকিনী

প্রলয় কপিনী সংসার স্থিতিকাবিনী পূর্ণভাবে হইল প্রকাশিত । আগন্তুক উহাদিগেব আবতাবেব তাপে হইল গলিত ফলতঃ কব কবলে হইল কবলিত । আহামবি মহাজ্ঞানী বাছা তামসে হইল আবৃত । ব্যঙ্গোব্যঙ্গি, হুড়াহুড়ি, টানাটানি, ধবাধবি, মুকাচুবি পূর্ণ মাত্রাতে তত্র হইল বাহিত ।

তন্মধ্যে একটি কামিনী, কামভাবে ব্যাকুলিত ও অবিদ্যাগুণে কপাস্তবিত যুবকেব দ্বারা আক্রান্ত হইল ।

অন্য সুন্দরী কহিল । ওকি, ওকি, ওকি, ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ । তুমি একজন অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তি হইয়া, ভদ্র কামিনীৰ উপর বিনা সম্মতিতে অভদ্র আচরণ কবিতে প্রস্তুত হইয়াছ । আমাদের দেশে বিনা সম্মতিতে আপনাব স্ত্রীৰ চিবুকে চুম্বন কবিলে জরি-বানা দিতে হয়, যদি কানন বন্ধকিনী তোমাব অভদ্রাচরণ দেখিতে পান, তাহা হইলে তোমাব জীবন সংশয় হয় । যদি বাসনা কব, তাহা হইলে উহার সহিত বাস কব, বাস না কবিলে বাসনা পূর্ণ হয় না । তুমি স্বীকাব কব যে, আমাদের আমোদিনীকে বিশিষ্ট কপে বহন করিবে, আব উহাব কোন কার্যেব উপব তুমি কোন প্রকার কণ্ঠহ কবিবেনা, আব তোমাব সম্মান সম্মতিকে প্রতি-পালন কবিবে, কাবণ আমাদের দেশে মানিকতলাব শাডেব ব্যবস্থা নাই ।

আগন্তুক । আপনি যাহা বলিলেন, আমি তাহাতেই স্নীকৃত আছি । এতদিন আমি অন্ধ ছিলাম, অদ্য আপনি অনুমতি প্রদান করিলেই পূর্ণ হই । আপনি অনুমতি প্রদান ককন, আপনি অনুগ্রহ

কবিয়া আব বাক্য ব্যয় করিবেন না, শীঘ্র ককন, কাম কম্পনে, 'দেহ বিদেহ হইবার সম্ভাবনা ।

কামিনীগণ ।

আজি কি উপজিল আনন্দের বজনী,
মায়া গুণে আহা কাম হইল কামিনী ।
একে একে পাকে পাকে বেডিল সজনী,
আজি কি উপজিল আনন্দের রজনী ॥
আহা বাছা অজ্ঞানী কোথা বাস না জানি,
কুল শীত জাত কিছুই শুনি না শুনি,
মায়াবিনী আদ্যাশক্তি হি মুগ্ধ কারিনী,
সংসার সাবাসাবেব দর্প বিনাশিনী,
কোথা ছিলে কোথা এলে কোথা যাবে মবি,
মায়া ঘূর্নপাকে খালি হয় ঘূবা ঘূবি,
এস বাছা বাঁধি হাতে বাসনার দড়ি
কিনে নিলুম দিয়ে তোমায প্রেম কড়ি ॥
আদি মধ্য অন্তে বহে হি এই পদ্ধতি,
মিছা মিছি তর্ক তর্কি আধ্যাতিক নীতি ।
একে একে পাকে পাকে বেডিল সজনী,
আজি কি উপজিল আনন্দের রজনী ॥

রজনী গন্ধা বজনীব গাঢ়তর শোভা বর্ধন কবিল. শ্বেতান্বিনী
'কামিনী কামিনীদিগেব কাম পূর্ণ করিল । তণ্ডলস্তা আনন্দ

• বিহ্বলে সমে সমতা দিল, নব বব বধু পূর্ণ মিলনে মিলিত হইল।
 নীরদ মণ্ডলে ধীবে ধীবে নীর ক্ষরিতে লাগিল, কম্পনে কম্পন
 বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে এলাইয়া পড়িল। নিস্তক্ক, নিস্তক্ক, নিস্তক্ক,
 সন্ধ্যা, সন্ধ্যা, সন্ধ্যা। পুনঃ প্রভাতকাল পূর্ণ প্রকাশ পাইল।

জগতের সমস্ততেই শ্রুতন কলেবর দৃষ্টিগোচর হইল। অন্ধকার
 লুকাইত বহিল, আলোক প্রকাশ পাইল। আলোকবাসীবা অল্পেব
 কাবণ গমনশীল হইল। বাসনা পূর্ণ মাত্রাতে ইতস্ততঃ বিচরণ
 কবিতা লাগিল, যথায বাসনা পূর্ণ হইল, তথায আমোদ আমোদে
 আনন্দিত হইল, যথায বাসনা পূর্ণ হইল না, তথায মোদিত আমোদ
 পূর্ণ মুদিত হইল। যথায বাসনা অর্দ্ধাধ লাভ কবিল তথা অর্দ্ধ
 প্রস্ফুটিত হইল। সন্তোষ সর্বত্র অলঙ্কিত বহিল। যতক্ষণ
 আশা বহে, ততক্ষণ শ্বাস বহে। যে মৃত্তক্কে দেহেতে আশাশ্বাস
 নিরোধ হয়, সে মৃত্তক্কে সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষ লঙ্কিত হয়।

সন্তোষ ও অসন্তোষ সংস্কাবের ফলাফল হয়। সংস্কাব বিহীন
 হইলে নিত্য হয়। জগতে নিত্য ব্যতীত কিছুই নাই, যাহা নিত্য
 তাহাই অনিত্য বলিয়া কথিত হয়। সংস্কাব ভেদাভেদ উৎপাদন
 কবে, বীজে সংস্কাব নিহিত বহে, সংস্কাবে আকার স্তম্ভ হয়,
 আকারে চিন্তা হয়, চিন্তাতে চেতনা হয়, চেতনাতে বুদ্ধি প্রকাশ
 পায়, বুদ্ধিতে নিত্য ও অনিত্য মীমাংসিত হয়। নিত্য বলিলে
 নিত্য হয়, অনিত্য বলিলে অনিত্য হয়। কর্তা ও কৰ্ম্ম ব্যবহারের
 ফল হয়।

২. প্রহাব, পবাহাব, অপহাব, উপহাব, আহার, বিহাব ইত্যাদি

এক ছাধাতুর উপসর্গ ব্যবহারেব ফল হয় । এক প্রকৃতিভেদের ফলে^{*} বহু হয় এবং বহু হইলে এক অর্থ থাকে না । উপসর্গ যোগের দ্বারা বল করে ষাধাতুর অর্থকে অম্মত্র লইয়া যায় । এক ব্যাধি উপসর্গ যোগে অম্ম ব্যাধি প্রাপ্ত হয় এবং সংযোগে বিষয় অম্ম গুণ প্রাপ্ত হয় । যাহা আদত তাহা লুকাইয়া যায়, যাহা উপসর্গ তাহাই প্রকাশ পায়, এবং যাহা প্রকাশ পায়, তাহাই সৎ হয়, যাহা অপ্রকাশ থাকে, তাহাই অসৎ হয় । সর্ব বিষয়ের বিচারক হিতাহিত হয় । ব্যাকরণ উপসর্গেব বিচারক হয়, আয়ুর্বেদ ব্যাধিবিচারক হয়, বিজ্ঞান গুণেব বিচারক হয় ।

লোকোপচাৰ গ্রহণ সিদ্ধি । লোকোপচাৰ যাহাকে সত্য কহে, তাহাই সত্য হয়, লোকোপচাৰ যাহাকে মিথ্যা কহে, তাহাই মিথ্যা হয়, সত্য ও মিথ্যা লোকোপচাৰেব উপর নির্ভব কবে । লোকোপচাৰেব বীজে সংস্কাৰ নিহিত হয় । মায়া সংস্কাৰকে বন্ধন কবে । মায়া অর্থাৎ কায়া অর্থাৎ আকাৰ । আকাৰে চিত্ত, চিত্ত, চিন্তা, বুদ্ধি, যুক্তি ও সংস্কাৰ প্রকাশ পায় । জগতে আকাৰ বাতীত কিছুই নাই, ইহাব কারণ কপাস্তুর জগতের গতি হয় । জগতে কোন বিষয়ের ধ্বংশ নাই, ইহাব কাৰণ সমস্তই নিত্য হয় । প্রকৃতি ভেদে সমস্তই ভেদাভেদ লক্ষিত হয়, ইহাব কাৰণ আদি, মধ্য ও অন্ত ব্যবহারে এক হওয়া সর্বতোভাবে বিধেয় ।

আমোদিনীব ও আগন্তুকেব নব পুষ্প বিকশিত হইল, চাৰি ধারে সৌবভ ছুটিল, চারিপাশ্বেব লোক আমোদে আমোদিত হইলঃ ।
‘উভয়ে মধুচন্দ্র ভোগ কবিতো লাগিল, কিছুদিনের পব আমোদিনীব:

গর্ভ সঞ্চার লক্ষিত হইল। আমোদিনী গৃহস্তেব নিত্য কৰ্ম্মতে অত্যন্ত বিবস্ত্র বিবেচনা কবিল, স্মৃতবাং আগন্তুকেব স্বন্ধে আবও সংসার ভাব চাপিল। আগন্তুককে প্রত্যহ প্রভাতে অশ্বেব অশ্বেষণে খাবিত হইতে হইল, কুটীবে প্রতাগমনে শুদ্ধান্ন প্রস্তুত কবিতে হইল, এবং তৎপবে আগন্তুক আমোদিনীৰ স্মৃথ সচ্ছন্দতার তহাবধান করিতে প্রস্তুত বহিল। অপবাহে আমোদিনীৰ বিনোদনার্থে তত্র খাসগল্প চলিল। সাংকালে কানাইয়ে ঠেলা ঠেলিয়া তাহাব দেহ ক্রান্ত হইল এবং তৎপবে গাটতম বজনী উভযেব গাট নিদ্রা আনিল।

সময়ে আমোদিনী সন্ততি প্রসব কবিল, আগন্তুকব আব আনন্দ বাড়িল, বহু চিন্তা চলিল, দেহ অস্থিৰ হইয়া পড়িল, কিন্তু মায়া গুণে আগন্তুকব কিছুতেই ক্রম্পেপ নাই। আব কতকগুলি সম্ভান সন্ততি যোগ দিল ফলতঃ আগন্তুকব অনেক ব্যয় বৃদ্ধি পাইল। আগন্তুক মায়াগুণে মুখ দিয়া বস্ত্র তুলিয়া সমস্ত ব্যয় বহন কবিতে লাগিল, এবং তদকাবণ ক্রমশঃ তাহাব দেহ ক্ষীণ হইতে লাগিল, ফলতঃ আগন্তুক আর তদ্রূপ ব্যয় কবিতে সক্ষম হইল না। আমোদিনীৰ ক্রোধ উপজিল, কচ বাক্য ছুটিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হস্ত পদ নাচিল। অবশেষে আমোদিনী ক্রোধ ভবে কুটীব হইতে বাহিব হইল, আগন্তুক নিস্তব্ধ হইয়া কুটীবে বসিল, সম্ভান সন্ততি স্ফুদাগ্নিতে জ্বলিয়া চীৎকার কবিতে লাগিল, আগন্তুক আব নিস্তব্ধ ভইয়া বসিতে পাবিল না। কাহাকে কঙ্কালে ও স্বন্ধে তুলিল, কাহাকে হস্তে ধরিল, কতকগুলিকে নিজেব পদানুসবণ কবিতে বলিল।

আগন্তুক ফোউজ্ সঙ্গে লইয়া হাটি হাটি পা পা ফেলিয়া

আমোদিনী অন্তরে চলিল, কিঞ্চিদূর যাইয়া ব্রাস্ত হইয়া পুড়িল,
আব পা উঠিল না, স্রুতবাং এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইল। ফোঁটেজের
ক্রন্দন বোলের বনবাদ্য বাজিল, আগন্তুক আব অস্থির হইল।
কি কবে কিছুই ঠিক কবিতো না পাবিয়া চিন্তাগাবে প্রবেশ কবিল।
তথায় দেখিল, নিজের অশ্রু জলে নিজের বক্ষঃ ভাসিতেছে,
তাহাকে কুবুবে টানাটানি করিতেছে, শবুনি কিড়ি কিড়ি ববে
পাখনা শাপোট কবিতোছে, শৃগাল উর্দ্ধমুখে হুকাহুয়া নাদে নাদি-
তেছে, ইহা দেখিয়া আগন্তুক ভয় পাইল, এবং ভয়ে ভয়'স্থিত
হইয়া যেমন দ্রুত পদে তথা হইতে অগ্ন্য স্থানে যাইবে মনন কবিল,
অমনি চমক হইল। পুনঃবায বাহ্য জগতে অদৃষ্ট দৃশ্য দেখিল,
সকাল নিসৃত হইয়া গাঢ়তম নিদ্রাতে আবির্ভূত হইয়া পড়িয়া বহি-
যাছে। আগন্তুক শোকে অধীব হইয়া দুর্শ্চিন্তাতে মগ্ন হইল, ইত্যব-
সাবে গুরু অর্থাৎ অবতার আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন :—

অহে পান্ড, তোমার ঐদৃশাবস্থা লক্ষিত হইতেছে কেন, বোধ
হয় তুমি অগ্ন্যভাবে পীড়িত হও। আচ্ছা, শিশু গুলি কি দুর্দশা
গ্রস্থ হইয়াছে, কক্ষাল বাতীত প্রায় আব কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না।
বিশে, কিছু উদ্ভব দিতেছ না, তুমি বুদ্ধি অর্দ্ধ নিদ্রাতে নিদ্রিত
আছ। অবতার উচ্চৈঃস্ববে পান্ড বলিয়া ডাকিল।

আগন্তুক চমকিয়া উঠিল, মনে কবিল বুদ্ধি আমোদিনী আসি-
যাছে, যখন দেখিল অগ্ন্যজ্ঞান সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার হরিষে
বিষাদ উপস্থিত হইল। আগন্তুক বিষাদে বিষাদিত হইয়া কোন
উদ্ভব কবিল না, বরং বিসম্বৃত্তি ভাব প্রকাশ করিল।

অবতারণ । বিহে বাপু, এত অন্য মনস্ক কেন, ভদ্রজন কোন কথা কহিলে কি কথা কহিতে নাই । জগতে সর্বজন অগ্নাভাবে ভাবিত হয় । অগ্ন সম্পর্ক আছে বলিয়া জগতে পবম্পবেব সম্পর্ক আছে, যদি অগ্নাভাব হইত, তাহা হইলে সমস্ত অভাব হইত । আমোদ, প্রমোদ, জয, পবাজয, সুখ, দুঃখ সমস্তই অগ্নেব উপব নির্ভব কবে ।

আগন্তুক । আপনি আমোদিনীব কথা বলিতেছেন ।

অবতারণ । আমোদিনী আমোদ বিহনে প্রমোদে মন্ত হইয়া তোমাকে ত্যাগ কবিয়া অন্তেব আমোদ কাননে আমোদ কবিতোছে । যথায় আমোদ তথায় আমোদিনী হয় । আপাততঃ তোমাব দেহে আমোদ লক্ষিত হইতোছে না । অগ্নতে দেহ, দেহতে আমোদ, আমোদে স্ত্রী পুরুষ ভাব বন্ধিত হয় । অগ্ন চিন্তা চমৎকাব হয়, অগ্ন অভাব হইলে সমস্ত অভাব হয় । বাপু, এই শিশু গুলি বঙ্গাল বিশিষ্ট হইয়াছে, ইহাদেব অগ্ন দেওয়া হয়নি কেন ?

আগন্তুক শিশুদিগেব উপব দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিয়া আর অশ্রদ্ধা সন্দ্ববণ কবিতো পাবিল না, অর্থাৎ ধীবে বাবে অশ্রদ্ধাবা বাহিত হইতে লাগিল । বাক্যস্বব পূর্ণ মাত্রাতে প্রকাশ পাইল না, কিন্তু মায়াগুণে মুগ্ধ হেতু বথক্ষিৎ লক্ষিত হইল । মাযাব কি অন্তত ক্ষমতা । প্রত্যহ মানব মাযাব জ্ঞানত লীলা দেখিতেছে, কিন্তু অদ্যাবধি কোন জন কি মাযাতীত হইতে পাবিয়াছে, যদি মাযাতীত হইতে পারিত, তাহা হইলে এই ঘূর্ণিত জগৎ চিবকাল ঘূবনীযমান থাকিত না ।

আগন্তুক । শবীবের দুর্বলতা হেতু অন্ন সংগ্রহ করিতে অক্ষম হই ।

অবতাব । এই অন্ন লও ।

আগন্তুক মহানন্দে হস্ত প্রসারণ করিয়া অন্ন লইয়া সেবন করিল, এবং অন্ন সেবনে দেহে স্ফূর্ত্তি প্রকাশ পাইল । দেহ স্ফূর্ত্তিতে জগৎত্ব স্ফূর্ত্তি আইল কিন্তু আগন্তুক অবতাবকে চিনিতে পাবিল না । জগতে তিনটি স্ফূর্ত্তি আছে, চিস্তা স্ফূর্ত্তি, আশা স্ফূর্ত্তি, স্মরণ স্ফূর্ত্তি । দেহ ক্রমশঃ ক্ষয় হইলে, স্ফূর্ত্তি ক্রমশঃ ক্ষয় হয় । অবতাব আগন্তুককে সমস্ত পূর্ব বিবরণ স্মরণ কবাইয়া দিল । আগন্তুক অবতারের দুইটি চরণ ধরিয়া বোদন করিতে লাগিল ।

অবতাব । কিহে মহাজ্ঞানী পুরুষ, এই বাব সমস্তকি মনে পড়ি তেছে । পূর্বের তুমি কি ছিলে, মধ্যে কি হইয়াছিলে, এখন কি হইলে এবং পবে কি হইবে তাহাও অনিশ্চিত বহিল । আমাবও জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু আছে, তবে আমি সমস্ত নিত্য দেখি বলিয়া নিত্য আছি । মায়া জগৎকে রূপান্তর করে, যাহা অনিত্য দেখ, তাহা কেবল অবিদ্যার গুণ হয় । সংস্কার দূষিত হইলে চিৎ দূষিত হয়, চিৎ দূষিত হইলে চিন্তা দূষিত হয়, চিন্তা দূষিত হইলে চিস্তা দূষিত হয়, চিস্তা দূষিত হইলে পুরুষকার দূষিত হয় । পুরুষকার দূষিত হইলে ক্রিয়া দূষিত হয়, ক্রিয়া দূষিত হইলে ফল দূষিত হয়, ফল দূষিত হইলে বীজ দূষিত হয়, বীজ দূষিত হইলে সংস্কার দূষিত হয় । আনাব সংস্কার দূষিত হইলে বীজ দূষিত হয়, বীজ

দূষিত হইলে ফল দূষিত হয়, ফল দূষিত হইলে ক্রিয়া দূষিত হয়, ক্রিয়া দূষিত হইলে পুরুষকাব দূষিত হয়, পুরুষকার দূষিত হইলে চিন্তা দূষিত হয়, চিন্তা দূষিত হইলে চিত্ত দূষিত হয়, চিত্ত দূষিত হইলে চিং দূষিত হয়, চিং দূষিত হইলে সংস্কার দূষিত হয়।

নাগব দোল্লাব মতন উঠিতেছে, পড়িতেছে, আবার পড়িতেছে, উঠিতেছে, কিন্তু পাক বরাবর ঠিক আছে। যদি উঠার ও পড়ার সংস্কার লোপ কর, তাহা হইলে পাক ঠিক বহিল। পাক ঠিক বাথিলে গোলাকার ঠিক বহিল, এই গোলাকার নিত্য হয়, কিন্তু উঠা ও পড়া অনিত্য হয়। নাগবদোল্লা থাকিলেই উঠা ও পড়া থাকিবেক, কেহ বন্ধ কবিত্তে পাবিবেক না। জগৎ থাকিলেই কপাস্তব থাকিবেক, কেহ কপাস্তব বন্ধ করিত্তে পাবিবেক না। নাগবদোল্লা বন্ধ কবিলে উঠা, পড়া ও ঘুবা বন্ধ হয়, আকাব বন্ধ কবিত্তে পাবিলে জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু বন্ধ হয়। আদি নাগবদোল্লা ও আদি আকার বন্ধ হয় কি করিয়া যখন একবার হইয়া বহু হইয়াছে। মহাজ্ঞানীরা বিবেচনা করে যে বাসনা বন্ধ করিলে সমস্ত বন্ধ হয়, কিন্তু ইহা মহা ভ্রম হয়, কারণ নিজের বাস যাহা হইতে বাসনা হয়, তাহাই বহিয়াছে, বাস না থাকিলে বাসনা হয় না ইহা সত্য কিন্তু এখন বাস কি কবিয়া লোপ হয়। মৃত্যু লোপ করিত্তে পারে না, মৃত্যু কপাস্তব কবিত্তে পাবে। মহাজ্ঞানীরা বলে, ভজ্জনবীজে অঙ্কুর উৎপাদন হয় না, ইহা সত্য শত শত বার বলি, কিন্তু ভজ্জনবীজটি যাঘ কোথায, পচিয়া যাঘ কিম্বা অশ্বেয় দ্বারা ভক্ষিত হয়। অল্পময় জগৎ হয়, জগতে এমন কোন বিক্ষয়

নাই যাহা না অশ্বের দ্বারা ভক্ষিত হয়, যাহা ভক্ষিত বিষয় তাহাই
অন্ন বলিয়া কথিত হয় ।

অহিংসা পবম ধর্মের অর্থ যাহা করা হয় ইহা ভুল, কারণ
হিংসা ব্যতীত জীবন ধারণ হয় না । জীব আহার না করিলে
জীব হয় না । বলবান জীব ক্ষুদ্র জীবকে আহাব করিবেক, আহার
করিলে আবার জীব উৎপাদন হইবেক । জীবে জীব হয় তন্মধ্যে
চেতন ও অচেতন আছে । যে যাহাকে হিংসা কবে সে তাহাকে
হনন করা বিধেয় কারণ হনন না করিলে সে তোমায হনন করিবে ।
পিপীলিকাকে সর্কব দিলে, আর সর্পকে ছুদ কলা দিলে আর ছাব
পোকাকে বস্ত্র দিলে অহিংসা পবম ধর্ম হয় না । আত্মবক্ষার নাম
ধর্ম, আত্মজনকে বক্ষা করিতে পাবিলে ধর্ম হয়, ইহার কারণ
সমাজ ব্যবহারেব নাম ধর্ম হয়, এবং তদকাবণ দেশেব রাজাকে
ধর্মাবতার কহে । পরম্পরের উপকাবের নাম ধর্ম হয়, আত্ম-
জনেব প্রতি হিংসা আচরণ কবিবে না অর্থাৎ অহিংসা রাখিবে,
অহিংসা রাখিতে হইলেই দয়ার আবশ্যক হয়, দয়া অর্থাৎ পরম্পরের
উপকাব এবং ইহাই প্রকৃত সামাজিক ধর্ম হয় ।

ভর্জ্জনবীজ অঙ্কুব উৎপাদন করিল না ইহা সত্য কিন্তু
ভর্জ্জনবীজটি বহিল, যেমন নাগবদোল্লাব উঠা, পড়া ও ঘুর বন্ধ বহিল
কিন্তু নাগবদোল্লাটি রহিল । ভর্জ্জন বীজ পঞ্চভূতেব দ্বারা ভক্ষিত
হইল কিন্সা অন্ত সজীবের দ্বারা ভক্ষিত হইল, যাহা দ্বারাই হইল পুনঃ
প্রকাশ পাইল, তবে ভর্জ্জনবীজ কপে না ইইয়া অন্ত কপে হইল,
যদি হইল তাহা হইলে আদি বীজ নষ্ট হইল না, যেমন নাগবদোল্লা

• ঠিক রহিল, অতএব জ্ঞানীৰ জ্ঞান ঠিক নয় ইহা প্রমাণ হইল । যদি প্রমাণ হইল তাহা হইলে বাস অর্থাৎ আকাব না যাইলে বাসনা যায় না ইহাও প্রমাণ হইল, যদি ইহা প্রমাণ হইল, তাহা হইলে বাস অর্থাৎ আকাব যায় না খালি কপাস্তব হয় ইহাও প্রমাণ হইল, যদি ইহা হইল, তাহা হইলে নিত্য ইহা প্রমাণ হইল, যদি নিত্য ইহা প্রমাণ হয়, তাহা হইলে যাহা কিছু বিপবীত বলি, তাহা সমস্তই সংস্কার হয়, অতএব সংস্কার এক করা সর্বতোভাবে বিধেয় ।

যতদিন নাগবদোল্লা নাম থাকিবেক, ততদিন উঠা ও পড়া ও ঘুবা থাকিবেক, যতদিন জগৎ নাম থাকিবেক ততদিন মায়া থাকিবেক । যদি কেহ মায়া থেকে উন্নীর্ণ হইতে ইচ্ছুক হয়, তাহা কেবল বিডম্বনা বাতীত আব কিছুই নয় ।

জ্ঞানীৰ জ্ঞান জ্ঞা অবধি হয়, প্রেমিবেব প্রেম পবাপব হয় । জ্ঞানী অবধিতে আছে, ইহাব কারণ উচ্চ ও অনুচ্চ পদ আছে, প্রেমিক অবধিতে নাই, ইহাব কারণ সমস্তই নিত্য হয় । যাহা কব, তাহাই কব, কিন্তু কবিয়া ভেদ বল, ইহাব কারণ নিয়ম প্রতিপালন কব, যাহাতে সংস্কাব দূষিত না হয় । সংস্কাব ভেদাভেদ শিক্ষা দেয়, এবং এই সংস্কার এক কবিবাব দকন সমাজ হইয়াছে । এক খাদ্য, এক পোষাক, এক বং, এক ধর্ম কবা সমাজেব কার্য্য হয় । যে সমাজে সমস্ত বিষয় এক আছে, তথায় একতা আছে, যথায় একতা আছে তথায় এক আছে । এক নিত্য হয়, এক হইতে যাহা বহু তাহা ও নিত্য হয়, কিন্তু দূষিত সংস্কাব ভেদে ভেদ দেখি ।

জগতে অবতাব এক ব্যতীত আব কিছুই শিক্ষা দেয় না, যাহা .
 এক তাহাই সত্য, যাহা বহু তাহাই অসত্য হয়। জাগতিকজন
 অজ্ঞানতা হেতু ভেদ দেখে, কিন্তু বাস্তবিক ভেদ কিছুই নাই।
 অবতার জাগতিকজনের এই অজ্ঞানতাকে নাশ কবিয়া সমস্ত নিত্য
 ঠিক কবে, এবং সমস্ত নিত্য হইলে আর অঠিক কিছুই রহিল না।
 কার্য্য করা আব না করা উভয়ই সমান রহিল, তবে কেন স্বাভাবিক
 নিয়ম প্রতিপালন করিতে বিবত হই, তবে কেন একাদশ তত্ত্ব
 গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হই।

যতদিন দেহ থাকিবে ততদিন কার্য্য ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে
 হইবে। মায়া ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব নাই, ইহাব কারণ জাগতিক-
 জন কেহই মায়াতীত নয়। দেখ, আমি ও মায়াতে বশীভূত হই,
 কাবণ জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু আমাতে লক্ষিত হয়। তোমায় ও আমায়
 প্রভেদ এই যে তুমি সুখ ও দুঃখ ভেদ কব আমি তাহা কবি না,
 কারণ আমি জানি যে সমস্ত বিষয় নিত্য হয়, তবে যাহা করি তাহা
 কেবল স্বাভাবিক নিয়ম প্রতিপালনের জন্ত আব কিছুই নয়।
 মনে করিব যে কবিব না তাহাও কবিত্তে পাবিব না কারণ স্বাভা-
 বিক নিয়মে জগৎ বদ্ধ হয়।

তুমি জ্ঞানী বলিয়া কত অহংকার কবিত্তে কিন্তু অহংকার
 কোথায় গেল, এই অহংকার দূষনীয় হয়, কিন্তু সংসার বহুস্তের
 অহংকার প্রশংসনীয় হয়। তোমার অহংকাবটী উচ্চ ও অনুচ্চ
 অর্থাৎ অনিত্য শিক্ষাদিতেছে, আমাব অহংকারটি আকাব অর্থাৎ
 নিত্য শিক্ষাদিতেছে। যাহা নিত্য তাহাই প্রশংসনীয় হয়, যাহা

‘অনিত্য তাহাই দূষনীয় হয়, অবতাব এই সংস্কারকে এক করিবার দরুন ইহ জগতে অবতীর্ণ হয় । অবতাব অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম এক কবে । সামাজিক নিয়মেব একতাব নাম ধর্ম হয়, যথায় সামাজিক নিয়ম এক আছে, তথায় ধর্ম আছে । সমতাব নাম সমাজ হয় ।

অহে জ্ঞানী পুরুষ, তুমি মায়া কি এখন জানিতে পারিলে, নিয়ম কি জানিতে পারিলে, ধর্ম কি জানিতে পারিলে, তবে এখন মায়াব খাতিবে সংসার প্রতিপালন কব, কিন্তু জান যে সমস্ত বিষয় নিত্য হয় । নিত্য জানিলে দ্বিগুণতব পুরুষকাবেব সহিত জগতে কার্য্য করিতে পারিবে, এবং এক কার্য্য কবিলেই সিদ্ধি লাভ করিবে, কাবণ কার্য্য সিদ্ধি হইলেই আনন্দ লাভ কবিবে । যতক্ষণ সৎ ততক্ষণ আনন্দ, সৎ লোপ হইলেই সঙ্গ্রে সঙ্গ্রে সমস্তবেই লোপ হয় ।

আদি এক ইহা দর্শনেব দ্বাৰা শিক্ষিত হও, মধ্য এক ইহা সমাজেব দ্বাৰা শিক্ষিত হও, অন্ত এক ইহা পুনঃ জীবনের দ্বাৰা শিক্ষিত হও । মধ্য, আদিকে ও অন্তকে এক কবিতোছে, যদি মধ্য লোপ কব, তাহা হইলে আদি ও অন্ত লোপ হয় । বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎক ঠিক কবিতোছে, যদি বর্তমান লোপ হয়, তাহা হইলে ভূত ও ভবিষ্যৎ লোপ হয় । সংস্কার সমস্ত শিক্ষা দেয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে সংস্কার এক করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ।

তুমি জ্ঞানী ছিলে, মায়াগুণে অজ্ঞানী হইলে, ইহাব কাবণ তোমার দ্বি ভাব ভোগ হইল, এখনও তোমাব সংস্কার এক হইবাব অভাব আছে, কারণ তুমি রোদন কবিতোছে, আমার নিকট উপদেশ

একত্র কবিত্তেছ, আমাদিনীৰ অভাব চিন্তা কবিত্তেছ, মুক্তি বাসনা কবিত্তেছ, যখন তোমাব অভাব দূৰীভূত হইবে, তখন তোমাব স্বভাব উপস্থিত হইবে। স্বভাব ছাড়িও না, অভাব ও হইবে না। স্বভাব আসিলেই পূৰ্ণ মাত্ৰাতে পুৰুষকাৰ বিবাজ কবিবে, যথায় পুৰুষকাৰ তথায় স্বভাব, যথায় স্বভাব তথায় পুৰুষকাৰ হয়।

অবতাবেব লীলা আব কিছুই নয় থালি পুৰুষকাৰ, এবং এই পুৰুষকাৰে অবতাবেবা আদি, মধ্য ও অন্তকে এক কবে। অবতাবেবা সূত্র ধৰাইবা দিয়া কপাস্তব হয়, দাৰ্শনিক শিষ্যেবা ধৰ্ম্মেব দৰ্শনেব দ্বাৰা আদি এক কবে, পৌৰাণিক শিষ্যেবা সমাজ দৰ্শনেব দ্বাৰা মধ্য এক কবে, শ্ৰাদ্ধ শিষ্যেবা পুনঃজীবন দৰ্শনেব দ্বাৰা অন্ত এক কবে, এবং আদি, মধ্য ও অন্ত এক ইহা অবতাব প্রমাণ কবিল। দাৰ্শনিক সমাজ ও পুনঃ জীবন ছাড়িল, পৌৰাণিক দৰ্শন ও পুনঃ জীবন ছাড়িল, শ্ৰাদ্ধ দৰ্শন ও সমাজ ছাড়িল। তিন এক, এক তিন, ইহা জ্ঞানাব কৰ্ম্ম নয় এক কবা কিন্তু প্রেমিকেব অৰ্ণাৎ অবতাবেব কৰ্ম্ম হয়, ইহাব কাবণ জ্ঞানী অবতাবেব অৰ্ণাৎ প্রেমিকেব শিষ্য হয়। অবতাবেবা মায়া খণ্ডন কবেনা অৰ্ণাৎ মায়া জোড়া দেয়, কাবণ মায়া ঠিক না কবিলে নিজেব অস্তিত্বেব লোপ হয়, কিন্তু এক নিয়ম প্রতিপালন কবিয়া সমস্ত নিত্য কবে।

নিয়ম এক হইলে সংস্কাৰ এক হয়, এক সংস্কাৰ আসিলে স্বভাব উপস্থিত হয়, স্বভাব উপস্থিত হইলে, অভাব লক্ষিত হয় না। যথায় অভাব তথায় ভেদ জ্ঞান লক্ষিত হয়, সংস্কাৰ এই ভেদ

উৎপাদনের মূল হয়, অতএব নিয়ম প্রতিপালন কবিয়া এক সংস্কার কবা সর্বতোভাবে বিধেয় হয় ।

জ্ঞানী । আপনি যাহা বলিলেন, ইহাতে মায়া ত্যাগেব কোন আবশ্যক নাই, কাবণ মায়া ত্যাগ হয় না, যতক্ষণ দেহ থাকে । দেহ থাকিলে দেহাব সমস্ত কার্য চলিবে, যদি দেহ অভাব হয়, তাহা হইলে সমস্তবই অভাব হয় । দেহ আছে বলিয়া মায়া আছে, ইহাব কাবণ আপনি এক আনিয়া সমস্ত নিত্য বাখিলেন, এবং আদি, মধ্য ও অন্ত এক কবিলেন । সংস্কার এক কবিবাব কাবণ এক নিয়ম প্রতিপালন কবিত বলিলেন এবং নিয়ম প্রতিপালন কবিবাব জগৎ পুরুষকাব আনিলেন, পুরুষকাবে স্বভাব ইহাও প্রমাণ কবিলেন । স্বভাব ও নিত্য ও এক এক হয় ইহাও ঠিক বাখিলেন, সমস্তকে অখণ্ড গোলাকাব কবিলেন, উঠা ও নাবাকে সংস্কার কবিলেন, দে পাক্কে পুরুষকাব কবিলেন, আবার এই নিয়মকে ঠিক বাখিবাব কাবণ সমস্ত নিত্য কবিলেন, এবং নিত্য কবিবাব কাবণ উঠা, নাবা, দে পাক নিত্য হইল । তবে আমি যোব সংস্কারী হইয়া স্বভাব নিয়ম প্রতিপালন কবি ।

অবতাব । কব, একের রূপায় এক হও ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

মূর্তি ।

মূর্তি ব্যতীত জগতেব অস্তিত্ব নাই । মূর্তি আছে বলিয়া জগৎ আছে, ইহার কাবণ যথায় মূর্তি আছে তথায় জগৎ আছে, কিন্তু যথায় নিবাকাব আছে তথায় মূর্তি লক্ষিত হয় না । নিবাকাব কহিতে, লিখিতে ও গুণ কীর্তন কবিতে পাবে না, কিন্তু আকাব কহিতে, লিখিতে ও গুণ কীর্তন কবিতে পাবে, ইহার কাবণ মূর্তিব ভিতর মানব মূর্তি শ্রেষ্ঠ আকাব বলিয়া কথিত হয় । আকাব ও সৎ এক হব ফলতঃ মূর্তি ও আকাব এক হব ।

জগৎ গমনশীল বিষয় হয় বলিয়া, জগৎ বলিয়া অভিহিত হয় । গম ধাতুর উদ্ভব শত্ৰু প্রভায় কবিলে জগৎ হয় । কপাস্তব জগতেব গতি হয়, জগতেব সমস্ত বিষয় কপাস্তব হব, ইহার কাবণ কপাস্তবিত বিষয় জগৎ হয় । মূর্তি অর্থাৎ আকার না হইলে কপাস্তব কিম্বা গমনশীল বিষয় হইতে পাবে না, অতএব মূর্তি, সৎ, আকার ও জগৎ এক হয় ।

পঞ্চমহাভূতে উর্ণনাভইব জগৎ রচিত হয় এবং ত্রিগুণে জগৎ আবহমান চলিতেছে । প্রভু হব এই সংস্কার প্রথমে জগতে প্রচার কবেন, এবং ইহার কাবণ তিনি গুরু বলিয়া অভিহিত হন । গুরু

বলিলেই প্রভু হরকে বুঝায়, অথু কাহাকেও বুঝায় না কারণ তিনি প্রথমে মানবগণকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আইসেন। শু—অন্ধকাব, ক—আলোক, যিনি অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আসেন তিনিই গুরুপদ বাচ্য হন, ইহার কারণ গুরু ও শিষ্য ববাবর চলিয়া আসিতেছে।

মুচ্ছতে কতি প্রত্যয় কবিলে মুষ্টি হয়। ওম তৎ সৎ, অর্থাৎ আকার, ন অসৎ অর্থাৎ নিবাকাব নয় কারণ নিরাকার হইলে কিছুই থাকে না, কিন্তু আকাব হইলে সমস্ত বিষয় নিহিত হয়। বিষয় হইলেই বিশেষ হয়, বিশেষ হইলেই গুণ হয়, গুণ হইলেই ত্রিশব্দ প্রয়োগ কবিতে হয়, ত্রি প্রয়োগ কবিলেই অ+উ+ম কিন্তু উ+অ+ম বম ও ওম প্রস্তুত হয়। এই সব বিষয় অন্য বহুস্তে বহুল প্রকাবে বলা হইয়াছে।

ত্রিগুণ বিশিষ্ট জগদাবস্থা সর্বত্র ব্যাপিয়া বহিয়াছে, অতএব যিনি এই জ্ঞান প্রথম প্রচাব কবিয়াছেন, তিনিই যথার্থ উপাস্ত্র দেবতা হন, এবং তাঁহার গুণ কীৰ্ত্তন করা সর্বাতাভাবে বিধেয় হয় এবং এই গুণ কীৰ্ত্তনকে বিহারী মিত্র মুষ্টি পূজা কহে।

মানব জাতি ব্যবহাবে এক হয়, এক হইলেই প্রকৃত জাতি ধর্ম হয়, জাতি ধর্ম হইলেই বন্ধু হয়, বন্ধু হইলেই এক হয়, এক হইলেই মোক্ষ হয়। যেইখানে যিনি জাতি ধর্ম প্রচাব কবিতে পারিয়াছেন, তিনিই সেইখানে উপাস্ত্র দেবতা বলিয়া কথিত হন। উপাস্ত্র ও উপাসক শব্দ যথায় ব্যবহাব হয় তথায় নিরাকাব শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে না, কাবণ নিরাকার শব্দ প্রয়োগ করিলে

উপাস্তা ও উপাসক শব্দ লোপ হয়। অন্য বহুস্তে ইহাব বিচার। বিশদরূপে কবা হইয়াছে, ইহার কাবণ বলা বাহুল্য বলিয়া ছাড়িয়া দিলাম।

দর্শনধর্ম্ম একটি স্বতন্ত্র পদার্থ হয়, ইহাব কাবণ যড দর্শন ও বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষৎ জাতি ধর্ম্ম হইতে পাবে না, জাতি ধর্ম্ম ব্যবহাবময় হয়, দর্শন ধর্ম্ম ব্যবহারউচ্ছেদময় হয়। যদি জ্ঞান, বিজ্ঞান ও যুক্তি লোপ হয়, তাহা হইলে যাহাব দ্বাবা বিষয় নির্ণয় কবা হয়, তাহাবই লোপ হয়। বিষয় লোপ হইলে যিনি কহিবেন, লিখিবেন ও যাহা কিছু কবিবেন তাহাবই লোপ হয়, অতএব দর্শন ধর্ম্ম দর্শনের উপযুক্ত হয়, ব্যবহাবের উপযুক্ত হয় না। দার্শনিক কোন জগতে উপাস্তা দেবতা হন না, ববং সর্বত্র উপাসক বলিয়া কথিত হন। প্রেমিক সর্বত্র উপাস্তা দেবতা হন, কাবণ প্রেমিক জাতি ব্যবহাব প্রচাব কবিয়া সকলকে এক প্রেম ডোরে ইহ জগতে বাধিতেছেন।

যিনি জাতি ব্যবহাবের শ্রেষ্ঠ লাভ কবিতে পাবিয়াছেন, তিনিই আত্মতত্ত্ব বুঝিবাব উপযুক্ত পাত্র হইয়াছেন, আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পাবিলে পবতত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারা যায়, কাবণ স্বভাব দ্বিপ্রকাব কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হয় না। যিনি স্বভাব বুঝিতে পাবিয়া ছেন, তিনি অভাব কি তাহাও সাক্ষন্দে বুঝিতে সক্ষম হন। বিশেষ না হইলে বিশিষ্টজন হইতে পাবে না, গান্ধি উপাখ্যান, জনক উপাখ্যান, ভার্গব উপাখ্যান, বলি উপাখ্যান, লবন উপাখ্যান, অগ্নি বেশ উপাখ্যান, ভৃগু উপাখ্যান, বশিষ্ঠ উপাখ্যান ইত্যাদি ইহাব

• প্রধান উদাহরণ হয়, কাবণ এই সব মহাত্মাবা বিশেষ হইয়াছিলেন বলিয়া আৰ্য্য জগতে বিশিষ্ট জন বলিয়া কথিত হন। পুরুষকাব ইঁহা দিগের ব্যবহার হয়, ইষ্টদেবতা ইঁহাদিগের ভক্তি হয়, আত্মতত্ত্ব ইঁহাদিগের সিদ্ধি হয়, এই প্রকাৰ কাযিক ব্যবহারকে ও মানসিক ধ্যানকে বিহাবী মিত্র মূৰ্ত্তি পূজা কহে।

পুতুল পূজা প্রথম প্রহ্লাদ কবে, যখন প্রহ্লাদ হরের অৰ্থাৎ হৰিব দ্বাবা পৰাজিত হয়, এবং প্রহ্লাদ এই বিধি সমস্ত দৈত্য কুলকে শিক্ষা দেয়, ফলতঃ তদবধি পুতুল পূজা চলিয়া আসিতেছে।

কোন একটী ব্রহ্মবাক্সসী বরাবৰ মানব হত্যা কৰিয়া উদব পূৰণ করিত। কিবাতদেশেব বাজা ও মুজী এই মানব হত্যা নিবাবণেব কাবণ এক দিন বজনী যোগে নগবেব বহির্দেশে বাহিব হন, এবং উঁহাবা দৈব বশতঃ ব্রহ্মবাক্সসীৰ সন্মুখে গিয়া উপস্থিত হন। ব্রহ্মবাক্সসী দ্বিজনকে সন্মুখে দেখিয়া মহানন্দে শুদ্ধাব চাডিয়া উঁহাদিগকে বলিল :—

“যদি আপনাবা উভয়ে আমাব দ্বাত্রিংশত প্রশ্নেব উত্তৰ কবিতে পাবেন, তাহা হইলে আমাব হস্ত হইত মুক্ত হইতে পারেন নচেৎ আমাব কবাল কবলে কবলিত হইবেন।”

উভয়ে ব্রহ্মবাক্সসীৰ দ্বাত্রিংশত প্রশ্নেব উত্তৰ দিয়া ব্রহ্মবাক্সসী কে সন্তুষ্ট কৰিয়াছিলেন, ব্রহ্মবাক্সসী উভয়েব নিকট স্বীকাৰ কবিল যে, অদ্যাবধি আমি আব মানব হত্যা কৰিয়া উদব পূৰণ কবিব না, বৰং যথাসাধ্য বিপথগামী মানবগণকে বক্ষা কৰিব, তদবধি ব্রহ্মবাক্সসী বক্ষণী বলিয়া অভিহিত হইল।

বক্ষণী কিঞ্চিৎ দিন কিবাতদেশে বাস কবিবার পর, তিনি হিমা-
লয়ের অঞ্জন গিরিতে বাইয়া এবং তথায় তপস্শা কবিয়া ইহলীলা
সম্বরণ করেন । কিবাতবাসীরা সেই স্থানে বক্ষণীব মূর্ত্তি প্রস্তুত
কবিয়া রক্ষণী, কন্দরা, মঙ্গলা, মঙ্গলচণ্ডী, রক্ষাকালী বলিয়া পুতুল
পূজা করিতে লাগিল, কালক্রমে সেই মূর্ত্তি ভারতের চারিধাবে
ব্যাপিল ।

প্রহ্লাদ হইতে পুরুষ পুতুল পূজা হইল । কিবাতবাসী হইতে
স্ত্রী পুতুল পূজা হইল । পাবে নানা প্রকারে নানা মূর্ত্তি হইল ।

উপাস্ত্র ও উপাসক দুইটি পদার্থ অর্থাৎ বড ও ছোট, যদি
উপাস্ত্র অচেতন হইল, তাহা হইলে উপাসক আব কত বেশী হইল ।
তর্ক হিসাবে যদি সব এক, এক সব দর্শন আনিয়া মীমাংসা কবিত্তে
হয়, তাহা হইলে উপাস্ত্র ও উপাসক নাই, এবং তথায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা
বিধি বৃথা হয় । প্রস্তুবে, মুখ্যে, দাকতে ও অর্কধাতুতে মানব
প্রাণ দিতে পারেন না, যদি পাবিতেন তাহা হইলে স্বভাব নিয়ম
থাকিত না । অনেকে বলিতে পাবেন, অজ্ঞানীদের এইটি প্রথম
বিধি হয়, কাবণ দ্বিতলে উঠিতে হইলে সিঁড়ির আবশ্যক হয়, কিন্তু
পশুত হইতে হইলে প্রথমে বর্ণপবিচয়ের আবশ্যক হয়, ইহা যে
সত্য তাহা বিনা সন্দেহে ও তর্কে সকলে স্বীকার কবিবেন, কিন্তু
ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে ইহাই প্রমাণ হয় যে, পৌত্তলিক পূজা অজ্ঞানী-
দের অর্থাৎ অসভ্যদের হয় । পূর্ব্বে জগতে সর্বত্র পৌত্তলিক পূজা
বিধি ছিল ।

প্রভু হব ও প্রভু বুদ্ধ ভারতবর্ষে পৌত্তলিক পূজা উঠাইয়া

• দিতে চেষ্ঠা কবেন, কিন্তু সম্পূৰ্ণ কৃত কাৰ্য্য হইতে পাবেন নাই, কাৰণ ইহাদেব শিষ্যেবা এক লিঙ্গ ও বুদ্ধ মূৰ্ত্তি বাখিল। বুদ্ধদেবেব চাল, কলা বন্ধ হইল, কিন্তু এক লিঙ্গের চাল ও কলা বিধি বহিল।

প্ৰভু এব্বাহ্যাম পুতুল পূজা উঠাইতে চেষ্ঠা কবেন, কিন্তু তিনি সম্পূৰ্ণ কৃতকাৰ্য্য হইতে পাবেন নাই। তাঁহাব বংশধব প্ৰভু মোজ্জেস্ আবাব চেষ্ঠা কবেন, তিনি কতকটা সিদ্ধিলাভ কবিয়াছিলেন। প্ৰভু যিশুখ্ৰীষ্ট পুনৰায় আবাব চেষ্ঠা কবেন, তিনি পুতুল পূজা প্ৰায় সম্পূৰ্ণ উঠাইয়া দিতে পাবগু, হইবাছিলেন। শেষে প্ৰভু মহম্মদ শেষ কবিলেন। এক বংশ হইতে ক্ৰমান্বয়ে প্ৰায় চাৰিহাজাব বৎসব জগৎকে শিক্ষা দিাব পব তদ্দেশ হইতে পুতুল পূজা সংস্কাৰ লোপ প্ৰাপ্ত হইল। প্ৰভু যোৰাফ্টব ও পুতুল পূজা উঠাইয়াছেন, মোট কথা সিদ্ধু নদীব পব পাব হইতে সভ্য জগতে আব কোথায ও পুতুল পূজা নাই। যদি কেহ এখন ঐ সমস্ত ধৰ্ম্মাবলম্বীদিগকে পুতুল পূজা কৰিতে বলে, কেহই কবিবেন না, ববং আনন্দে দেহ নষ্ট কবিবেন। সংস্কাৰ কি বালাই দেখুন।

ভাবতবৰ্ষেব ভিতব পঞ্জাব, উত্তব পশ্চিম, মাদ্ৰাজ ও বোম্বাই প্ৰদেশে, বঙ্গ প্ৰদেশেব মতন প্ৰত্যহ ও পববতেহাৰে পুতুল গড়িয়া পূজা ও বিসৰ্জ্জন অদ্যাবধি দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে একটা নিৰ্দিষ্ট স্থান আছে, যথায সকলে যাইয়া পূজা কবেন, ইহাৰ কাবণ বোধ হয় ভাবতবৰ্ষেব অন্ত প্ৰদেশেব লোক বঙ্গ প্ৰদেশেব লোক অপেক্ষা অনেকাংশে সভ্য হন। তেজ, বল, শ্ৰী সমস্তই সংস্কাৰে গঠিত হয়।

মেডুয়াতে মেডুয়াতে মারামাৰি কবিলে এখনও উহাৰা বুলিয়া থাকে “তোম হাম্কে। বাঙ্গালী পায়া হায়।” এই মেডুয়াৱা সাতটুকাক বোতনে বাঙ্গালী বাবুৱ নিকট চাকবী কবিয়া থাকে, কিন্তু কোন বাঙ্গালী মেডুয়াব নিকট চাকবী কবেনা, তত্ৰাচ সংস্কাৰেৰ বল কি ভয়ানক হয় ।

পাঁচশত বৰ্ষ পূৰ্বে এক লিঙ্গ চন্দ্ৰনাথ ব্যতীত বঙ্গদেশে আদৌ কোন পুতুল ছিল না, কিন্তু ইদানীং অসংখ্য হইয়াছে, কাবণ গবির বঙ্গবাসীৰ সাধাৰণেৰ পয়সা বেশী হইয়াছে, আৰু মিশ্ৰিত ধৰ্ম্ম অসত্য ৰূপে অনেক আবিৰ্ভাব হইতেছে। ইংৰাজ বাহাদুৰেৰা লক্ষ লক্ষ টাকা বিদ্যা পুচাবেৰ দৰুন পুতি বৎসৰ বায় কবিতোছেন, আৰু খ্ৰীষ্টান আচাৰ্য্যেৰা হাজাৰ হাজাৰ টাকা বন্ধকে সভ্য কৰিবেন বুলিয়া খবচ কবিতোছেন, এবং মুসলমাণেৰা ও ধৰ্ম্ম পুচাবে বায় কুণ্ঠিত নন, তত্ৰাচ যদি একটি তালিকা লওয়া হয় যে, ইংৰাজ বাহাদুৰেৰ বঙ্গদেশে আগমনেৰ পূৰ্বে কতকগুলি প্ৰতিষ্ঠা পুতুল ছিল, আৰু পৰৱৰ্ত্তেহাৰে পুতি বৎসৰ কতকগুলি পুতুল গড়া হইত ও বিসৰ্জন দেওয়া হইত, আৰু এখনই বা কতকগুলি প্ৰতিষ্ঠা পুতুল আছে ও প্ৰতি বৎসৰ পৰৱৰ্ত্তেহাৰে কতকগুলি গড়া হয় ও বিসৰ্জন দেওয়া হয়, তাহা হইলে সভ্যৱা জানিতে পাবেন যে, একে শত বৃদ্ধি পাই-
যাছে কিনা ।

যত মিশ্ৰিত বিদ্যা বাডিবে, যত মিশ্ৰিত আচাৰ গ্ৰহণ হইবে, তত অসত্য সত্য ৰূপে প্ৰকাশ পাইবে, এবং তত অসত্যধৰ্ম্ম ধৰ্ম্ম বুলিয়া জন সমাজে প্ৰচাৰ হইবে। লোক যতক্ষীণ হয়, তত চতু-

বঁতা বুদ্ধি পায়। এক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বহু হইলে ক্ষীণ হয়, আর বহু হইতে একত্রিত হইয়া এক হইলে সবল হয়।

জজ্জ, মাজিস্ট্রেট, আইনবাজ, ধনী, ব্যবসাদার সকলেই বিদ্যা শিখিতেছে, এবং সকলেই সভ্য বলিয়া বঙ্গদোশ পবিগণিত হইতেছে, সকলেই সংস্কৃত ভাষা আমাদের বাপ দাদার বলিতেছে, সকলেই আর্গা ঋষিকে পূর্ব পুরুষ বলিতেছে, কিন্তু বল দেখি, পুতুল হস্ত তুলিয়া ভাত খায় কি, অমনি সকলে বলিবে, হাঁ, যেমনি বলিল, অমনি সম্পাদকেবা নজিব খবিল, যেমনি খবিল, অমনি প্রকাশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকের নাম ও ছুটিল, যেমনি ছুটিল, অমনি সম্পাদক হুড্ হুড্ কবিয়া পয়সা উপার্জন কবিল। যে বলিল, “পুতুল হস্ত তুলিয়া ভাত খাউতে পাবে না,” অমনি তাহার মুখে সমস্ত বঙ্গবাসী চুপকালি দিল, সকলেই ঘৃণা কবিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পয়সা উপার্জন বন্ধ হইল।

পদার্থ দুি প্রকার হয়, যথা চেতন ও অচেতন। যাহা চেতন পদার্থ হয়, তাহাই অপব চেতন পদার্থকে চৈতন্য দিতে পাবে, অচেতন পদার্থ চেতন পদার্থকে চৈতন্য দিতে পাবে না। জবায়ুজ, অগ্নিজ, স্নেদজ, তিন প্রকার চেতন পদার্থ হয়, তন্মধ্যে জবায়ুজ শ্রেষ্ঠ হয়, আবার জবায়ুজের মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ হয়, মানবের ভিতর ঘাঁহাদের চৈতন্য আছে তাহারা আবার অগ্ন মানবের ভিতর শ্রেষ্ঠ হন। এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক বর্ণ, এক খাদ্য ঘাঁহাদের ভিতর আছে, তাহাবাই মিশ্রিতদের উপর শ্রেষ্ঠ লাভ কবেন। অচেতন পুতুলকে পূজা কবিলে অচেতন তুল্য হইতে

হয়, অচেতনের গোববান্বিত ক্রিয়া কিছুই নাই, ইহাব কাবণ পূজা হইতে পাবে না, ষাঁহাব গোববান্বিত ক্রিয়া আছে, তাঁহাবই পূজা হইতে পাবে, অর্থাৎ গুণ কীর্তন হইতে পাবে।

পুতুলেব চক্ষু আছে দেখিতে পায না, কর্ণ আছে শুনিতে পায না, নাসিকা আছে শ্রাণ পায না, হস্ত আছে গ্রহণ কবিতে পাবে না, পদ আছে চলিতে পারে না, তবে কি কবিয়া ইহাব পূজা হইতে পাবে। যদি বল প্রাণ প্রতিষ্ঠা কবিয়া পূজা কবা হয়, ইহা কি সম্ভব পব যে মানব পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কবিতে পাবে। ভাবতবর্ষে পুতুলেব অভাব নাই, তবে কেন কোন প্রাণ প্রতিষ্ঠা পুতুল কহিতে, চলিতে ও লিখিতে পাবে না, যদি পারিত তাহা হইলে সকলেই দেখিতে পাইত।

পুতুলকে পুষ্প, চন্দন, চূয়া দ্বাবা অর্চিত ও অলঙ্কারেব দ্বাবা অলঙ্কৃত কবিলে কি পুতুলেব চৈতন্য লাভ হয়, না পুতুল দ্রব্যেব গুণ গ্রহণ কবিতে পাবে। ভোগ দিলে কি পুতুল ভোগ কবিতে পাবে, না পয়সা দিলে পুতুল হস্ত প্রসারণ করিয়া পয়সা গ্রহণ কবিতে পাবে, তবে এই সব দ্রব্য গ্রহণ কবে কে, যদি বল পূজাবী, পূজাবী গ্রহণ কবিলে তোমাব কি লভ্য হইল, যদি বল পূজারী গ্রহণ কবিলে পুতুলেব গ্রহণ কবা হয়, তবে কেন পুতুলকে সাক্ষী গোপাল কবিয়া বাখা হয়, যদি বল সংস্কাব, তাহা হইলে সংস্কাবকে মার্জিত কবা সর্বতোভাবে বিধেয় হয়। পূর্বে সংস্কাবেব বিষয় বলা হইয়াছে, সংস্কাব হাঁ ও না, দুই গডিতে পাবে, সংস্কাবেব নিকট জ্ঞান, বিজ্ঞান, যুক্তি কিছুই দাঁড়াইতে পাবে না, তবে দেশের বাজা

চেষ্টা কবিলে প্রথমে কতকটা হয়, যেমন Emperor Theodosius হইতে Christian trinity জনসমাজে বন্ধনুল হইল, কিন্তু সপ্তম পুরুষে নূতন সংস্কার বন্ধনুল হইয়া যায়, এবং নূতনটি পুৰাতন বলিয়া গণ্য হয় ।

প্রথমে যখন সতীদাহ উঠাইয়া দিবাব আইন হইবে গুজব হইল, তখন বঙ্গদেশে কি ভয়ানক হলুস্থল পড়িয়া গিয়াছিল, এবং কত প্রকার নজিব দেখাইয়া বাজ দরবাবে দবখাস্ত কবা হইয়াছিল, কিন্তু যখন পাস হইল জানিল, তখন স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত সবকার বাহাদুরকে কত নিন্দা কবিয়াছিল । অদ্য বঙ্গের কোম স্ত্রীলোক কি স্বামীব সহিত চিতাতে দেহভাগ কবিত্তে ইচ্ছুক হয়, না কোন বঙ্গবাসী আইনটি ভাল হয় নাই বলে, প্রথমে বুঝিতে পাব নাই ইহার কাৰণ খাবাপ বলিয়াছিলে অর্থাৎ non-sense বলিয়াছিলে, আপাততঃ বুঝিতে পারিতেছ, তাই ভাল বলিতেছ, আবাব আব পঞ্চাশ বৎসব পরে যখন সংস্কার ঠিক হইবে, তখন একাধারে সমস্ত বঙ্গবাসী আইন ভাল হইয়াছিল কহিবেক ।

যখন চডকে বান কোঁড়া বন্ধ হইল, তখনই বা কি না হইয়াছিল । আবাব অদ্য চডকেব সময় কাঁসাৰি ও জেলে পাডাব স্ত্রীলোকেরা সং সাজিয়া আমোদ কবিত, তাহাও শিক্ষিত যুবকেবা অসভ্যতা বলিয়া উঠাইয়া দিল । শিক্ষাব সহিত সংস্কারেব কি ভয়ানক পৰিবৰ্ত্তন তাহাও দেখ ।

প্রথম যখন কৈলেব জল হয় ও কলেব চিনি আমদানী হয়, তখন কলিকাতাবাসীরা কি কবিয়াছিল, জাত যাইল, জাত যাইল,

জাত যাটল বলিয়া চাবিধাবে হুকাহুয়া কবিযাছিল, অদ্য আবার কলেব জল মাপিয়া দিবার আইনেব কথা শুনিয়া কলিকাতাবাসীরা কি লঙ্কাকাণ্ড না কবিল, জাত যাইবে না, হুজুর, কলের জল দিন। পবদেশের চিনি আমদানী যাহাতে না হয় তাহাব দকনই বা কি লিখিল, কাবণ গৃহে কলের চিনি এত হইতেছে যে, পরদেশী না আসিয়া ভাগ লয়।

কম্পেন্টে বিলেব সময় কি লঙ্কাকাণ্ড না হইয়াছিল, আবার অদ্য ঘবে ঘবে ঋতুমতী কন্যা বিবাজ কবিতোছে, পঞ্চাশ বৎসব পবে সর্ব সাধাষণ হইয়া যাইবে। যখন যাইবে তখন কোন ব্যক্তি সপ্তম বর্ষেব কন্যাকে বিবাহ দিলে অশ্রু সকলে নিশ্চয় বলিবে, অমুক লোকটি কি অসভ্য, সপ্তম বৎসবেব কন্যাকে বিবাহ দিয়াছে। সমস্ত বালাই সংস্কার হয়। যখন রহস্তাবলি বুঝিবে, তখন আর non-sense বলিবে না।

প্রথমে যখন বঙ্গদেশে ইংবাজী বিদ্যালয় স্থাপন হয়, তখন কেহই জাত নষ্ট হইবে বলিয়া ইংবাজি বিদ্যালয়ে প্রবেশ কবে নাই, এবং প্রথমে যখন Medical College স্থাপন হয়, তখন ও কেহ জাত নষ্ট হইবে বলিয়া প্রবেশ কবে নাই, অদ্য সংস্কার কি হইয়াছে, যদি চক্ষু থাকে, তাহা হইলে এক বাব দেখ। পঞ্চাশ বর্ষ পরে রহস্তাবলি এই ভাব প্রাপ্ত হইবে আর non-sense থাকিবে না।

গঙ্গাসাগরে গর্ভেব প্রথম ফল দেওয়া কি উৎকৃষ্ট কার্য্য ছিল, এবং উড্ডিয়ার বথচক্রের নীচে স্বর্গে যাওয়া কি স্তুবিধা জনক পথ

ছিল, কিন্তু ইংরাজ বাহাদুরের নিশেধ আইন হওয়াবধি সংস্কার কি বদল হইয়াগিয়াছে। যদি কোন graduateকে এখন বলা হয়, এই কপ সহজ উপায়ে স্বর্গে যাইতে প্রস্তুত আছ, বোধ হয়, কেহই সম্মতি প্রদান করিবেন না, কাবণ সকলে জানিয়াছে যে, স্বর্গে ফাঁকি দিয়া যাওয়া হয় না, জ্ঞান, ক্রিয়া, ভক্তি ব্যতীত স্বর্গ হয় না। স্বর্গ ও নবক মনে বিবাক্ত হবে। মন শান্তি নাম স্বর্গ, মন অশান্তি নাম নবক।

শ্রেষ্ঠ মূর্তি জগতে অবতীর্ণ হইয়া অগ্ন্য সব জাগতিকজনকে এক শিক্ষা দেন, যাহাতে সকলকার সংস্কার এক হয়, এক সংস্কার হইলে মন শান্তি হয়, মন শান্তি হইলেই শান্তি, শান্তি, শান্তি হয়। শ্রেষ্ঠ মূর্তি জগতে মঙ্গল সাধন করেন ইহাব কাবণ তিনি শিব বলিয়া কথিত হন, এবং তিনিই সর্ব সাধাবণেব নিকট পূজনীয় হন। সর্ব সাধাবণ জন তাহার গুণ কীর্তন করিয়া বাছে ও অন্তরে এক হয়, এক হইলেই বাসনা অনুযায়ী বাস হয়। শ্রেষ্ঠ মূর্তি নাম উচ্চারণ করিলেও সর্ব পাপ হইতে নিদ্রুতি লাভ পাওয়া যায়।

শ্রেষ্ঠ মূর্তি গুণ কীর্তনকে বিচারী মিত্র মূর্তি পূজা করে। শ্রেষ্ঠ মূর্তি সৎ অর্থাৎ আকার বিশিষ্ট ত্রিগুণ মূর্তি হন, এবং ইনি প্রিয় পুত্র, অবতার, বম্বল ও অগ্ন্যপ্রকার বহু নামে কথিত হন, ইহাব কাবণ তিনি অগ্ন্য জাগতিকজনকে শিক্ষা দিতে পাবগ হন। দর্শন একটি স্বতন্ত্র বিষয় হয়, এবং কোন কালে সাধাবণেব বিষয় হয় না। যাহার যাহা ধর্ম তাহাব তাহাই রাখা কর্তব্য হয়, ধর্মকে অর্থাৎ

শ্রেষ্ঠ নৃন্তিব কথিত বচনকে ধৰ্ম্মে অৰ্থাৎ প্রকৃত কার্যে রাখা উচিত, হয়। দৰ্শনধৰ্ম্মকে দৰ্শন ধৰ্ম্মে বাখা উচিত হয়, সামাজিকধৰ্ম্মকে সামাজিক ধৰ্ম্মে বাখা উচিত হয়, রাজনীতিধৰ্ম্মকে রাজনীতি ধৰ্ম্মে বাখা উচিত হয়, গুপ্তনীতিধৰ্ম্মকে গুপ্তনীতি ধৰ্ম্মে বাখা উচিত হয়, অৰ্থাৎ সূক্ষ্মকে সূক্ষ্ম রাখা উচিত হয়, স্থূলকে স্থূলে রাখা উচিত হয়, অৰ্থাৎ পুতুলকে পুতুল ধৰ্ম্মে বাখা উচিত হয়, যদি এই সমস্তকে ঠিক বাখা হয় তাহা হইলেই প্রকৃত মানব ধৰ্ম্ম হয়। মানব ধৰ্ম্ম বাখিতে হইলেই শ্রেষ্ঠ নৃন্তিব পূজা অৰ্থাৎ গুণ কীৰ্ত্তন কবিত্তে হয়, এবং সকলে গুণ কীৰ্ত্তন করিলেই এক সংস্কাৰ হয়, সংস্কাৰ এক হইলেই স্থূলে এক হয়, স্থূলে এক হইলেই সূক্ষ্ম এক হয়, ইহাব কাবণ শ্রেষ্ঠ নৃন্তিবপূজা অৰ্থাৎ প্রিয় পুত্ৰের, অব-
তাবেব, বস্থূলেব সম্প্রদায়ানুসাবে গুণ কীৰ্ত্তন কবা সৰ্ববতোভাবে বিধেয় হয়।

রহস্তাবলি চরাচবে হইল ব্যাপ্ত,
নিয়ম-বহস্ত সত্য হইল সমাপ্ত।







